পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 294 Wednesday, 24 September, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৯৪ সংখ্যা ❋ ৭ আশ্বিন ১৪৩২, বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘বাড়ি থেকে কাজ করুন, চাকরি যাওয়ার ভয় থাকবে না, আমি বলছি’

অভি ব্যানার্জী, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ পুজোর আগে কলকাতার রাস্তায় নেমেছে ভয়ঙ্কর জলপ্রলয়। রাতভর নিম্নচাপের বৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন। উত্তর থেকে দক্ষিণ-প্রায় সব রাস্তায় জল জমে দুর্ভোগের চিত্র। এমন পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, সরকারি স্কুলগুলি আজ থেকে আগাম পুজোর ছুটি পালন করবে। একই সঙ্গে অফিস কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''বাড়ি থেকে কাজ করুন, চাকরি যাওয়ার ভয় থাকবে না, আমি বলছি।'' এদিন একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমকে টেলিফোনে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, সোমবার রাত থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি এবং বৃষ্টির জেরে শহরে জমা হওয়া জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একাধিকজনের মৃত্যু হয়েছে। তারই জেরে যে মুখ্যমন্ত্রীর এই সতর্কতা তাও স্পষ্ট করেছেন তিনি। শহরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যেসব মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিবারের পাশে রাজ্য সরকার রয়েছে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''জীবনের বিকল্প অর্থ নেই। সকলকে অনুরোধ-জল থাকাকালীন কেউ রাস্তায় বের হবেন না। আগে রাস্তা থেকে জল নামতে দিন, তারপরে কাজে যাবেন।'' পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও আগামী দু'দিন ছুটি দেওয়া বা অনলাইন ক্লাস করানোর অনুরোধ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''এ ধরনের

বৃষ্টি আগে কোনওদিন হয়নি। কলকাতা হাওড়া হুগলিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে। বাংলা নৌকার মতো উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ভুটান সব জায়গা থেকে জল ঢুকে পড়ছে। ড্রেজিং না করলে জল নামতে আরও সময় লাগতো।'' এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রকেও তীব্রভাবে দুষেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ডিভিসি ভর্তি করে জল ছেড়ে দিয়েছে, মাইথনের জল, পাঞ্চেতের জল-সব জল ফরাক্কায় যাচ্ছে। ডিভিসি ১৫ বছর ধরে ড্রেজিং করেনি। আমাদের হাতে থাকলে আমরা করে দিতাম।'' পুজোর মুখে আরও একটি দুর্যোগ দেখা দিতে পারে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতর সতর্ক করেছে। এ ব্যাপারেও সকলকে সজাগ থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''সিইএসসি-কে অনেকবার বলেছি, কলকাতায় ওয়্যারগুলো ঠিক করতে। শুনেছি ৭-৮ জন মারা গিয়েছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এই পরিবারগুলোকে সিইএসসি-কে সাহায্য করতে হবে। তাঁদের একটা করে চাকরি দিতে হবে, আমি স্পষ্ট জানাচ্ছি।'' তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, বিদ্যুৎ সিইএসসি দেয়, সরকার নয়। তাই, মানুষের যেন কষ্ট না হয়, সেই ব্যবস্থা করা তাদেরই কর্তব্য। দ্রুত যাতে আধুনিকীকরণ করার কাজ শুরু হয়, সেই বার্তাও দিয়েছেন মমতা। শহরে এই বেনজির দুর্যোগ পরিস্থিতি মঙ্গলের বিকালে থাকা পুজো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানগুলি সাময়িক ভাবে বাতিল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সূত্রে খবর, এদিন কলকাতার ১৩টি পুজো উদ্বোধনের পরিকল্পনা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। সঙ্গে জেলাতেও পুজো উদ্বোধন করার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু কার্যত বন্যা পরিস্থিতির কারণে সেই উদ্বোধন স্থগিত রেখেছেন তিনি। অবশ্য কর্মসূচি অনুযায়ী, জেলার যে পুজোগুলি উদ্বোধন করার কথা ছিল তাঁর, তা তিনি ভার্চুয়ালিই করবেন। কলকাতার জলযন্ত্রণা নিয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান বলেন, ''আমাদের সরকার সাড়ে পাঁচ লক্ষ পুকুর খুঁড়েছে। বাংলার জল বাংলা সামলাবে, আমাদের সেই ক্ষমতা আছে। কিন্তু বাইরে থেকে যে জল ঢুকে পড়ছে, সেটা রোখা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তার ওপর টানা ৪-৫ মাস ধরে বর্ষা চলছে। গ্রীষ্ম, শরকালও বর্ষার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তারওপর পুজো এবারে এগিয়ে এসেছে। সব মিলিয়ে মানুষের এই দুর্ভোগ।'' শহর কলকাতা থেকে জল নামতে দেরি হওয়ার জন্য মেট্রো কর্তৃপক্ষকেও দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ''মেট্রোর কাজের জন্য দিনের পর দিন বালি, মেটেরিয়ালস পড়ে থাকে। নালা বন্ধ হয়ে যায়। দায় ওদেরও নিতে হবে।''

‘ভোটচুরি রুখতে যুবসমাজ বদলাচ্ছে’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি মঙ্গলবার বলেন, ''যতদিন দেশে ভোটচুরি চলতেই থাকবে, ততদিন বেকারি ও দুর্নীতি বাড়বে। কিন্তু, দেশের যুবসমাজ আর বেশিদিন ধরে চাকরি চুরি ও ভোটচুরি বরদাস্ত করবে না।'' প্রসঙ্গত, এদিন আর জেন জি শব্দবন্ধটি প্রয়োগ না করে যুবসমাজ বলে ওই সম্প্রদায়কে বোঝান লোকসভার বিরোধী দলনেতা। কারণ, এর আগে নেপালে জেন জি গণঅভ্যুত্থানের পরপরই রায়বরেলির এমপি এখানেও জেন জি সম্প্রদায় নিয়ে মন্তব্য করায় সমালোচনার মুখে পড়েন রাহুল। এদিন হিন্দিতে এক এক্সবার্তায় রাহুল বলেন, 'দেশে যুবসমাজের সামনে বেকারি এক বিরাট সমস্যা। আর এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছে ভোটচুরি। যে কোনও সরকারের ক্ষমতায় এসে প্রথম কর্তব্যই হচ্ছে চাকরির সংস্থান করা ও যুবদের জন্য আয়ের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। কিন্তু, বিজেপি তো আসলে সভাবে ভোটেই জেতেনি। ওরা ক্ষমতায় টিকে যাচ্ছে ভোট চুরি করে। ওরা এভাবেই সরকার দখল করে চলেছে।' রাহুলের দাবি, এজন্যই দেশে বেকারি এখন গত ৪৫ বছরের মধ্যে সবথেকে বেশি। এই কারণেই চাকরির সংখ্যা কমছে, নিয়োগ বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে, দেশের যুবকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। এই কারণেই প্রতিটি প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে এবং প্রতিটি নিয়োগের পিছনে রয়েছে একটি করে বড় দুর্নীতি চক্র। দেশের তরুণরা কঠিন পরিশ্রম করে নিজেদের তৈরি করছেন একটি চাকরি পাওয়ার আশায়। তাঁরা ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য লড়াই করে চলেছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুধুমাত্র তাঁর প্রচার নিয়েই ব্যস্ত। তাঁর প্রশংসা পেতে অধীর। তাঁর লক্ষ্য কী করে কোটি-কোটিপতিরা আরও বড়লোক ধনী হয়ে উঠবেন। যুবসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চুরমার করে তাদের হতাশ করে দেওয়াই এই সরকারের পরিচয় হয়ে গিয়েছে, বলেন রাহুল। রাহুলের দাবি, এখন পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। দেশের যুবসমাজ বুঝে গিয়েছে শুধু একটি চাকরি জোগাড় করাই মূল লড়াই নয়। লড়াই করতে হবে ভোটচুরির সঙ্গেও। কারণ যতদিন ভোট লুট চলবে, ততদিন বেকারি ও দুর্নীতি আরও বাড়তে থাকবে। তাই দেশপ্রেমের অর্থ এখন বেকারি ও ভোটচোরদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা। লেখার সঙ্গে দুটি ভিডিও যুক্ত করেছেন রাহুল গান্ধি।

স্ত্রী'র প্রেমিককে খুন স্বামীর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ মহালয়ার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মেছোভেরি এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছিল এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ। শামিম পৈলান নামে বছর ২৬-এর ওই যুবককে খুন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই খুনের কিনারা করল ক্যানিং থানার পুলিশ। ওই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক দম্পতিতে। স্ত্রীর সঙ্গে ওই যুবক পরকীয়ায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন। সেই কথা স্বামী জানতে পেরে স্ত্রীর মাধ্যমে ফোনে ওই যুবককে ডাকিয়েছিলেন বলে খবর। ওই যুবক এলে তাঁকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার সকালে ক্যানিংয়ের বৈতরণী এলাকার মেছোভেরিতে শামিম পৈলানের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। মৃতের বাড়ি উস্থি থানার সংগ্রামপুর এলাকায়। পুলিশ তদন্তে নেমে ক্যানিং এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হল সৌমেন সর্দার ও তাঁর স্ত্রী দেবী সর্দারকে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, শামিমের সঙ্গে মাস ছয়েক আগে দেবী সর্দারের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই সম্পর্কের কথা জেনে ফেলে ছিলেন স্বামী। এরপরই সম্ভবত খুনের পরিকল্পনা করা হয়। স্ত্রীকে দিয়ে শামিমকে ফোন করিয়ে ওই মেছোভেরিতে ডাকানো হয়েছিল বলে খবর। প্রেমিকার ফোন পেয়ে কোনও সন্দেহ করেননি শামিম। ওই যুবক সেখানে পৌঁছতেই তাঁর উপর হামলা চালানো হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথারি কোপ মারা হয় বলে খবর। রক্তাক্ত অবস্থাতেও শামিম পালানোর চেষ্টা করে ছিলেন। তখন মৃত্যু নিশ্চিত করতে সৌমেন সর্দার শ্বাসরোধ করে খুন করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পরই স্বামী-স্ত্রী গা ঢাকা দিয়েছিলেন। ক্যানিং থানার পুলিশ মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে শেষপর্যন্ত তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে।

এখনই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে না, জানাল হাওয়া অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের উপকূল এবং উপকূল সংলগ্ন জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হয়েছে। আর কলকাতায় সবথেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছে রাত ২টো ৩০ মিনিট থেকে ভোর ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মূলত নিম্নচাপের কারণেই এই বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানিয়েছে তাঁরা। রাত আড়াইটে থেকে ভোর সাড়ে পাঁচটা-এই সময়ের মধ্যে কলকাতায় বৃষ্টিপাত হয়েছে ১৮৫.৬ মিলিমিটার! আর উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে এবং তা দুর্বল হবে। ফলত আগামী কয়েক ঘণ্টাতেও দক্ষিণবঙ্গে সমস্ত জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। তবে কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস মিলেছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, ভারী বৃষ্টিপাত হবে পুরুলিয়া, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া। কলকাতায় অবশ্য এখনই আর ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। তবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি হবে ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার চতুর্থী তে। উত্তর-

২৪ ঘণ্টার হিসেবে ৯৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে নিম্নচাপের প্রভাবে কলকাতা এবং সংলগ্ন জেলায় প্রচুর পরিমাণে জলিয় বাষ্প পুঞ্জিভূত হয়েছিল। সেই কারণেই এত বৃষ্টি। এমনই জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতর। স্পষ্ট করা হয়েছে যে, মেঘভাঙা বৃষ্টি এটা নয়। মূলত জলীয় বাষ্প এবং নিম্নচাপের এই বৃষ্টি। এই নিম্নচাপের প্রভাবে রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও হালকা থেকে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, এই মুহূর্তে ওড়িশা সংলগ্ন অঞ্চলে নিম্নচাপ অবস্থান করছে। ২৪ ঘণ্টায় তার অবস্থানের বদল ঘটবে না। তারপর ধীরে ধীরে পশ্চিম এবং মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় এই নিম্নচাপ তৈরি হবে। এটি ক্রমশ পশ্চিম দিকে এগোবে। পশ্চিম মধ্য ও উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগরে এই নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে শুক্রবার পঞ্চমীর দিন। এর প্রভাব থাকবে দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে। ষষ্ঠীর দিন এটি ওড়িশা ও অন্ধ্র উপকূলে স্থলভাগে প্রবেশ করবে। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা আপাতত নেই। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বেশি হতে পারে মালদা ও দুই দিনাজপুর। শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পার্বত্য এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে।

জাতীয় পুরস্কার হাতে উনষাটের ‘জওয়ান’ শাহরুখ

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ তিনি রোম্যান্সের জাদুকর, আবার ভিলেনের চরিত্রেও সমান সাবলীল। 'বাজিগর'-এর অ্যান্টি হিরো থেকে 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে'র চকলেট বয়, 'দেবদাস'-এর ব্যর্থ প্রেমিক হোক কিংবা 'চক দে ইন্ডিয়া'র কড়া হকি কোচ, প্রতিটি চরিত্রেই একইরকম প্রাঞ্জল কিং খান শাহরুখ। ৩৩ বছরের অভিনয় জীবনে প্রথমবার সেরা অভিনেতা হিসেবে 'জওয়ান'-এর জন্য জাতীয় পুরস্কার জিতলেন বলিউড বাদশা। মঙ্গলবার ৭১তম জাতীয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু হাতে তুলে দিলেন এই সর্বোচ্চ সম্মান। কালো বন্ধ-গলার শেরওয়ানি আর রোদচশমা পরা শাহরুখ, পোল্যান্ড থেকে হঠাৎই দিল্লি উড়ে এসে পুরস্কার গ্রহণ করেন। মঞ্চে প্রবেশ করতেই বন্ধুবর রানি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কুশল বিনিময়, আবার সঞ্চালকের 'কিং অফ আর্টস' সম্বোধনে উড়ন্ত চুমুর মুহূর্ত-সবমিলিয়ে মেজাজে ছিলেন একদম বাদশা। সেরা অভিনেতা হিসেবে 'টুয়েলভ ফেল'-এর জন্য সম্মানিত হন বিক্রান্ত মাসে। অন্যদিকে, 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সাস নরওয়ে'-এর জন্য জাতীয় পুরস্কার পান রানি মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণী মেগাস্টার মোহনলাল দাদাসাহেব ফালকে সম্মান লাভ করেন, সেরা হিন্দি ছবি হিসেবে নির্বাচিত হয় 'কাঠালঃ আ জ্যাকফ্রুট মিসট্রি'। শাহরুখ খানের কেরিয়ার শুরু হয়েছিল রোম্যান্টিক 'রাহুল' চরিত্রে, 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়'-এর মতো ছবি দিয়ে কোটি দর্শকের হৃদয় জিতে নিয়েছিলেন। এরপর অ্যাকশন, কমেডি ও ড্রামার সবই খেলেছেন। যদিও মাঝে কয়েকবার বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে তিনি, 'জিরো'র পর চার বছরের বিরতি নিয়ে আবারও কামব্যাক করেন।

শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ-নেপালের দেখানো পথে এবার ইতালিতে আন্দোলন

সংবাদ সংস্থা, মিলান, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ ইতালির মিলান শহরে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া এক সহিংস আন্দোলন নতুন করে আন্তর্জাতিক নজর কেড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের চলমান ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাতের প্রেক্ষাপটে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সরকারের প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি না দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ না থেকে, এই বিক্ষোভ দ্রুত সহিংসতায় রূপ নেয়। ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে-প্রো-প্যালেস্টাইন (প্যালেস্টাইনপন্থী) বিক্ষোভকারীরা, যাদের মধ্যে চরম বামপন্থী গোষ্ঠী ও কিছু অভিবাসী গ্যাংও ছিল, তারা মিলানের রাস্তায় তাণ্ডব চালায়। শহরের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও রাস্তা অবরোধ করে ফেলে, যার ফলে জনজীবনে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ঘটনাটি শুধুমাত্র একটি আন্দোলন নয়, বরং এটি ইউরোপের সাম্প্রতিক অভিবাসন ও রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাতকে প্রকাশ করে। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও নেপালের মতো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো ইতিপূর্বে নিজ নিজ দেশে কিংবা প্রবাসে অভিবাসীদের মানবাধিকার, রাজনৈতিক স্বীকৃতি ও স্বাধীনতার দাবিতে বিভিন্ন রকমের আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সেই পথেই যেন হাটছে ইতালির এই নতুন প্রজন্মের অভিবাসী ও বামপন্থী কর্মীরা। তবে, ইতালির পরিস্থিতি ভিন্ন কারণে আরও স্পর্শকাতর। জর্জিয়া মেলোনির নেতৃত্বাধীন ডানপন্থী সরকার অভিবাসন ইস্যুতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। সরকার বলছে, প্যালেস্টাইনকে স্বীকৃতি দিলে সেটা সন্ত্রাসের বৈধতা দেবে। এর ফলে সরকার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে গুরুত্ব দিয়ে চলেছে। অন্যদিকে, ফ্রান্স জাতিসংঘে প্যালেস্টাইনকে স্বীকৃতি দিয়ে একটি ভিন্ন বার্তা দিয়েছে, যার ফলে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছে প্যারিস। মিলানের

আন্দোলনের এই চেহারা শুধুমাত্র প্যালেস্টাইন ইস্যু নয়, বরং এটি অভিবাসী সমাজের রাজনৈতিক ভূমিকা, বর্ণ বৈষম্য এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের দূরত্বের প্রতিচ্ছবি। ইতালিতে বেড়ে চলা মুসলিম ও দক্ষিণ এশীয় অভিবাসী জনসংখ্যা বর্তমানে এক নতুন রাজনৈতিক শক্তিতে রূপ নিচ্ছে। তারা নিজেদের দাবি ও অধিকার আদায়ে এখন আর নিরব নয়।

ডেকেও সাড়া নেই মা-ছেলের, ফ্ল্যাটের দরজা ভাঙতেই আঁতকে উঠলেন সবাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ ফোন করেও পাননি আত্মীয়স্বজনরা। আবাসনের প্রতিবেশীরা ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে পচা গন্ধ পাচ্ছিলেন। পুলিশ এসে ফ্ল্যাটের দরজা ভাঙতেই আঁতকে উঠলেন সবাই। ঘরের মধ্যে পড়ে রয়েছে এক বৃদ্ধা ও তাঁর ছেলের দেহ। মঙ্গলবার বাঁশদ্রোণী নর্দান পার্কে ওই ফ্ল্যাট থেকে মা ও ছেলের দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম শীলা দাশগুপ্ত (৬৯) এবং সুতীর্থ দাশগুপ্ত (৩৮)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এক থেকে দেড় বছর আগে চারতলা ওই আবাসনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট কিনে আসেন শীলা দেবী। স্বামী দীর্ঘদিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন। পুলিশ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিশ্বকর্মা পুজোর দিন পরিজনরা ফোন করেছিলেন শীলা দেবী এবং তাঁর ছেলেকে। কিন্তু ফোনে পাননি। তারপর আর পরিজনরা খোঁজখবর নেননি। এরপর মঙ্গলবার সকাল থেকে ফোন করতে থাকেন পরিজনরা। কেউ ফোন না তোলায় তাঁদের সন্দেহ হয়। এরপর আবাসনের অন্য বাসিন্দারা এদিন গ্রাউন্ড ফ্লোরের ওই ফ্ল্যাট থেকে পচা গন্ধ পেয়ে পরিজনদের জানান। এরপর তাঁরা এসে দরজায় ডাকাডাকি করলেও ভিতর থেকে কেউ সাড়া দেননি। এরপরই বাঁশদ্রোণী থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে মা এবং ছেলের দেহ উদ্ধার করে। একটা ঘরে মেঝেতে দু'জনের দেহ পড়েছিল। কীভাবে দু'জনের মৃত্যু হল, তা নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। আত্মহত্যা নাকি পেছনে অন্য কিছু রয়েছে, তা ময়নাতদন্ত করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, আত্মঘাতী হয়েছেন দু'জন। কতদিন আগে ওই ২ জনের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে, তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে। পরিজনরা বিশ্বকর্মা পুজোর দিন (১৭ সেপ্টেম্বর) ফোন করে পাননি। তাহলে কি তার আগেই মৃত্যু হয়েছে ওই ২ জনের? সবদিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গাড়ি নেই, ম্যাটাডোর চড়ে কাজে গেলেন ডাক্তার থেকে স্কুলের শিক্ষিকা! ভোগান্তিতেও একপশলা মজা কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ সোমবার রাত থেকে কলকাতায় যে হারে টানা বৃষ্টি হয়েছে, তেমনটা হালফিলে দেখা যায় না। পাঁচ ঘণ্টার রেকর্ড বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতার অধিকাংশ এলাকা। ব্যাহত যান চলাচল। তার মধ্যে লাইনে জল ঢুকে পড়ায় শহরের একমাত্র লাইফলাইন মেট্রোও ঝুলিয়েছে। দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে যাত্রীদের। এখন তাও বেশিরভাগ অফিসকর্মীরা ওয়ার্ক ফ্রম হোমের সুবিধা পান। তাঁদের খানিকটা হলেও এই ঝক্কি পোহাতে হয়নি। কিন্তু জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত এমন অনেকেই আছেন যাঁদের ঘরে বসে কাজ করার উপায় নেই। ডাক্তার, নার্স থেকে শুরু করে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা শোকজ নোটিস পাওয়ার ভয়ে তাই মঙ্গলবার বাধ্য হয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। কিন্তু গোটা শহর জুড়ে যানবাহনের তেমন বহর না থাকায় সহায় হয়ে উঠেছে ছোট হাতি (ম্যাটাডোর)। তাতে চড়েই অফিসমুখী হয়েছেন তাঁরা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ-গোটা শহর কার্যত বিপর্যস্ত। সর্বত্রই কমবেশি সমস্যার মুখে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বহু গলিপথ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে, নানা এলাকায় রাস্তাজুড়ে জমেছে জল। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের দাবি, যেসব রাস্তায় আগে কখনও জল জমার নজির ছিল না, সেইসব জায়গাও এবার তলিয়ে গেছে বৃষ্টির জলে। যত দ্রুত সম্ভব জমা জল নামানোর কাজ শুরু হয়েছে। তবে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রবল বৃষ্টি চলতে থাকায় স্বাভাবিকের তুলনায় জল নামতে অনেক বেশি সময় লাগছে। এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই যানচলাচল স্তব্ধ। যে কারণে বেশিরভাগ অফিযাত্রী একসঙ্গেই চেপে বসেছেন, থুড়ি দাঁড়িয়েছেন ছোট হাতিতে, সহজ করে বললে ম্যাটাডোরে। যাঁদের

মধ্যে কেউ ডাক্তার, কেউ নার্স, কেউ স্কুলের শিক্ষিকা। যাঁদের নিজস্ব গাড়ি আছে, তাঁরাও কোমর সমান জলে তা বের করেননি। চরম দুর্ভোগের মধ্যেও একসঙ্গে হইহই করে তাঁরা ম্যাটাডোরে চেপে স্কুলে, হাসপাতালে গেলেন। আসলে এমন অভিজ্ঞতা তো খুব একটা শহুরে মানুষদের হয় না, তাই দিনটার কথা মনে রাখতে দেদার সেলফিও তুললেন তাঁরা। কেউ কাউকে চেনেন না, অথচ কলকাতার বৃষ্টি তাঁদের এক করে দিয়েছে। বিরক্তিকর দুর্ভোগের মাঝেও এ যেন এক পশলা মজা। যার সাক্ষী থাকল কলকাতা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে বালিগঞ্জ এলাকায়- ২৯৫ মিলিমিটার। এর পরেই রয়েছে মুকুন্দপুর (২৮০ মিমি), গড়িয়া (২৭০ মিমি), যাদবপুর (২৫৮ মিমি), গড়িয়াহাট (২৬২ মিমি) ও কসবা (২৪৬ মিমি)। অন্যদিকে, সবচেয়ে কম বৃষ্টি রেকর্ড হয়েছে উত্তর কলকাতার সাউথ দমদমে, মাত্র ৬১ মিমি। এদিন সকালে প্যান্ট গুটিয়ে, পোলো শার্ট পরে পুরসভায় পৌঁছে যান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তার সাংবাদিকদের বলেন, ''বৃষ্টি ও নিম্নচাপে সমুদ্র উত্তাল হয়ে রয়েছে। নদীতে টগমগ করছে জল। খাল উপচে পড়ছে। ফলে পুরসভা থেকে ড্রেনেজ সিস্টেমে জল ফেলতে গেলেও তা ব্যাক ফ্লো হয়ে আবার শহরে ঢুকে পড়ছে। জল খালে না গেলে শহর থেকে জল নামবে কী করে!'' তিনি জানিয়েছেন, দুপুর দেড়টায় হুগলি নদীতে বড় বান আসার কথা। তাতে জোয়ারের জল উঠবে আবার। সেটা কেটে গেলে তবেই কলকাতার জল নামানো সম্ভব হবে। মোট কথা, বৃষ্টি না হলেও গোটা শহরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে অন্তত ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা সময় লাগবেই। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের জেরেই টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কলকাতা। আবহাওয়াবিদরা আগেই জানিয়েছিলেন, ষষ্ঠীর দু'দিন আগে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, আর সেই প্রভাবেই পুজোর সময়ে বৃষ্টি হতে পারে। আগামী বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ তৃতীয়াতেই সমুদ্র উত্তাল হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। কিন্তু তার আগেই সোমবার রাতভর অতি ভারী বৃষ্টিতে কার্যত নাজেহাল শহরবাসী। দুর্গাপুজোর আগে এমন বৃষ্টিতে উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ। এই বৃষ্টির দাপটে ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক পুজো প্যান্ডেল। ফলে উৎসবের আগে আকাশের এমন মেঘলা মেজাজে দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে।

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ

কলকাতাঃদীর্ঘ পুজোর ছুটিতে যাতে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ যাতে স্তব্ধ না হয়ে যায় রাজ্য সরকার সেদিকে সতর্ক নজর রাখছে। নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, ছুটির এই সময়ে মুখ্যসচিব নিজে সমস্ত দফতরের কাজকর্ম তদারকি করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেবেন। উসব পর্ব শেষ হওয়ার পর অক্টোবরে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সব দফতরকে নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক করবেন। সেখানে এই সময়ে কতটা উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়েছে, তার হিসাব নেবেন তিনি। আগামী বছরই বিধানসভা নির্বাচন। এই পরিস্থিতিতে কোনও প্রকল্প থমকে যাক, তা চাইছেন না মুখ্যমন্ত্রী।

শারদীয়া দুর্গোসবের সূচনায় করেন মুখ্যমন্ত্রীঃউলুবেড়িয়া

উলুবেড়িয়াঃরাজ্যের একাধিক শারদীয়া দুর্গোসবের সূচনা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়।গত রবিবার মহালয়ার দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায় ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় একাধিক শারদীয়া দুর্গোসবের সূচনা করেন। উলুবেড়িয়ার নোনা এ্যাথলেটিক ক্লাবের ১১তম শারদীয়া দুর্গোসবের সূচনা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়।উল্লেখ্য নোনা এ্যাথলেটিক ক্লাবের এ বসরের অর্থাৎ ১১তম বর্ষের ভাবনা জীবন আসে জীবন থেকে জীবনচক্র।অনুষ্ঠানে অমরাগোড়ী বৃদ্ধাশ্রমের বয়স্ক মহিলা ও আনন্দ ভবন ডেফ এন্ড ব্লাইন্ড স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বোধনীর পরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়,অনুষ্ঠান উপলক্ষে মন্ডপে

সুন্দরবনের মৎস্যজীবি গৃহবধূদের পুজো আকর্ষণ বাড়াচ্ছে এলাকায়

কুলতলিঃসুন্দরবনের মৈপীঠের গ্রামে মৎস্য জীবি গৃহবধুদের পুজো আকর্ষণ বাড়াচ্ছে এলাকায়।নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরে চলে সংসার। সন্দুরবনের জঙ্গল ঘেঁষা নদীর ধারে ম্যানগ্রোভ বসাতে ডাক পড়ে এঁদের। গ্রামে বাঘ হানা দিলে পাহারা দিতে নেমে পড়েন এঁরা সবাই।জবা, লক্ষ্মী, যমুনা, দীপালি, মল্লিকা, শ্রাবন্তী সকলেই সুন্দররবনের প্রত্যন্ত গ্রামের গৃহবধূ। হেঁসেল সামলে সময় পেলে নেমে পড়েন সমাজের কাজে। মৈপীঠে এই নারী বাহিনী রয়েছে এবারে দুর্গাপুজোর দায়িত্বে ও।গ্রামে তাঁদের পুজো দেখতে ভি। জমান দূর দূরান্তের মানুষ।মৈপীঠের মধ্য পূর্ব গুড়গুড়িয়া সর্বজনীন পুজো পরিচালনা করেন মহিলারা। সঙ্গে গ্রামের ছেলেরাও সাহায্য করেন। স্কুল প্রাঙ্গণেই হচ্ছে পুজো মণ্ডপ। সাজো সাজো রব গ্রামে। এবার পুজো ৩৮ বছরে পড়েছে।প্রতিমা তৈরির কাজও জোর কদমে চলছে। দুলুরানি, জবা, লক্ষ্মী, শ্রাবন্তীরা প্রতিমা সাজিয়ে তোলেন। গ্রামের পুজো ছেড়ে তাঁরা অন্য কোথাও যেতে চান না। সারাবছর টেনেটুনে সংসার চলে। কিন্তু এই ক'টা দিন আনন্দ করে কাটাতে চান সকলেই।তাঁরা বলেন, নদীতে মাছ-কাঁকড়া না ধরলে আমাদের পেট চলবে না। বনদপ্তর আমাদের ডাকে জঙ্গল ঘেঁষা নদীর ধারে গাছের চারা বসানোর জন্য। বাঘের গর্জন শুনেও আতঙ্ক সঙ্গে করেই কাজ করতে হয়।যেমন আমরা বনবিবির পুজো করি, তেমন মা দুর্গার আরাধনায় ব্রতী হই। মা আমাদের রক্ষা করবে এই আশায়। পুজোর জন্য অনেক মাস আগে থাকতে প্রস্তুতি নিই। গ্রামে ঘুরে চাঁদা সংগ্রহ করি। পুজোতে সব কাজ আমরাই করি। খাওয়া দাওয়া সব একসঙ্গে হয়। অন্য পাড়ার লোকজনও আসে আমাদের পুজোয়। দুলুরানি, মল্লিকা, শ্রাবন্তীরা বলেন, পুজোয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও হয়। আমাদের গ্রামের ছেলে মেয়েরা অংশ নেয়। প্রতিমা বিসর্জনে আমরা ধুমধাম করে মাকে নিয়ে যাই গঙ্গার দিকে। পুজো ঘিরে গ্রামের রাস্তায় মেলা বসে যায়। মণ্ডপের কাজ ঠিক মতো হচ্ছে কি না, হেঁসেল সামলে তাও খতিয়ে দেখে প্রমীলা বাহিনী। মৈপীঠের এই জমজমাট পুজো ঘিরে গ্রামে উৎসবের মেজাজ।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

৮ বছর ধরে ভুল জিএসটি আরোপ করে দেশকে লুট করা হয়েছেঃভূপেশ বাঘেল

রায়পুর, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃদেশজুড়ে কার্যকর হয়েছে নতুন প্রজন্মের জিএসটি কাঠামো। নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু পণ্যের দাম কিছুটা কমেছে। কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করছে, নতুন এই কর কাঠামো সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজতর করবে এবং বাজারে কিছুটা স্বস্তি ফেরাবে। কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যেই কংগ্রেস নেতা ও ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, গত আট বছর ধরে জিএসটির নামে ভুল নীতি চাপিয়ে দিয়ে দেশকে পরিকল্পিতভাবে লুট করা হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাধারণ মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা।মঙ্গলবার সকালে রায়পুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভূপেশ বাঘেল সরাসরি অভিযোগ করেন, আট বছর ধরে ভুল জিএসটি আরোপ করে দেশকে লুট করা হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করা হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের আয় সীমিত করা হয়েছে। এই লোকজন আগেও একই কথা বলেছিল যে জিএসটি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করবে। অথচ আট বছর পরেও একই ভাষা পুনরাবৃত্তি করছে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, জিএসটি চালুর পর থেকে দেশের অর্থনীতি যতটা সমৃদ্ধ হওয়ার কথা ছিল, বাস্তবে তার ঠিক উলটো প্রভাব দেখা গিয়েছে।ভূপেশ বাঘেলের এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল, যখন কেন্দ্রীয় সরকার নতুন জিএসটি কাঠামো নিয়ে গর্ব প্রকাশ করছে। সরকারি দাবি, এই নতুন কাঠামোয় সাধারণ মানুষের হাতে অতিরিক্ত সঞ্চয় থাকবে, কারণ অনেক পণ্যের ওপর থেকে করের বোঝা কমানো হয়েছে। কিন্তু বিরোধী শিবিরের যুক্তি ভিন্ন। তাঁদের মতে, জিএসটি কাঠামোর মৌলিক যে ত্রুটি ছিল, তা থেকেই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য মার খেয়েছে। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও প্রান্তিক ব্যবসায়ীরা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা আর পূরণ করা সম্ভব নয়।ভূপেশ বাঘেল দীর্ঘদিন ধরেই জিএসটির সমালোচক। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনও তিনি

বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটির নামে রাজ্যগুলিকে আর্থিকভাবে কোণঠাসা করছে। তাঁর অভিযোগ ছিল, জিএসটি চালুর পর রাজ্যের স্বাধীন আর্থিক নীতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এখন তিনি আরও স্পষ্ট ভাষায় বলছেন, জিএসটি আসলে সাধারণ মানুষকে সুবিধা দেওয়ার বদলে কর্পোরেট লবির স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।তিনি অভিযোগ করেন, জিএসটির কারণে স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসা ধ্বংস হয়েছে। বহু ছোট দোকানদার, ব্যবসায়ী করের জটিল কাঠামোর কারণে চাপে পড়ে গিয়েছেন। অনেককেই ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হয়েছে। বাঘেলের মতে, সরকারের যে যুক্তি-জিএসটি নাকি অর্থনীতিতে স্বচ্ছতা এনেছে-তা আসলে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য বলা হচ্ছে। বাস্তবে, জিএসটি অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারেনি, বরং মানুষের আয় সীমিত করে দিয়েছে।ভূপেশ বাঘেল আরও দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকার শুরু থেকেই জানত যে এই ব্যবস্থা সাধারণ মানুষ ও ব্যবসার জন্য সমস্যার সৃষ্টি করবে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থে এবং কর্পোরেট চাহিদা মেটাতে এই নীতি চাপিয়ে দেওয় হয়েছে। তাঁর মতে, আট বছর ধরে মানুষ ভুল বোঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে মুদ্রাস্ফীতি কমবে, অর্থনীতি স্বচ্ছ হবে, ব্যবসা সহজ হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে দাম বাড়ছে, ব্যবসা ভেঙে পড়ছে, আর্থিক চাপ বেড়েছে।রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, জিএসটি নিয়ে এই অভিযোগ শুধুমাত্র আর্থিক নীতি নয়, আসন্ন নির্বাচনের কৌশলও বটে। কারণ জনগণের আর্থিক ক্ষোভকে হাতিয়ার করে বিরোধীরা কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছে। বাঘেলের মতো অভিজ্ঞ নেতারা এই ক্ষোভকে রাজনৈতিক ভাষা দিচ্ছেন। বিশেষ করে ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে কংগ্রেস নেতৃত্ব চাইছে, জিএসটির নামে যে অসন্তোষ জমে আছে, তা ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হোক।অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, নতুন প্রজন্মের জিএসটি কাঠামোই প্রমাণ করবে যে এই নীতি দীর্ঘমেয়াদে দেশের জন্য উপকারী। তাদের বক্তব্য, অনেক পণ্যের দাম কমানো হয়েছে, ভোগ্যপণ্যের বাজারে স্বস্তি এসেছে। সরকার বলছে, এখন আর জিএসটি নিয়ে বিতর্ক করার সময় নয়, বরং দেখার বিষয়-কীভাবে এই কাঠামো মানুষকে স্বস্তি দিচ্ছে।কিন্তু বিরোধীদের অভিযোগ অন্য। তাঁদের মতে, সরকার মূল সমস্যার সমাধান না করে শুধুমাত্র উপরের আবরণ পাল্টে দিয়েছে। যেমন, কয়েকটি পণ্যের দাম কমানো হলেও বৃহত্তর অর্থনীতির গঠনমূলক সমস্যা এখনও থেকে গিয়েছে। বাঘেলের বক্তব্যে তাই শুধু জিএসটির সমালোচনা নয়, সরকারের সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতি নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়েছে।অর্থনীতিবিদদের একাংশও মনে করেন, জিএসটির প্রাথমিক কাঠামোয় গুরুতর সমস্যা ছিল। যেমন করের জটিল হার, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের জটিলতা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অনলাইন রিটার্ন জমা দেওয়ার ঝক্কি ইত্যাদি। এসব কারণে ব্যবসায়িক কার্যকলাপের গতি কমেছে। বড় কর্পোরেটরা হয়তো সামলাতে পেরেছে, কিন্তু ছোট ব্যবসায়ীরা মার খেয়েছেন। ভূপেশ বাঘেলের বক্তব্য সেই ক্ষতকেই তুলে ধরছে।এই প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠছে, নতুন প্রজন্মের জিএসটি কাঠামো সত্যিই কতটা কার্যকর হবে? সাধারণ মানুষ কি বাস্তবিকভাবে স্বস্তি পাবেন, নাকি এটি কেবলমাত্র নির্বাচনী প্রচারের হাতিয়ার হয়ে থেকে যাবে? বিরোধীদের অভিযোগ এবং সরকারের দাবি-দুটোই মানুষের সামনে রয়েছে। এখন সময়ই বলে দেবে, বাস্তব চিত্র কোন দিকে গড়ায়।তবে ভূপেশ বাঘেলের মতো প্রবীণ নেতার বক্তব্য নিছক রাজনৈতিক সমালোচনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ, সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট ও মূল্যবৃদ্ধির বাস্তবতা তাঁর কথার মধ্যেই প্রতিফলিত হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, এই লোকজন গত আট বছর ধরে মুদ্রাস্ফীতি কমানোর নামে একই ভাষা পুনরাবৃত্তি করছে। অথচ মানুষের জীবনযাত্রার খরচ বেড়েই চলেছে। এটাই প্রমাণ করে যে, পুরো নীতি ভুল পথে চালিত হয়েছে।ফলে স্পষ্ট, জিএসটি নিয়ে বিতর্ক আগামী দিনেও চলবে। নতুন কাঠামো কার্যকর হলেও বিরোধীরা নিশ্চয়ই থামবে না। ভূপেশ বাঘেলের এই বক্তব্য সেই বিতর্ককে নতুন মাত্রা দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

নবরাত্রিতে স্বদেশীর মন্ত্রে নতুন শক্তি, দেশের প্রতি ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ নবরাত্রির পবিত্র দিনটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অনুপ্রাণিত করেছে স্বদেশী পণ্য এবং আত্মনির্ভর ভারত গঠনের বার্তা দিতে। সোমবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ তিনি জানান, এবার নবরাত্রির এই পর্বটি খুবই বিশেষ। জিএসটি সাশ্রয় উদযাপনের পাশাপাশি, স্বদেশীর মন্ত্র এই সময়ে এক নতুন শক্তি অর্জন করবে। আসুন আমরা একটি বিকশিত এবং আত্মনির্ভর ভারতের সংকল্প অর্জনে ঐক্যবদ্ধ হই।প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশের মানুষের কাছে বার্তা দিয়েছেন যে স্বদেশী পণ্য ক্রয় শুধু অর্থনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক ও আত্মনির্ভরতার দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। জিএসটির নতুন হার ইতিমধ্যেই দেশজু।ে কার্যকর হয়েছে, যা ভোক্তাদের দৈনন্দিন জীবনের খরচ কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে দেশীয় পণ্যের প্রতি আরও মনোযোগী হতে হবে।এর আগে রবিবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ইতিহাসের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, ভারত যখন উন্নয়নের শিখরে ছিল, তখন দেশের অর্থব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল ক্ষুদ্র-মাঝারি-কুটির শিল্প। ভারতে তৈরি পণ্যের মান অত্যন্ত ভাল হত। সেই গৌরবময় অধ্যায়কে পুনরুদ্ধার করতে হবে। তিনি আরও যোগ করেন, দেশীয় পণ্যের মান এমন হবে, যা গোটা বিশ্বে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করবে। সেই লক্ষ্যকেই দেশবাসীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।নতুন জিএসটি হার, স্বদেশী পণ্যে উৎসাহ, এবং নবরাত্রির এই পবিত্র সময়ে প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষকে আত্মনির্ভর ও গর্বিত ভারতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর বার্তা, যেখানে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উসবের আবহে অর্থনৈতিক ও জাতীয় চিন্তাধারার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, তা প্রতিফলিত করছে ভারতের সামগ্রিক উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরতার স্বপ্নকে।প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বান দেশের প্রতিটি শ্রেণীর মানুষের কাছে একটি সুস্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দিয়েছে-স্বদেশী পণ্য গ্রহণ ও উৎপাদনের মাধ্যমে আমরা আমাদের অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং জাতীয় গৌরবকে একসাথে এগিয়ে নিতে পারি। নবরাত্রির এই সময়টি তাই শুধু পূজা নয়, বরং আত্মনির্ভর ভারতের জন্য নতুন উদ্যমের উৎস।

বেআইনি বেটিং মামলায় ইডি-র দফতরে হাজিরা দিলেন যুবরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বরঃভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট তারকা যুবরাজ সিং ফের শিরোনামে। তবে এবার কোনও ছক্কা বা বিশ্বকাপ জয়ের জন্য নয়, বরং বেআইনি বেটিং মামলায়। মঙ্গলবার নির্ধারিত সময় অনুযায়ী তিনি হাজিরা দিলেন ইডি-র দফতরে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে আগে থেকেই নোটিশ পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। সেই অনুযায়ী দিল্লিতে ইডি-র মুখোমুখি হলেন ২০১১ সালের বিশ্বকাপজয়ী এই ক্রিকেটার।সূত্রের খবর, যুবরাজকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বেআইনি বেটিং চক্রের সঙ্গে তাঁর নাম কীভাবে যুক্ত, আদৌ কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে ইডি। তদন্তকারীরা তাঁর আর্থিক লেনদেন সম্পর্কেও নথি খুঁটিয়ে যাচাই করছেন। যদিও এই মামলায় যুবরাজের আইনজীবীরা দাবি করেছেন, তিনি নির্দোষ এবং তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন।এই প্রথম নয়, ইডি আগেও একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে এই মামলায় জেরা করেছে। ইতিমধ্যেই টলিউড অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী, অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা-সহ আরও কয়েকজনকে হাজিরা দিতে হয়েছে। প্রত্যেকেরই বক্তব্য রেকর্ড করেছে ইডি। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল প্রাক্তন ক্রিকেট তারকা যুবরাজ সিং-এর নাম।ক্রিকেট মাঠে একসময় ছয় ছক্কার ঝা।ে ঝলসে উঠেছিলেন যুবরাজ। কিন্তু জীবনের এই অধ্যায়ে তাঁকে দাঁ।াতে হচ্ছে আইনি জটিলতার মুখোমুখি। তদন্তকারীদের দাবি, এই মামলার সঙ্গে যুক্ত একটি বৃহ চক্র সক্রিয়ভাবে অর্থ লেনদেন করছে, যার সঙ্গে সংযুক্ত থেকে বহু সেলিব্রিটি প্রচারে বা অন্যভাবে যুক্ত হয়েছেন। সেই কারণেই একে একে তাঁদের ডেকে পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।তবে এখনও পর্যন্ত যুবরাজ সিংকে অভিযুক্ত হিসেবে ঘোষণা করেনি ইডি। তাঁকে মূলত সাক্ষী ও তথ্যদাতা হিসেবেই হাজিরা দিতে হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এ দিন প্রায় কয়েক ঘণ্টা ধরে ইডি-র আধিকারিকরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা চালান।মঙ্গলবারের এই হাজিরা নিয়ে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছ।িয়েছে ক্রীড়া ও বিনোদন মহলে। একদিকে যেমন ভক্তরা হতবাক, অন্যদিকে আইন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, তদন্তের স্বার্থে যুবরাজকে ডাকা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। শেষ পর্যন্ত এই মামলার জট কতদূর গড়ায়, তা সময়ই বলবে।

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে কলকাতাগামী বিমান পুনে থেকে ভুবনেশ্বরে অবতরণ

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাতভর মেঘভাঙা বৃষ্টিপাতের কারণেই সোমবার কলকাতা বিমানবন্দরেও এর প্রভাব পড়ে। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সূত্রে জানা গিয়েছে যে, ভারি বৃষ্টির কারণেই দৃশ্যমানতা কমে যায়। জল জমে রানওয়েতেও। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে কলকাতাগামী একটি উড়ানের গতিপথ বদল করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সোমবার রাত তিনটে নাগাদ দমদম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের কথা। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বার্তা পাঠায় নামতে হবে কলকাতা নয় প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশায়। আপকালীন পরিস্থিতিতে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে তাকে অবতরণ করানো হয়েছে। যাত্রীদের অসুবিধা হয় নি। সকলেই নিরাপদ রয়েছেন। জনসংযোগ আধিকারিক রাজেশ কুমার এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, সময় সূচি অনুযায়ী মঙ্গলবার বিমান পরিষেবা যথারীতি অব্যাহত রয়েছে। দেশ ও বিদেশের ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক বিমান ওঠানামাতে আর কোনও কিছুই বদল করতে হয় নি।

ভারত সফরে আসছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার, মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলবে নতুন দিশা

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বরঃঅক্টোবরের প্রথম ভাগেই ভারত ও ব্রিটেনের কূটনৈতিক সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে নিশ্চিত হয়েছে যে, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার আগামী ৭ থেকে ৯ অক্টোবর মুম্বই সফরে আসছেন। মুম্বইতেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক পরিসরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন গ্লোবাল ফিন টেক ফেস্ট। আর সেই সম্মেলনেই যোগ দেওয়ার পাশাপাশি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তিনি। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এটাই হবে তাঁর প্রথম ভারত সফর। তাই স্বাভাবিকভাবেই কূটনৈতিক মহলে এই সফরকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে প্রবল আগ্রহ ও প্রত্যাশা।আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মঞ্চে ভারতগ্লোবাল ফিন টেক ফেস্ট আজকের দিনে বিশ্বের অর্থনৈতিক মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। ডিজিটাল পেমেন্ট , ব্যাংকিং পরিষেবা, ফিনান্সিয়াল টেকনোলজি ও আর্থিক খাতে নতুন দিগন্ত উন্মোচনকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর এই উৎসবে একত্রিত হন আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক, উদ্যোক্তা ও সরকারপ্রধানরা। ৭ থেকে ৯ অক্টোবর মুম্বই শহর এই আয়োজনের সাক্ষী হতে চলেছে। কিয়ের স্টার্মারের সফরের প্রেক্ষিতে এবারের ফেস্টের মাহাত্ম্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা, ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা ক্রমশই বাড়ছে, আর এই মঞ্চ সেই সহযোগিতাকে আরও দৃঢ় করার ক্ষেত্র তৈরি করতে চলেছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপট ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক বহু পুরনো। উপনিবেশের অন্ধকার অধ্যায়ের পরও দুই দেশের সম্পর্ক অর্থনীতি, শিক্ষা, প্রযুক্তি, শিল্পকলা, সংস্কৃতি-সব ক্ষেত্রেই বহুমাত্রিক। সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষত বাণিজ্যিক চুক্তি ও

কৌশলগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে, তা দুই দেশের পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার প্রতিফলন। মাত্র দু'মাস আগে নয়াদিল্লি ও লন্ডনের মধ্যে একাধিক বাণিজ্যিক ও আর্থিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তার পরেই ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে আসছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই সফরকে সেই চুক্তির বাস্তবায়ন ও আগামী পথচলার রূপরেখা নির্ধারণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে দেখা হচ্ছে।কূটনৈতিক গুরুত্বব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে তাঁর পদক্ষেপ নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে। তিনি বরাবরই ব্রেক্সিট-পরবর্তী ব্রিটেনকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন সেই কৌশলের অন্যতম অংশ। আর মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতের আন্তর্জাতিক প্রভাব এখন অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। জি-২০ সভাপতিত্ব থেকে শুরু করে ব্রিকস সম্প্রসারণ-সব ক্ষেত্রেই ভারত নিজের অবস্থান শক্ত করেছে। সেই প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে উভয় দেশের জন্য 'সিচুয়েশন' বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।কী হতে পারে বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় কূটনৈতিক মহলের দাবি, মোদী-স্টার্মার বৈঠকে একাধিক বিষয় প্রাধান্য পেতে পারে।প্রথমত, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও মজবুত করা। ব্রেক্সিট-পরবর্তী সময়ে ইউরোপের বাজারে কিছুটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তাই ভারতকে ব। বাজার হিসেবে দেখছে ব্রিটেন। অন্যদিকে, ভারতেরও ব্রিটেনের প্রযুক্তি, বিনিয়োগ ও শিক্ষা খাতে সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে।দ্বিতীয়ত, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ও নিরাপত্তা। ভারত এখন আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা ক্রয় ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের একটি ব। কেঃদ্র। ব্রিটেনও এই খাতে অংশীদারিত্ব বাড়াতে আগ্রহী।তৃতীয়ত, জলবায়ু পরিবর্তন ও সবুজ শক্তি। বৈশ্বিক উষ্ণতা মোকাবিলায় উভয় দেশের ভূমিকাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।চতুর্থত, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিময়। ভারতীয় শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরেই ব্রিটেনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। সাম্প্রতিক সময়ে এ ক্ষেত্রে আরও কিছু নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।স্টার্মারের সফরের তাৎপর্যভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে স্টার্মারের এই সফরকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। লেবার পার্টির নেতা হিসেবে তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই একাধিকবার ভারতকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষত প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে দুই দেশের যৌথ উদ্যোগকে তিনি ভবিষ্যতের পথ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাছা।। ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রবাসীদের অবদান ব্রিটিশ রাজনীতিতে এবং সমাজে আজও বিশাল। তাঁদের সেতুবন্ধনের মাধ্যমে ভারত-ব্রিটেন সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে বলেই আশা।আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াবিশ্বরাজনীতির বর্তমান অস্থির প্রেক্ষাপটে ভারত-ব্রিটেন সহযোগিতা একটি ইতিবাচক বার্তা দিতে পারে। ইউক্রেন যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তি, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের আগ্রাসন-সব মিলিয়ে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলি এখন নতুন মিত্র খুঁজছে। ভারত ও ব্রিটেন যদি একসঙ্গে কিছু নতুন পদক্ষেপ নেয়, তবে তা শুধু দুই দেশের জন্য নয়, গোটা আন্তর্জাতিক অঙ্গনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।মোদী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারবার বলেছেন, আমরা বিশ্বের সঙ্গে সমানভাবে এগোতে চাই। ভারতের উন্নয়নকে বিশ্ব উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করার এই নীতি বর্তমানে পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি। স্টার্মারের সফর সেই নীতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। বিদেশ মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ভারত ও ব্রিটেনের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছনোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই সফর সেই সুযোগের বাস্তব রূপ।ভবিষ্যতের সম্ভাবনাএই সফরকে ঘিরে যেভাবে আগ্রহ বা।ছে, তাতে আগামী দিনে ভারত-ব্রিটেন সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রযুক্তি, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, সংস্কৃতি-সব ক্ষেত্রেই সহযোগিতা বাড়বে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দুই দেশের কণ্ঠস্বর একে অপরকে পরিপূর্ণ করবে।সব মিলিয়ে বলা যায়, কিয়ের স্টার্মারের প্রথম ভারত সফর কেবল একটি সৌজন্য সফর নয়। এটি এক নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে। ভারত ও ব্রিটেনের সম্পর্ক নতুন দিশা পাবে, নতুন পথ দেখাবে। মুম্বইয়ের গ্লোবাল ফিন টেক ফেস্ট সেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবে।

পুজো প্যাকেজ ঘোষণায় পর্যটন দফতরের অনুষ্ঠান বাতিল

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃশেষ মুহূর্তে মঙ্গলবারের সাংবাদিক সম্মেলন বাতিল করা হল। রাজ্য পর্যটন দফতরের উদ্যোগে এদিন সকালে ১১টা নাগাদ আয়োজনের কথা ছিল। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড এর সল্টলেকে উদয়াচল ট্যুরিস্ট লজে। এই প্রসঙ্গে রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে বার্তা পাঠিয়ে শেষ মুহূর্তে বাতিলের কথা জানানো হয়েছে। আসন্ন শারদোসবের প্রাক্কালেই রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনা অনুযাযী - পুজোতে প্যাকেজ ট্যুরের কথা ঘোষণার জন্য পূর্ব ঘোষণা করা হয়েছিল। মূলতঃ পর্যটন প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন (স্বাধীন দাযিত্বপ্রাপ্ত) এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বক্তব্য রাখতেন। সেইসঙ্গে রাজ্য পর্যটন দফতরের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত মুখ্য সচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর উপস্থিত থাকার কথা ছিল।

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিযনশিপ ২০২৫ঃপদক তালিকায় আবারও শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র , দ্বিতীয় স্থানে কেনিয়া

টোকিও, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ ২০২৫ সালের টোকিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে টানা পঞ্চমবারের মতো পদক তালিকার শীর্ষে থেকে আধিপত্য বজায় রেখেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোট ২৬টি পদক জিতে শেষ করেছে - ১৬টি স্বর্ণ, ৫টি রৌপ্য এবং ৫টি ব্রোঞ্জ। মেলিসা জেফারসন-উডেন এই ইভেন্টের সবচেয়ে সফল আমেরিকান অ্যাথলিট ছিলেন, যিনি মহিলাদের ১০০ মিটার এবং ২০০ মিটার দৌড়ে, ৪x১০০ মিটার রিলেতে স্বর্ণ জিতেছিলেন। ৭টি স্বর্ণ সহ ১১টি পদক নিয়ে কেনিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ঐতিহ্যবাহী হেভিওয়েট জ্যামাইকার হতাশাজনক সাফল্য ছিল, তারা মাত্র একটি স্বর্ণপদক জিতেছিল, যা মোট আটটি পদকের অংশ ছিল।

রাশিফল

মেষঃ আপনি আপনার ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রেখে নতুন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবেন। নতুন প্রজেক্ট শুরু করার জন্য এটি সঠিক সময়।
বৃষঃ আপনার খরচে অপ্রত্যাশিত উত্থান আপনার মানসিক শান্তিকে বিঘ্নিত করবে। তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করে এমন ক্রিয়াকলাপে জড়িত হওয়ার পক্ষে ভালো সময়। প্রেমের জীবন আশা আনবে। শুভদিন।
মিথুনঃ আজকের দিনে মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা এবং উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হবে।
কর্কট রাশি ঃআনন্দদায়ক সফর এবং সামাজিক জমায়েত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। আজ, আপনাকে এমন বন্ধুরা থেকে দূরে থাকা দরকার যারা আপনাকে অর্থ ঋণ দিতে বলে এবং তারপরে এটি ফেরত দেয় না।।
সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি উসাহ এবং ইতিবাচকতায় পূর্ণ হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনে আরও অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। বিবাহের যোগ হবে আজ
কন্যা ঃভাগ্যের ওপর নির্ভর করবেন না এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা ভাগ্যের হাতে ছা।বেন না যে ভাগ্যদেবী অলস বলে তা আপনার কোনোদিন হবে না। নিজের ওজন নিয়ন্ত্রণে আনতে আর স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে এখনই শরীরচর্চা শুরু করে দিন।।
তুলাঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ভারসাম্য এবং সম্প্রীতির দিন। আপনার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে কিছু নতুন সম্ভাবনার উদ্ভব হতে পারে। আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো পছ ঃদ করবেন, এটি আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে।
বৃশ্চিকঃআপনার পরিবার আপনার কাছ থেকে অনেক আশা করতে পারে যা আপনার কাছে জ্বালাতনের বিষয় হতে পারে। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ধনুঃধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে উসাহ এবং ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বজায় থাকবে। আপনার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য এটিই সঠিক সময়। শুভদিন
মকরঃ কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আর্থিক লেনদেন অবিচ্ছিন্নভাবে সারা দিন চলবে এবং দিন শেষ হওয়ার পরে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় করতে সক্ষম হবেন। বিবাহের যোগহবে।
কুম্ভঃ আজকের দিনটি কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিন। আপনি আপনার সৃজনশীলতা প্রকাশ করার চেষ্টা করবেন এবং এটি আপনার পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সাহায্য
মীনঃ মীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি সংবেদনশীলতা এবং সহানুভূতির দিন। আপনি আপনার অনুভূতি বুঝতে এবং অন্যদের অনুভূতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সক্ষম হবেন। বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক

আবহাওয়া

পুজো যত এগিয়ে আসছে, বৃষ্টিও বাড়ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। উত্তরবঙ্গে অবশ্য বৃষ্টি কমতে শুরু করেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়েছিল, ষষ্ঠীর দু'দিন আগে বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। তার জেরে পুজোয় বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবার, অর্থা তৃতীয়া থেকেই সমুদ্র উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা। মৎস্যজীবীদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।দক্ষিণবঙ্গের অন্তত ৪টি জেলায় আগামী কয়েক দিনে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সেই তালিকায় রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম। ইতিমধ্যেই বৃষ্টি শুরুও হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন শহর ও শহরতলির আকাশ। দফায় দফায় বৃষ্টিও হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির সঙ্গে চলতে পারে বজ্রপাতও।পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার উপকূলবর্তী উত্তর বঙ্গোপসাগরে ২৫ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার থেকে ঝোড়ো আবহাওয়া থাকতে পারে। উত্তাল হতে পারে সমুদ্র। হাওয়া বইতে পারে ঘণ্টায় ৪৫ কিলোমিটার বা তারও বেশি বেগে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৪ ডিগ্রি কম।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৪৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৪৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪৫মনিট এবং রাত ১২টা ৪৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪৫মিনিটে হতে পারে।

জলমগ্ন চেতলায় জঞ্জাল পরিষ্কারে ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কলকাতা, রাস্তাঘাট জলের নিচে ডুবে। জলনিকাশি নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে পুরসভা। এই পরিস্থিতির মধ্যে চেতলায় জল সরানোর কাজে রাস্তায় নেমে জঞ্জাল পরিষ্কার করতে দেখা গেল কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। তিনি জানান, ৭৮ সালের পর এমন প্রবল বৃষ্টি দেখিনি। একই সঙ্গে আশ্বাস দেন, পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করতে প্রশাসনের তরফে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানো হচ্ছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে দীর্ঘক্ষণ পুরসভায় ছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সেখান থেকে গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছিলেন। বেলা ১২ টা নাগাদ চেতলায় দেখা যায় তাঁকে। রাস্তার পাশের ছোট নর্দমায় পড়ে থাকা প্লাস্টিক, বোতল নিজের হাতে সরান তিনি। সেই সময়ই গোটা পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেন তিনি। বলেন, আমাদের এই ক্যানালের জল যায় গঙ্গায়। আমি গঙ্গায় গিয়েছিলাম সকালে। প্রতিবেশী রাজ্য থেকেও জল আসছে, গঙ্গা ভরে রয়েছে। ফলে ক্যানাল থেকে জল গঙ্গায় গেলেও সেটা ফিরে আসছে। সেটাই সব থেকে বড় সমস্যা।এরপরই ফিরহাদ বলেন, এমন বৃষ্টি কয়েকবছরে দেখেছেন তাঁর মনে পড়ে না। ৭৮ সালের বন্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, সম্ভবত তার পর আর এত বৃষ্টি হয়নি। তবে কলকাতা পুরসভা পরিস্থিতি দ্রুত মোকাবিলার চেষ্টা করছে। তবে ফের বৃষ্টি হলে কী হবে, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন ফিরহাদ। উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গভীর নিম্নচাপের কারণে কলকাতায় মাত্র ২৪ ঘণ্টায় ৩৭০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। তিন দিনের মধ্যে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৭২১ মিলিমিটার, যা কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করে।

বৃষ্টিবিধ্বস্ত শহরে অগ্নিকাণ্ডে-ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনস ছুটে গেলেন ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা, পরিস্থিতি সামাল দিতে নিরলসভাবে কাজ করছেন পুরকর্মীরা। মাঠে নেমেছেন পুরমন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিজেও। এই দুর্যোগের মধ্যেই খাস কলকাতার ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনস এলাকার একটি দোকানে লাগে বিধ্বংসী আগুন। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে লেলিহান শিখা। ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছেন দমকলকর্মীরা। আগুনের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যান ফিরহাদ হাকিম এবং কথা বলেন দমকল আধিকারিকদের সঙ্গে। তবে টানা বৃষ্টি ও জলজটে দমকলের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে,আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকল কর্মীদের বেশ বেগ পেতে হয়। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনসের বাজারের একটি দোকানে আগুন দেখা যায়। মুহূর্তে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। তবে ইঞ্জিন পৌঁছনোর আগেই পাশের আরেকটি দোকানেও ছড়িয়ে পড়ে আগুন। একে একে পৌঁছয় দমকলের ৪ টি ইঞ্জিন। ছুটে যান ফিরহাদ হাকিম। দমকল কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পরিস্থিতির খোঁজ নেন। তবে ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় বেশ বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। তবে বেশ কয়েকঘণ্টার চেষ্টায় আয়ত্তে আসে আগুন। প্রাথমিকভাবে দমকল কর্মীদের ধারণা, অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকে। তবে এদিনের এই আগুনে ঠিক কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তাও এখনও পরিষ্কার নয়।

হাওড়ার কালেক্টরেট বিল্ডিং-এ চার দিনব্যাপী বিশেষ প্রাক-পুজো মেলার সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার গ্রামীণ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি পণ্যের প্রাক-পুজো মেলা শুরু হলো হাওড়ায়। হাওড়া জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখা এবং হাওড়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ২২ থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাওড়ার কালেক্টরেট বিল্ডিং-এ চার দিনব্যাপী এই বিশেষ প্রাক-পুজো মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এই মেলাটি মূলত গ্রামীণ হাওড়ার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে গ।। নানা ধরনের পণ্য ও হস্তশিল্প প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য খোলা হয়েছে। হাওড়া জেলা সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি ও অন্যান্য কর্মাধক্ষ্য, সকল অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং প্রকল্প আধিকারিক, জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখার উপস্থিতিতে জেলাশাসক হাওড়া এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে এই মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। এই মেলায় মোট ১১টি স্টল রয়েছে। যেখানে ৪০ জনেরও বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য তাদের নিজেদের হাতে তৈরি একাধিক ধরনের পণ্য প্রদর্শন করছেন। পুজোর আগে এই ধরনের মেলা স্থানীয় মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বাড়ানোর পাশাপাশি তাদের প্রতিভা তুলে ধরার একটি অনন্য সুযোগ করে দিচ্ছে। হাওড়া জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখা এবং হাওড়া জেলা প্রশাসন এই মেলায় সকলকে আন্তরিকভাবে যোগ দিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এই উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। ৪ দিনের এই মেলার সূচনায় সোমবার উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি, জেলাশাসক ডাঃ পি দীপাপ প্রিয়া, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরি দাস, সহ-সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকে। বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় এই ধরনের মেলা স্থানীয় মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বাড়ানোর পাশাপাশি তাদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ করে দিচ্ছে।

হাওড়ার নতুন পল্লী সার্বজনীনের বর্তমান বছরের নিবেদন মুক্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া,২৩ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার নতুন পল্লী সার্বজনীনের বর্তমান বছরের নিবেদন মুক্তি। ৫৭তম বর্ষের এই পুজো সম্পর্কে ক্লাবের কর্মকর্তা সৈকত চৌধুরী বলেন, প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি জীবজন্তুর কাছে স্বাধীন মুক্ত জীবন আকাঙ্ক্ষিত। আমরা সেই মুক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছি দ্বারমুক্ত খাঁচা আর খোলা খাঁচা থেকে মুক্তি পাওয়া অসংখ্য উ।ন্ত পাখি। একই সঙ্গে মণ্ডপের নান্দনিক সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য আমরা ব্যবহার করছি নানা ধরনের গাছ, পাতা ইত্যাদি থেকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা পরিবেশ বান্ধব সামগ্রী। আমরা এবারের পুজোয় মানুষের কাছে যে বার্তাটা দিতে চাইছি সেটা হচ্ছে নিজেদের আনন্দের জন্য আমরা যেমন বন্য পশুপাখিকে খাঁচাবন্দি করবো না সেই সঙ্গে বৃহত্তর ক্ষেত্রে লড়াই, যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, সাম্প্রদায়িক হিংসার নাগপাশ থেকে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, দেশ নির্বিশেষে সকলের মুক্তি চাই। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, মানবতার মুক্তি সূচিত হোক, মা দুর্গা সকল জীবকুলের মঙ্গলসাধন করুন।

মন্দিরতলার থিমে বৃন্দাবনের প্রেম মন্দির

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া,২৩ সেপ্টেম্বর ঃ ২০২৫ এ হাওড়ার মন্দিরতলার থিমে তুলে ধরা হয়েছে বৃন্দাবনের প্রেম মনিন্দর। হাওড়ার শিবপুর মন্দিরতলা সার্বজনীন দুর্গোসবের থিম বৃন্দাবনের প্রেম মন্দির। এই সম্পর্কে ক্লাবের তরফে যুবরাজ চট্টোপাধ্যায় বলেন, শিবপুর মন্দিরতলা সাধারণ দুর্গোৎসবের এবার ১০১তম বর্ষ। আমরা সাবেকিয়ানার সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধনে এই পুজো করে থাকি। এই বছর আমাদের মণ্ডপ নির্মাণ হচ্ছে বৃন্দাবনের প্রেম মন্দিরের আদলেআলোকসজ্জাতেও থাকছে অভিনবত্ব। বৃন্দাবনের প্রেম মন্দিরে যেমন আলোর পরিবর্তন হয় সেরকম আমাদের মণ্ডপেও এই আলোর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে।

রাজা রামমোহন রায়ের মামার বাড়িতে কয়েক শতাব্দীর পুরনো দুর্গাপুজো

বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর হুগলি,২৩ সেপ্টেমম্বর ঃ শ্রীরামপুরের চাতরার দেশগুরু ভট্টাচার্য বাড়ির দুর্গাপুজো শ্রীরামপুর শহরের সবথেকে প্রাচীন পুজো, এমনটাই দাবি ওই পরিবার এবং কিছু স্থানীয় বাসিন্দার। কয়েক শতাব্দীর পুরনো এই দুর্গাপুজোর কথা এখনও শ্রীরামপুরের বাসিন্দাদের মুখে শোনা যায়। বাঙালির নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়ের নাম জড়িয়ে রয়েছে এই পুজোয়। দাবি, এই পুজোর বয়স ৬০০ বছর পেরিয়েছে। ইংরেজ শাসনের আগে যে বাড়িতে পুজো হতো, তার স্থান পরিবর্তন হয়েছে। এখন যে বাড়িতে পুজো হচ্ছে সেটাও ৩০০ বছর হয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, দেশগুরু ভট্টাচার্যের বাড়ি টোল হিসেবে পরিচিত ছিল। দুর্গাপুজোর সময় দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা নৈবেদ্য নিয়ে আসতেন, তা দিয়েই হতো পুজোর আয়োজন। বছর কুড়ি আগে টোল-প্রথা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। তবে দুর্গাপুজো এখনও চলছে। পরিবারের সদস্যরাই এখন এই পুজো চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। দেশগুরু ভট্টাচার্য বাড়ি, রাজা রামমোহন রায়ের মামার বাড়ি। পরিবারের দাবি, রাজা রামমোহন রায়ের মা তারিণী দেবী

ছিলেন এই বাড়ির মেয়ে। ছোটবেলায় রাজা রামমোহন রায় বেশ কয়েকবার পুজো কাটিয়েছিলেন তাঁর মামার বাড়িতে। পরিবার সূত্রে দাবি, ঠাকুরদালানে থাকা বংশ তালিকা দেখলেই এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়।কালের নিয়মে দুর্গাপুজোর জৌলুস আগের থেকে অনেক কমে গিয়েছে। কিন্তু পুজোর পরম্পরা একই রয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত দশমীর দিন দেবী প্রতিমা নিরঞ্জনের সময়ে সবার আগে ভট্টাচার্য বাড়ির দেবী প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। তারপরে অন্য দেবী প্রতিমা নিয়ে আসা হয় গঙ্গায় নিরঞ্জনের জন্য। পুজোর সমস্ত ভোগের রান্নার দায়িত্ব থাকে পুরোহিতদের উপরে। সমস্ত রান্না হয় গঙ্গা জল দিয়ে। পুজোর ভোগ রান্নার জন্য এখনও ব্যবহার করা হয় কাঠের উনুন ও বিশেষ বাসনপত্র। এক সময়ে দেশগুরু ভট্টাচার্য বাড়ির পুজো শুরু হয়ে যেত মহালয়ার দিন থেকেই। এখন পুজো হয় ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর জলযন্ত্রণা-র মধ্যে সরকারের বড় সিদ্ধান্ত, স্কুলে আগাম পুজোর ছুটি ঘোষণা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ প্রবল দুর্যোগের কারণে রাজ্যে এগিয়ে এল পুজোর ছুটি। সমস্ত সরকারি স্কুলগুলিতে মঙ্গলবার থেকেই পুজোর ছুটি ঘোষণা করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক সংবাদমাধ্যমকে টেলিফোনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন, আমি শিক্ষাদপ্তরকে বলেছি, আজ থেকেই সমস্ত স্কুলগুলোকে ছুটি ঘোষণা করে দিক। আর অন্যান্য স্কুল, যারা কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন, তারা তো আমাদের কথা শোনে না। তবু আমি তাদের কাছে অনুরোধ করেছি যে, দু'দিন স্কুল ছুটি দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হোক। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যদি ক্লাস করাতে হয়, তাহলে যেন অনলাইনে ক্লাস হয়। কোভিডের সময় যেমন হচ্ছিল।আগামী রবিবার ষষ্ঠী। ওইদিন থেকে এবছরের দুর্গাপুজো। সাধারণত চতুর্থী থেকে ছুটি পড়ে যায় সরকারি স্কুলগুলিতে। কিন্তু সোমবার রাত থেকে টানা এত পরিমাণ বৃষ্টিতে কার্যত বিপর্যস্ত নগরজীবন। এই পরিস্থিতিতে বাড়ির বাইরে ছোট, বড় কেউই নিরাপদ নয়। সেকথা মাথায় রেখে এদিন মুখ্যমন্ত্রী সরকারি স্কুলগুলিতে আগাম ছুটি ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ দ্বিতীয়া থেকেই এবার হিসেবমতো ছুটি পড়ে গেল। তবে তাতে খুব একটা খুশি হওয়ার উপায় নেই। কারণ, চারপাশে পরিবেশ অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ। মঙ্গলবার বেসরকারি স্কুলগুলিও ছুটি ঘোষণা করেছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, শুধু আজ ছুটি দিলে হবে না। আগামিকালও (বুধবার) এমন দুর্যোগ থাকবে। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করব যে অন্তত দুটো দিন ছুটি দিন। বাচ্চারা নইলে সমস্যায় পড়বে।এই বিপদ কাটতে না কাটতেই হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আবার একটি নতুন নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে। ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে শহর ফের জলমগ্ন হয়ে পড়তে পারে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, মহালয়া থেকে গঙ্গায় জোয়ার চলছে, ফলে জল বেরোনোর কোনও পথ নেই। এমন পরিস্থিতিতে শহরবাসীকে বাড়ির বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

দুর্গতদের খাবার পরিবেশন ভারত সেবাশ্রমের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর, (হি. স.)ঃ জলমগ্ন কলকাতায় রান্না করা খাবার বিতরণ শুরু করেছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। একটানা ভারী বর্ষণে ও ভরা কোটালের জেরে গঙ্গার জলস্তর বেড়েছে। এর ফলে গোটা কলকাতা শহরের বিভিন্ন প্রান্ত কার্যত জলমগ্ন। বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ও জলমগ্ন হয়েছে। রান্নাঘর থেকে শুরু করে আশ্রম প্রাঙ্গণ পর্যন্ত সর্বত্র জল থইথই অবস্থা। তবুও থেমে নেই মানবসেবার কাজ। জলমগ্ন এলাকায় প্রায় হাঁটু সমান জল ঠেলে সেখানে পৌঁছে গেছেন দুর্গতদের মধ্যেই জলের মাঝে দাঁড়িয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই বড় হাঁড়িতে খিচুড়ি রান্না শুরু করেন সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকেরা। সকাল থেকে ট্রলি ভ্যানে করে সেই খিচুড়ি নিয়ে তারা পৌঁছে যাচ্ছেন কলকাতার বিভিন্ন জলমগ্ন এলাকায়। আটকে পড়া ও দুর্গত মানুষদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ত্রাণের জন্যে ওই রান্না খাবার।সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ ত্রাণের কাজ সশরীরে উপস্থিত থেকে পরিচালনা করছেন। তিনি বলেন, কোটালের কারণেই জল দ্রুত নামছে না।

লিখিত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলেই পদ! বিজেপির বিস্তারক নিয়োগ নতুন নিয়মে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ শিক্ষক নিয়োগের ধাঁচেই এবার লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে ' নিযোগের প্রক্রিয়া শুরু করল বিজেপি। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সঙ্গে হবে ' ডিসকাশন', যার মাধ্যমে চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হবে। পাশাপাশি পুরনো নিয়মেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। এবার বিবাহিত প্রার্থীরাও ' হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবেন, যেখানে আগে শুধুমাত্র অবিবাহিতদের জন্য এটি সম্ভব ছিল। অতীত অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, পুরনো নিয়মটি অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকরভাবে পালন করা সম্ভব হতো না, তাই নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুজোর পরই রাজ্যে বিধানসভা ভোটের প্রচারে নেমে পড়বে সব রাজনৈতিক পক্ষ। বিজেপির ক্ষেত্রে এই প্রচারে বিধানসভা কেন্দ্রপিছু একজন করে বিস্তারক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। রাজ্য নেতৃত্বের প্রতিনিধি হিসাবে এই বিস্তারকরা বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা-কর্মীদের মধ্যে সমন্বয়ের পাশাপাশি প্রচারকাজ তদারকি করে থাকেন। সাধারণত, সাংগঠনিক দক্ষতার বিচারে দীর্ঘদিনের দলীয় কর্মীদের এই পদে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এবছর থেকে পেশাদারিত্বের সঙ্গে লিখিত পরীক্ষা ও আলোচনার মধ্যে দিয়ে বিস্তারক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গেরুয়া শিবির।

দলীয় সূত্রে খবর, প্রতিবারই এই ' নিয়োগ নিয়ে স্বজনপোষণের অভিযোগ ওঠে। বিস্তারকদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে জেলাস্তরের কর্মীদের মধ্যে। তার প্রেক্ষিতেই এই লিখিত পরীক্ষার সিদ্ধান্ত। এবার বিস্তারক নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য বিজেপির অন্যতম সহ-সভাপতি রথীন্দ্রনাথ বোসকে। তিনি জানিয়েছেন, যেভাবে লিখিত পরীক্ষার কথা বলা হচ্ছে, বিষয়টি সেরকম নয়। যাঁরা বিস্তারক হবেন, তাঁরা দলের রাজনৈতিক পথ ও নীতি-ভাবধারা সম্পর্কে কতটা জানেন, তা দেখে নেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। এটা প্রতি বছরই করা হয়। আগ্রহী প্রার্থীদের কাছে আলোচনার মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়, তাঁরা কতটা দল সম্পর্কে জানেন। অনেকে লিখিতভাবে তাঁদের উত্তর জমা দেন। সেটাই হবে। লক্ষ্য অনুযায়ী পূজার মধ্যেই এই নিযোগে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। লিখিত পরীক্ষা এবং ' ডিসকাশন'-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীদের দু'দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করতে পাঠানো হবে।

উৎসবমুখর কলকাতায় রক্তাক্ত সকাল-গার্ডেনরিচে শুটআউটের ঘটনায় এক মৃত ব্যক্তি?

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,২৩ সেপ্টেম্বর ঃ চারু মার্কেটের ঘটনার পর এবার গার্ডেনরিচে শুটআউট। দেবীপক্ষের শুরুতেই কলকাতায় ফের শুটআউটের ঘটনা। সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার সকালে গার্ডেনরিচের ডিসি পোর্ট অফিসের কাছে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এক যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়রা গুলির আওয়াজ শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং মৃতদেহ দেখে পশ্চিম বন্দর থানায় খবর দেন। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ এবং যুবকের দেহ প্লাস্টিকে ঢেকে রাখা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহের পাশে একটি রিভলভার এবং একটি ব্যাগ পাওয়া গেছে। সেই ব্যাগের সূত্র ধরে যুবকের পরিচয় নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে।পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, নিহত যুবকের নাম শ্রেষ্ঠ ধুরকা। তিনি হেস্টিংসের বাসিন্দা প্রদীপ ধুরকার ছেলে। হেস্টিংসের সেন্ট জর্জেস টেরেসের বাসিন্দা শ্রেষ্ঠ অবিবাহিত। তিনি বাবা-মার সঙ্গে থাকতেন ওই বাড়িতে। গত ছ'মাস ধরে ভবানিপুরের কাছে একটি সংস্থায় চাকরি করতেন তিনি। বাড়ি থেকেই ওই সংস্থায় কাজ করতেন শ্রেষ্ঠ, এমনটাই জানিয়েছে পরিবার। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানিয়েছে ওই যুবকের মাথায় গুলি লেগেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। সকাল ৯.৪৫ মিনিট নাগাদ এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই যুবককে খুন করে তাঁর পাশে অস্ত্র ফেলে পালিয়েছে দুষ্কৃতিরা। যাতে এই ঘটনাকে আত্মহত্যা মনে হয়। অথবা ওই যুবক সত্যিই আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন। দুই ক্ষেত্রেই প্রশ্ন উঠছে, অস্ত্র এল কোথা থেকে? পুজোর সময়ে ভিন রাজ্য থেকে মহগানগরে অস্ত্র আমদানির বিষয়টিও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, মহালয়ার সকালে কলকাতার চারু মার্কেটের একটি জিমে গুলির ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সকালে রেনকোট পরা দুই আততায়ী আচমকা জিমে প্রবেশ করে। অভিযোগ, তারা মালিককে লক্ষ্য করে দু রাউন্ড গুলি ছোড়ে। যদিও বরাতজোরে প্রাণে বেঁচে যান জিমের মালিক। তবে উৎসবের মরশুমে জনবহুল এলাকায় এই ঘটনার কারণে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী তারপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

আবহাওয়ার কারণে স্থগিত রায়-চন্দ্রনাথের হেফাজত নিয়ে বুধবার পর্যন্ত অপেক্ষায় ইডি!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ শনিবার দুই পক্ষের সওয়াল-জবাব পর্ব শেষ হওয়ার পর বিচারক জানিয়েছিলেন, রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে ইডি হেফাজতে দেওয়া হবে কি না, সেই বিষয়ে রায় দেওয়া হবে মঙ্গলবার দুপুর ২টেয়। ফলে এদিনের রায় ঘিরে শুরু হয়েছিল জল্পনা। সবার নজর ছিল বিচারকের সিদ্ধান্তের দিকে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে রায় ঘোষণা হয়নি। আদালত জানিয়েছে, ইডির আবেদনের রায় এবার দেওয়া হবে বুধবার দুপুর ২টেয়।কিন্তু, এদিন আদালত কেন রায় শোনাল না? গতকাল রাত থেকে ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কলকাতা। রাস্তা জলমগ্ন। এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে এদিন বিচারভবনে কোনও মামলায় অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আইনজীবীরা। তাই, এজলাসে বসেননি বিচারক। সেজন্যই আগামিকাল দুপুর ২টায় রায় শোনাবেন বিশেষ ইডি আদালতের বিচারক শুভেন্দু সাহা।প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চন্দ্রনাথের নাম জড়ানোর পরই গত বছরের মার্চে তাঁর বোলপুরের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। বাজেয়াপ্ত করেছিল নগদ ৪১ লক্ষ টাকা। তবে তখন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়নি। গত শনিবার ইডির আইনজীবী আদালতে যুক্তি দেন, তখন রাজ্যের কারামন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হলে তাঁর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সতর্ক হয়ে যেতেন। ওঁর লার্জার কানেকশন আছে। আমরা বাকি তথ্য পেতাম না। এখন আমরা সব তথ্য জোগাড় করেছি। তাই হেফাজতে চাইছি।মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে চার্জশিট জমা দেয় ইডি। তারপরই গত ৬ সেপ্টেম্বর বিশেষ ইডি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন চন্দ্রনাথ। সেইসময়ই ৭ দিনের হেফাজতে চেয়েছিল ইডি। কিন্তু, জামিন পান চন্দ্রনাথ। পরে তাঁর জামিনের মেয়াদ ফের বাড়ানো হয়। শনিবার আদালতে চন্দ্রনাথকে ৭ দিনের হেফাজতে চেয়ে সওয়াল করেন ইডির আইনজীবী। ইডির হেফাজতের আবেদনের বিরোধিতা করেন চন্দ্রনাথের আইনজীবী। তিনি যুক্তি দেন, তদন্তের জন্য হেফাজতে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। চার্জশিট জমা দেওয়ার পর আবার পিছন ফিরে পুরনো কী তদন্ত করতে চাইছে?

Deed Lost

I, Sk Majet Mondal @ Sk Amjet, S/o Late Sk Akbar, R/o- Vill.- Gumodanga Mollaber, P.S. Dankuni, Dist. Hooghly, Pin-712250 a Deed being no. 4251/1990 for the year 1990, Mouza-Bamunari, J.L. No. 25, Dag No. 5 & 9, has been lost from my custody on 12.09.2025 at my own house and to that one G.D. Entry being No. 1463 has been made on 22.09.2025 at Dankuni Police Station. If any person found those deeds, then please contact with me (Mobile : 9830594171) within seven days from the date of publication of this notice.

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **দেবদত্তা বিশ্বাস**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **বাণীহোড় (পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি কেয়া সরকার)**
ঠিকানাঃ **শক্তিগড়, শিলিগুড়ি, ডাকঘর+ থানা- শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **দেবদত্তা বিশ্বাস**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ —— নং বহি —— নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-3322/25 28.08.2025**
নামজারি কেস নংঃ **MN/——/0702/——**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ২৪- পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
জমি - ০.০৩৯৩ একর, খতিয়ান নং.-(R.S.) ৬৪৩৭ / ২৭ (L.R.) ১৩৭৬, গ্রহীতা- দেবদত্তা বিশ্বাস, নিউটাউন পাড়া, জলপাইগুড়ি। বিক্রেতা- বাণীহোড়, শক্তিগড়, শিলিগুড়ি
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **দেবদত্তা বিশ্বাস**
পিতা / স্বামীঃ পিতা জ্যোতিষ চন্দ্র বিশ্বাস
ঠিকানাঃ নিউটাউন পাড়া, পোঃ + জেলা- জলপাইগুড়ি

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

NIT No. 555/PWD/ROAD/BMC, Date-22/09/2025, e-Tender has been invited Renovation of surface drain, repairing road and supply fitting and fixing 70W LED at different locations within Ward No. 24 under BMC. (**APAS SCHEME**) **[Tender I.D : 2025_MAD_908689_1 to 15] in www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board. **Last date of Bid submission 11/10/2025 up to 15.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

শিবদাসপুরে ২০৬ কেজি অবৈধ আতশবাজি বাজেয়াপ্ত

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের আওতাধীন শিবদাসপুর থানার পুলিশ সোমবার রাতে দেওয়াক এলাকার দুটি স্থানে থেকে অবৈধ আতশবাজি মজুতের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে। বুধবার জারি করা এক বিবৃতিতে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট জানিয়েছে, প্রথম অভিযানে পুলিশ ইবাদত পায়দা নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে প্রায় ১২০ কেজি নিষিদ্ধ আতশবাজি উদ্ধার করে তাকে গ্রেফতার করে।

দ্বিতীয় অভিযানটি দেওয়াকের মজদুরপাড়া এলাকায় চালানো হয়, যেখানে আব্দুল শারাকের মুদি দোকান থেকে ৮৬ কেজি নিষিদ্ধ আতশবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

উভয় অভিযানেই মোট ২০৬ কেজি অবৈধ আতশবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সংশ্লিষ্ট ধারায় দুটি মামলা দায়ের করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে।

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-tender

Ref: 1. DHLYN/D/29/2025-2026
The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e- tender from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid submission: **04.10.2025 Up to 18.00 PM**. For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.org**

Chairman/EO
Dhuliyan Municipality
Executive Officer
Dhuliyan Municipality

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad
Corrigendum Notice

Ref: 1. DHLYN/D/7/2025-2026 sl no 1to 38
Last date of Bid Submission and Bid opening has been changed as follows : - Last date of Bid Submission **04/10/2025 at 18:00 Hrs** instead of **22/09/2025 at 18:00 Hrs.** For farther details please visit WB Tenders .Gov .in & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.in**

Chairman/EO
Dhuliyan Municipality
Executive Officer
Dhuliyan Municipality

শুভ উদ্বোধন হল পুরোগামী সাহিত্যের শারদ সংখ্যার

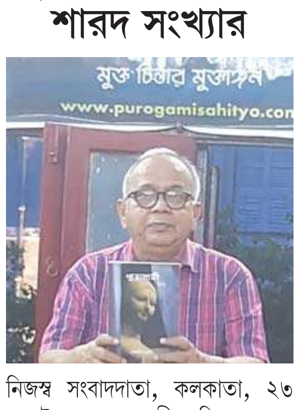

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুরোগামী সাহিত্যের শারদ সংখ্যার শুভ উদ্বোধন হল প্রাক-মহালয়ার সন্ধ্যায় কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের তিন তলায় জিজ্ঞাসার অফিস ঘরে। উদ্বোধন করলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী অমর মিত্র মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য জগতের অনেক কৃতী ব্যক্তি এবং এক ঝাঁক তরুণ সাহিত্যিক। শ্রী অমর মিত্র তার উদ্বোধনী বার্তায় পুরোগামীর লিগ্যাসিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। প্রসঙ্গত পুরোগামী পত্রিকা ৫০ এর বেশী সময় ধরে বাঙালির মনন চর্চার সাথে জড়িত। ঐতিহ্যবাহী এই পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন এক ঝাঁক কৃতী -মানবেন্দ্রনাথ রায়, শিবনারায়ণ রায়, প্রমুখ। মানবতাবাদী আন্দোলনকে নতুন করে তরুণ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার আহ্বান জানান শ্রী অমর মিত্র।

বাঁধ নিমার্ণে তিন কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ রাজ্যের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকার বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্থ উত্তরবঙ্গের তিস্তা, মহানন্দা ডিভিশনের বিভিন্ন বাঁধ ও তিস্তা ক্যানেল মেরামতি এবং সংস্কারের জন্যে সাড়ে তিন কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করেছে। এরমধ্যে কোচবিহার জেলার জন্যে সবচেয়ে বেশি ৬৫ লক্ষ, আলিপুরদুয়ারে ৬৩ লক্ষ, মালদা জেলার জন্যে ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এছাড়াও তিস্তা ব্যারেজ, তিস্তা ক্যানেল ও তিস্তা সেচ বিভাগের জন্যে এক কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সেচ ডিভিশনের জন্যে তিন কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্ষার পরেই কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এনআইটি/০২/২৫/৫৮ তারিখ ঃ ২২.০৯.২০২৫। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **(ক) ক্রমিক নং, টেন্ডার নং, বিবরণ ও প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে ঃ **(১) ২১২৫১৪৪১,** অ্যাসেম্বলড অবস্থায় ব্যাক প্লেট এবং প্যাকিং পিস সমেত ডোরওয়ে ক্রস বার প্রেসিং ইত্যাদি। ১,৯৪,৭৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৮.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২) ০৮২৫১৫২৯,** মেন এবং আর্থ কানেকশন কেবেল এর সেট। ১,৩১,৮৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৪.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৩) ২০২৫২১৯৬,** অ্যাক্সেল বেয়ারিং (প্লেন স্লিভ বেয়ারিং)। ৫,৩০,৫৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৩.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৪) ২০২৫১০১৭এ,** এ/বক্স গাইডের জন্য হেলিক্যাল স্প্রিং। ১,৫৪,২৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৭.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৫) ০৬২৫১২৮৪এ,** ফার্স্ট এসি কোচ সমূহের জন্য অগ্নিরোধক পর্দার কাপড় সংগ্রহের কাজ ইত্যাদি। ১,৩৯,০৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৬.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৬) ২০২৫১৯২৪এ,** এ/বক্স গাইডের জন্য হেলিক্যাল স্প্রিং। ৩,৬০,০৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২০.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৭) ১১২৫১৬৫৭,** অ্যাক্সেল বক্স হাউসিং ফিনিশ মেশিনড ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ৫,৩৮,৪৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৯.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৮) ০১২৫১৪২৮,** 'ভি' বেল্ট ইত্যাদির ম্যাচ করা সেট ইত্যাদি। ১,১৭,১৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৮.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৯) ১৬২৫১০০৭,** ৪২ কেভি, ১০ কেএ, মেটাল অক্সাইড ফাঁক বিহীন ধরনের বজ্রপাতরোধক। ১,৪৮,৪২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৪.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১০) ১৫২৪৫০৯৬বি,** ম্যাগনেটিক পার্টিকল পরিদর্শক যন্ত্র। ১,৯১,১৬০ টাকা। **(১১) ২২২৫১২৫৫এ,** ইঞ্জেকশন হিউম্যান অ্যালবুমিন ২০%, ১০০ এমএল। ১,০১,৭৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২১.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ১০ এবং ১১-এর জন্য)। **(১২) ০৪২৫৫০১৪,** ২৫ টন (ইউনিভার্সাল) জামালপুর জ্যাকের বৈদ্যুতিক দফাসমূহ সরবরাহ, ফিট করা, ট্রায়াল এবং সূচনা ও সংশ্লিষ্ট অ্যানেক্সার-এ অনুসারে ২৫ টন (ইউনিভার্সাল) জামালপুর জ্যাক-এর মেটালিক কিট বক্স সমেত স্পেয়ার্স (১টি সেটে ৬টি দফা সমেত) সরবরাহ। ১৫,৮৭,২৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৯.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৩) ০৮২৫১৪৮৪,** ১১০০ এএইচ ভিআরএলএ ব্যাটারির জন্য সম্পূর্ণ ব্যাটারি বক্স। ২,৪০,৯৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৪.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৪) ২০২৫২১৩৮,** ইএমইউ/এমইএমইউ/ডিইএমইউ মোটর কোচসমূহ, সিজিএল, নির্মাতা এইএইচপি টিআর. মোটর টাইপ-সি ১০০৫ পিই-বেয়ারিং এন্ড শিল্ড এবং ১১টি দফা সমেত স্পেয়ার্স। ১,৭৩,০৬০ টাকা। **(১৫) ২০২৫২১৪৪,** ইএমইউ/এমইএমইউ/ডিইএমইউ মোটর কোচসমূহ, সিজিএল নির্মাতা এইচএইচপি টিআর. মোটর, টাইপ-সি ১০০৫। ১,২০,২৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৯.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ১৪ এবং ১৫-এর জন্য)। **(১৬) ২১২৫১০৫৯,** মার্ক-৫০ ইত্যাদির জন্য পিওএইচ কিট নং ১। ৫,২০,৫০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৪.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৭) ২১২৫১১২৩,** ইএমইউ কোচসমূহের সিট তথা ব্যাক রেস্ট প্রেসিং। ৩,৭৯,৫৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২০.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৮) ২১২৫১১২৮,** কন্ট্রোল রিজার্ভার ইত্যাদি সমেত পাইপ ব্র্যাকেট। ৩,৬৯,৬৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৩.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(১৯) ১৬২৫১১৫৯,** পোর্সেলিন ব্র্যাকেট ইনসুলেটর। ১,৪০,৪১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৪.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২০) ১১২৫১০০৭,** লোয়ার স্প্রিং বিম ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ৪,৬৪,১৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৩.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২১) ২১২৫১৩৩৩,** আরএফ-৩৬১ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রাফ্‌ট ইত্যাদির কিট নং ১। ২,১১,১৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২০.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২২) ০৮২৫১০৭১,** ২.৫ কেভিএ, ১১০ ভোল্ট, ডিসি/২৩০ ভোল্ট এসি ন্যাচারাল কুলড আন্ডারস্লাং ইনভার্টার। ১,২২,৫৪০ টাকা। **(২৩) ১৯২৫৫০৩৯এ,** আইপি ভিত্তিক ভিডিও সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ১০,৯৬,৮৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৪.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ক্র নং ২২ এবং ২৩-এর জন্য)। **(২৪) ২০২৫৫০২৪এ,** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১০৬/২০২৫, ভার্সন ৩.১ বা সাম্প্রতিকতম অনুসারে পূর্ব রেলওয়ের ইএমইউ, এমইএমইউ এবং ডিইএমইউ-তে ভিডিও সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম (ভিএসএস)-এর সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা এবং সূচনা। ৫০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১০.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২৫) ১২২৫৪০০৭,** আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৩৭০৬ অনুসারে এইচভিএন ইনসুলেটিং লাইনার ৬৬-র জন্য চালু চুক্তি। ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২২.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২৬) ২২২৫৫২২৯বি,** ইঞ্জেকশন পেমব্রলিজুম্যাব ১০০ এমজি, আইটেম কোড এম ২৬১৯৪৬ এআই ২৫-২৬। ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৫.১০.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২৭) ২২২৫১৬২৫,** ট্যাব/ক্যাপ রুক্সোলিটিনিব ২০ এমজি (আইটেম কোড এম ২৫১০২৪) এআই ২৫-২৬। ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৩.১১.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ টাকা (ক্র. নং ১ থেকে ২৭-এর জন্য)। **(খ) ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ঃ ৫২২৫৬২২৪এ, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** পোর্টেবল লেজার স্পেকট্রোমিটার। **বন্ধের তারিখ ঃ ২১.১০.২০২৫, অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ ৫৮,৫২,৮০৪ টাকা।**

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত সকল টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে উক্ত টেন্ডারগুলির দরপ্রস্তাব দাখিল করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির সম্পর্কে আরও জানতে ও অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-36/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৯৪ সংখ্যা, বুধবার ৭ আশ্বিন, ১৪৩২

নেতাজি ঘনিষ্ঠ বিপ্লবী

নেতাজি-ঘনিষ্ঠ বিপ্লবী, ৭১ এ কলকাতার রাজপথ দেখেছিল তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ।শহর কলকাতার মানুষেরা কখনো 'হেমন্ত সেতু'র নাম শুনেছেন। হতোবা অজান্তেই অনেকবার আপনাকে পারাপার করতে হয়েছে সেই সেতু। কলকাতা নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের মতে ১৯৩৬ সালে চালু হয়েছিল টালা ব্রীজ। গরু পারাপারের জন্য ওই সেতু ব্যবহার করা হতো বলে লোকমুখে তার নামই হয়ে যায় 'কাউ ক্রসিং ব্রিজ'। তবে যে সেতুটি হালে ভেঙে ফেলা হলো, তার কাঠামো তৈরি হয়েছিল অনেক পরে। ১৯৬৪ সালে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সময়ে। নাম হয় টালা ব্রীজ। 'কাউ ক্রসিং ব্রিজ' থেকে 'টালা ব্রিজ'; নামের পরম্পরা কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেনি। সেতুর নিজস্ব ইতিহাস আবারও পরিবর্তিত হল, ১৯৭৩ সালের ৫ই অক্টোবর। টালা সেতুর নাম বদলে হলো 'হেমন্ত সেতু'। সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের চেয়ারম্যান প্রয়াত নেতা হেমন্তকুমার বসুর স্মরণে তাঁর ৭৮তম জন্মদিনে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সেতুর নতুন নামকরণ করেন। সাল ১৯৭১, দিনটি ছিলো ২০শে ফেব্রুয়ারি। টালা সেতু থেকে একটু দূরে ফড়েপুকুরে শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ওপর বছর ছিয়াত্তরের হেমন্তবাবুর ওপরে একদল যুবক হামলা চালায়। ভোজালি দিয়ে নৃশংস ভাবে কুপিয়ে তাঁকে খুন করা হয়। আততায়ীরা ছিল নকশালদের আড়ালে কংগ্রেস আশ্রিত সমাজবিরোধী বা 'কংশাল'। নাম জড়িয়েছিল রূপালী জগতের এক ভবিষ্যত সুপার স্টারের। অজাতশত্রু মানুষটি এক সময়ে সুভাষচন্দ্র বসুর সহকর্মী এবং জন্মলগ্ন থেকেই যুক্ত ছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ড ব্লক দলের সাথে। সে বছরও তিনি শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। শোনা যায় হামলার সময় অজাতশত্রু মানুষটি আততায়ীদের বলেছিলেন, তোমরা আমায় মারছো কেন, আমি তো তোমাদের কোনও ক্ষতি করিনি..! হাসপাতালে নিয়ে গেলে হেমন্তবাবুকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ৩/১ নন্দরাম সেন স্ট্রিট, উত্তর কলকাতার এই ঠিকানাতেই ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মেছিলেন হেমন্ত কুমার বসু। ১৯০২ সাল, ব্রিটিশ ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হচ্ছে তখন। মা আনন্দসুন্দরী দেবীর ইচ্ছেয় বাবা পূর্ণচন্দ্র বসু ৭ বছরের ছোট্ট ছেলেকে ভর্তি করে দিয়ে এলেন কলকাতার আর্য স্কুলে। এই স্কুলজীবন থেকেই বিপ্লবী ভাবাদর্শে দীক্ষা হয় তাঁর। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় স্কুলের বন্ধুরা এসে জামায় কালো ব্যাজ লাগিয়ে দিয়েছিল। এই সময় থেকেই কিশোর হেমন্ত জড়িয়ে পড়লেন বিপ্লবী আন্দোলনে। পরের বছর, ১৯০৬ সালে কয়েকজন বন্ধু মিলে যোগ দিলেন অনুশীলন সমিতিতে। সেখানকার কিশোর বাহিনীর সদস্য হয়ে দেশমায়ের মুক্তির শপথ নিলেন ১১ বছরের ছোট্ট হেমন্ত। অনুশীলন সমিতি বেআইনি ঘোষিত হলেও থেমে থাকেনি হেমন্ত কুমারদের কার্যকলাপ, বিপ্লবী দলের হয়ে গোপনে খবর সংগ্রহ করতেন।

গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৯৯ সাল। সেপ্টেম্বর মাসের ৭ তারিখ। গঙ্গার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে একটা লঞ্চ। তার ধারে দাঁড়িয়ে এক প্রৌঢ়। উথাল পাথাল জল পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে যান। ঘোলা জলে ভেসে আসছে পানা, কাগজ অথবা প্লাস্টিকের টুকরো। প্রৌঢ়ের ভেতরটাও নদীর মতোই আওয়াজ তুলছে। কখনও ডুবছেন, কখনও উঠছেন। আলো দেখতে চাইছেন; কিন্তু পাচ্ছেন কি? অজস্র প্রশ্ন করে গেছেন এতদিন। নদীর ঢেউ প্রশ্নগুলোর গায়ে আরও একবার দোলা লাগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সেই প্রৌঢ় দিলেন এক ঝাঁপ। আশেপাশের সহযাত্রীরা ছুটে এলেন। ততক্ষণে গঙ্গার বুকে মিলিয়ে গেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম কিংবদন্তি এই গীতিকার! বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়া কি ভাবা যায়? একের পর এক স্মরণীয় গান দিয়ে গেছেন। আজও খোলা আকাশে বা বদ্ধ ঘরের মনখারাপে গুনগুন করে উঠি আমরা সেই কথা। যেন কত আপন! কবিতা লিখতেন একসময়। সিনেমা থেকে থিয়েটার, রেডিও; সব জায়গায় কথার ডালি নিয়ে হাজির হতেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর শব্দে ভর করে সুরকার, গায়করা জাল বুনতেন। প্রথম রেকর্ড হওয়া গানটি সিনেমার অঙ্গ ছিল না। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় বেজে উঠেছিল 'এবার আমি মা চিনেছি'। কি আশ্চর্য সমাপতন! জীবনের একদম শেষ লগ্নে এসেও সেই শ্যামা মায়ের কথাই বলেছেন পুলকবাবু! ১৯৯৮ সালে মান্না দে'র গাওয়া 'আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি' দিয়েই শেষ হয় তাঁর যাত্রা। এই 'একটু জায়গা' পাওয়ার জন্যই কত আকুতি, কত জায়গায় যাওয়া! মান্না-পুলক জুটি বাংলা সিনেমায় নিয়ে এসেছেন একের পর এক গান। আর গানের পেছনেও কত শত গল্প! একবার মান্না দে গেছে ধানবাদে গান গাইতে। সঙ্গী পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই কিনা শ্যালিকার বাড়ি, একটু খোঁজ খবরও নিয়ে আসা যাবে। পুলকের অনুরোধে মান্না দে-ও যেতে রাজি হলেন। কিন্তু শ্যালিকার বাড়ির ঠিকানাটা ঠিক মনে পড়ছে না। গাড়িতে যেতে যেতে গায়ক বলছেন নতুন গান বানানোর কথা। এইচএমভি রোজ তাগাদা দিচ্ছে যে! যাই হোক, একটা বাড়ির সামনে হাজির হলেন পুলকবাবু। দরজা খুললেন একজন অপরিচিতা ভদ্রমহিলা। অসম্ভব সুন্দরী। বুঝতে পারলেন, ভুল ঠিকানায় এসে গেছেন। আসল ঠিকানার খোঁজ জেনে নিয়ে ফিরে এলেন গাড়িতে। আর সঙ্গে সঙ্গে মান্না দে-কে বললেন, 'আপনার গান তৈরি হয়ে গেছে।' পরের দিন সকালে লিখে ফেললেন 'ও কেন এত সুন্দরী হল।' বাকিটা, ইতিহাস। প্রেমের গান হোক, বা মজার; যে কোনো পরিস্থিতির গানের কথা বললে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলম চলত হনহনিয়ে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

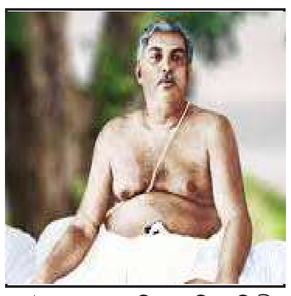

মা দৈব্য মহাশক্তি অধিকারিণী। সেই দৈব্য শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগতে হবে। দেশ ও দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব জীবনের আর্থিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। ভক্তিবাদকে জাগরিত করতে হবে। নারীর উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মাতৃশক্তি দিয়ে বিশ্বের উপকার করতে হবে। মহৎ শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার অধিকারকে অর্জন করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা বড় শক্তি। মানব শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার জগতের উন্নতি সাধন করতে হবে। রাষ্ট্রের বা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাকে ব্যবহার করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

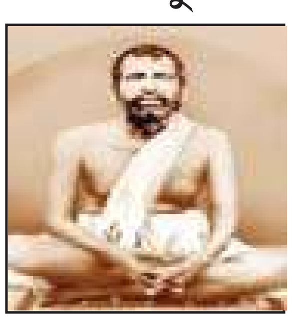

ঠাকুর বলতেন, শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলে জয় আসবে তার উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করে দেন। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

বাংলা তথা কলকাতার দুর্গা পুজোর শ্রীবৃদ্ধির দিকে বিশেষ নজর রাখতেন কলকাতা পুরসভার মেয়র নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস

রবীন্দ্রকুমার শীল

কলকাতার পুরসভার মেয়র হয়েই সুভাষ চন্দ্র বোস স্বদেশিয়ানাকে কলকাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষিত ইংরেজি ভাষায় বাংলার যুবকদের স্বদেশি চিন্তার কথা বলতেন এবং স্বদেশি ভক্তিবাদের কথাকে ব্যক্ত করতেন। তার ফলে কলকাতায় যতগুলি দুর্গা পুজো হতো সেই সব দুর্গা পুজোতে অংশ গ্রহণ করতেন সুভাষ চন্দ্র বোস এবং সাধ্যমতো তিনি সহযোগিতা করতেন। তার ফলে কলকাতায় দুর্গা পুজো শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সেরা বীর অধিনায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস যখন কলকাতায় ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখন তিনি কলকাতার বহু বারোয়ারী দুর্গা পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সব দুর্গাপুজোর আয়োজন করতো বিপ্লবীরা। তাঁদের উদ্যোগে কলকাতা তথা বাংলায় বহু বারোয়ারী দুর্গা পুজো শুরু হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুর্গাপুজো হচ্ছে সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপুজো, বাগবাজারের দুর্গাপুজো, মলঙ্গা লেনের দুর্গাপুজো ইত্যাদি। তিনি সুদূর বর্মা মুলুকে মান্দালয়ের জেলেও দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন নেতাজি। আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব নেওয়ার আগে এবং বাংলা থেকে গোপনে জার্মান যাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি বহু দুর্গা পুজোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপুজো আয়োজন করেছিলেন বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু। সিমলা ব্যায়াম সমিতির বারোয়ারী পুজো শুরু হয়েছিল ১৯২৬ সালে। সিমলা অঞ্চলে মহেন্দ্র গোস্বামী লেনেই অতীন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে এই পুজো শুরু হয়েছিল। তখন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বোসের বাড়িতে এসে মাঝে মধ্যে থাকতেন। সুভাষ চন্দ্র বোসের নির্দেশে এই পুজোকে বারোয়ারী পুজোয় পরিণত করা হয়। সেই সময়ে বাংলার বিপ্লবীরা গোপনে এই পুজোয় যোগদান করতো। ব্রিটিশ সরকার একবার এই পুজোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তার ফলে দুই বছর এই পুজো বন্ধ ছিল। কলকাতা হাইকোর্টের আদেশে এই পুজো দুই বছর পরে আবার শুরু হয়। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস এই পুজোর সভাপতি ছিলেন। আগে এই পুজো একচালার ঠাকুর ছিল। কিন্তু পরে পাঁচ চালার ঠাকুর পুজো শুরু হলে স্থানীয় বহু সদস্যরা এর প্রতিবাদ করলে নেতাজি স্বয়ং হস্তক্ষেপ করে সেই বিরোধের নিস্পত্তি করেন। ১৯৩৯ সালে নেতাজি পাঁচ চালার চালার ঠাকুর পুজোর উদবোধন করেছিলেন।

কুমারটুলি সার্বজনীন দুর্গা পুজোর প্রাচীন রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে ছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। কুমোরটুলির প্রতিমা শিল্পীরাই এই পুজোর আয়োজন করতো। এই পুজোর সভাপতি ছিলেন স্যার হরিশঙ্কর পাল। সাত বছর পরে যখন নেতাজিকে সভাপতি পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছিল তখন তাতে আপত্তি করেছিলেন নেতাজি স্বয়ং। তিনি বলেছিলেন, ইংরেজদের তাবেদারি করে যে পুজো তার সভাপতি দায়িত্ব গ্রহণ করতে একেবারে অপরাগ। সভাপতি স্যার হরিশঙ্কর পাল নেতাজির আপত্তির কারণ বুঝতে পেরে তিনি নিজেই পদত্যাগ করে সভাপতি পদ থেকে সরে যান। ১৯৩৮ সালে তখন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস সভাপতি হলেন। কিন্তু পঞ্চমীর দিনেই ঘটল বিপত্তি। একচালার প্রতিমা সেই সময়ে পুজো করা হতো। হঠাৎ করে পঞ্চমী দিনে মণ্ডপে আগুন লেগে যাওয়ার ফলে প্রতিমা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। নেতাজি স্বয়ং ছুটে গেলেন শিল্পী গোপেশ্বর পালের কাছে। একদিনেই প্রতিমা তৈরি করে দিতে হবে বলে নেতাজি আবেদন করলেন তাঁকে। শিল্পী গোপেশ্বর পরিস্কার করে বললেন, একেবারে অসম্ভব। এদিনে ঠাকুর করা যাবে না। তখন বুদ্ধি করে শিল্পী গোপেশ্বর নিজে দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করলেন আর লক্ষ্মী গণেশ, সরস্বতী এবং কার্তিক ঠাকুর তৈরি করলো অন্য শিল্পীরা। পাঁচ চালার ঠাকুর রাতারাতি নির্মাণ করে ষষ্ঠী দিন থেকে আবার পুজো শুরু হল। সেই সময়ে দেবী দুর্গা গায়ে উঠেছিল বাঘের ছাল। এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল পুজো কমিটির সদস্যরা। তারপরে স্যার হরিশঙ্ক পাল নিজেই পাশে একটি আলাদা পুজো শুরু করেছিলেন। সেই পুজোটি হাটখোলার গোঁসাই পাড়ায় উঠে যায়।

বাগবাজারের দুর্গা পুজো শুরু হয়েছিল ১৯১৯ সালে। নেবুবাগান লেন এবং বাগবাজারের মোড়ে এই পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। তখন এই পুজোর নাম ছিল নেবুবাগান বারোয়ারী দুর্গা পুজো। ১৯২৪ সালে এই পুজো সরে যায় বাগবাজার এবং পশুপতি বোস লেনের মুখে। পরের বছর চলে যায় কাঁটাপুকুর অঞ্চলে। ১৯২৭ সালেও স্থানান্তরিত হয়ে একটি কালী মন্দিরে এই পুজো হতো। ১৯৩০ সালে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কলকাতা পুরসভার অল্ডার ম্যান। তিনি এই পুজোর সভাপতি ছিলেন। পাঁচশো টাকা চাঁদাও দিতেন। তিনি এই পুজোর সভাপতি ছিলেন। বাগবাজার পুজো প্রাঙ্গনে যে মেলা

বসতো সেখানে স্বদেশি শিল্পীদের হাতে তৈরি জিনিসপত্র বিক্রি করা হতো। কোনও বিদেশি জিনিস সেখনে বিক্রি করা নিষিদ্ধ ছিল। মহা অষ্টমীর দিনে বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস তাঁর শিষ্যদের নিয়ে লাঠি খেলা, ছুরি খেলা দেখাতেন। ১৯৩৬ সালে এই পুজোর সভাপতি হয়েছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং স্যার হরি শঙ্কর পাল এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সোনারপুরের কোদালিয়াতে নেতাজির পৈতৃক ভিটে বাড়ি। সেখানকার পুজো তিনশো বছরে পদার্পন করতে শুরু করে দিয়েছে। ২০১৩ সালে নেতাজির বাড়িটিতে হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা দেয় পুরসভা। নেতাজির পরিবারের সব সদস্যরা পুজোর দিন এসে মিলিত হন। এই অঞ্চলটিকে বোস বাড়া বলে সবাই জানে। বোস পাড়ায় দুটো পুজো হয়। একটি পুজো হয় খড়ের চাল দেওয়া ঘরে। আর একটি পুজো হয় ঠাকুর দালানে। নেতাজির প্রপিতামহ হরনাথ বোস এই ঠাকুর দালানটি নির্মাণ করেছিলেন। এখান হরিনাথ বোসের নামে একটি লজও রয়েছে। ১৮৮০ সালে জানকী নাথ বোস প্রভাবতী দত্তকে বিবাহ করে কটকে চলে যান। কিন্তু প্রতি বছর মাস দুয়েক তিনি এখানে এসে থাকতেন।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের জন্য পুজোর সামগ্রী নিয়ে এসে দান করতেন। এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য যিনি পরবর্তীকালে এম এন রায় নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জন্ম গ্রহণ করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। প্রতি বছর ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্ম দিনে কোদালিয়ার বসত বাটিটি সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। যে ঘরে জানকী নাথ বোস এবং প্রভাবতী বোস থাকতেন সেই ঘর সকলের দেখার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

কটকে মিলিনিয়াম পার্ককে নিয়ে যেমন একটি গল্প আছে পাশাপাশি কটকে দুর্গাবাড়ি স্মৃতি পুজোকে নিয়ে গল্প জড়িয়ে আছে। ১৯১৬ সালে কটকে এই পুজোর আয়োজন করেছিলেন নেতাজি। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন যখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিস্কৃত হন। কটক দুর্গাবাড়ি স্মৃতি কমিটির সম্পাদক জানালেন, নেতাজি ১৯১৬ সালে বেশ কয়েকদিন ধরে কটকে বসবাস করছিলেন। সেই সময়ে তাঁর কটকের বন্ধুরা মিলে ওড়িয়া বাজারে দুর্গা পুজোর আয়োজন করে। এই পুজো এখনও বন্ধ হয়নি। তবে পুজোর দিন নেতাজির একটি বিশাল ছবি টাঙ্গানো হয়ে থাকে। ১৯৪১ সালে এই সংস্থার রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল। ১৯৪১ সালে এই পুজোর প্লাটিনাম জুবিলি ছিল। তখন সেখানে নেতাজির একটি মূর্তি বসানো হয়েছে। বক্সি বাজার বাধেঁই সাহী পুজো কমিটির দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন জানকী নাথ বোস। নোতজির পিতা জানকী নাথ বোস এই সংস্থার ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। ১৮৮৮ সালে এই পুজো শুরু হয়েছিল একটি বাড়ীতে। বহু অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার কারণে এই পুজো সরে আসে বাধেঁই সাহীতে। এখনও সেখানে পুজো হচ্ছে প্রাচীন রীতিনীতি মেনেই।

বর্মার মান্দালয়ের জেলে দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। তিনি তখন মান্দালয়ের কারাগারে ছিলেন। ১৯২৬ সালে এই পুজো শুরু করেন নেতাজি। তাঁর সঙ্গে এই পুজোতে যোগ দিয়েছিল কারাগারের সমস্ত বন্দিরা। ব্রিটিশ সরকার কায়েদিদের পুজোর আর্থিক ভাতা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন নেতাজি। তিনি সেই সময়ে বলেছিলেন, "যখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট হয়, জীবিকা নষ্ট হয়, যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট হয়, সম্মান নষ্ট হয়, ধর্মীয় স্বাধীনতা হারিয়ে যায়, তখন সব কিছু হারিয়ে যায়।" ব্রিটিশ সরকার পুজো ভাতা বন্ধ করে দিলেও বন্দিরা নিজেদের উপার্জনের পয়সা দিয়ে মান্দালয়ের কারাগারে দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিল। কয়েদিরা নিজেরাই রান্না করে ছয় দিন ধরে দেবী দুর্গার প্রসাদ বিতরণ করে জেলের মধ্যে। এই পুজোর চারদিন কয়েদিদের স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারতো। তাদের কোনও কাজে যোগদান করতে হতো না। ফলে এই চারদিন ধরে কারাগারের মধ্যে অবাধে সবাই মেলামেশা করতে পারতো। তবে জেলার সব সময়ে খবর নিত যে কোন বিপ্লবী জেলের মধ্যে সরকার বিরোধী কোনও কথা বলছে কিনা এবং জেল ভেঙে পালিয়ে যাওয়ার কোনও ছক কষছে কিনা। রাজনৈতিক কয়েদিরে ওপরে বেশি করে ব্রিটিশ সরকারের নজর ছিল। কয়েদিরা এই কদিন ছুটি পেয়ে বেশ আনন্দে থাকতো। তবে চারদিন ধরেই কারাগারের মধ্যে চলতো দেশাত্ববোধক সঙ্গীত। রাজনৈতিক বন্দিরা দেশাত্ববোধ সঙ্গীত খালি গলায় গাইতো।

সবাই আবার লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত থেকে শুরু করে রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং নজরুল সঙ্গীতও কালি গলায় গাইত। জেলার এই দেখে চুপ কর থাকতেন। কারণ এই চারদিন ছিল কয়েদিরা জেলের মধ্যে স্বাধীন। ব্রিটিশ পুলিশরা কোনও রকমভাবে কারোর ওপরে বেত্রাঘাত করতো না। তবে চারদিন কেটে গেলেই সহেগ সঙ্গে জেলের নিয়ম রীতি আগের মতো যথারীতি চালু হয়ে যেত। 'বন্দে মাতরম' গান গাওয়া নিষিদ্ধ থাকলেও পুরোর চারদিন কোনও রকমভাবে কয়েদিদের কাজে বাধা দিত না। এই সময়ে জেলের কর্মীরা সবাই কয়েদির ওপরে ভদ্র ব্যবহার করতো। তারপরে অবশ্য আবার অমানুষিক অত্যাচার নেমে আসত। ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালীন কাউকে বিরক্ত করা চলবে না এই রকম একটি সরকারি নির্দেশ সেই সময়ে চালু থাকে। তার ফলে ব্রিটিশ পুলিশেরা কয়েদিদের ওপরে কোনও রমক জোরজুলুম করতো না। তবে সবার দিকে তীক্ষ্ন নজর রাখতো এবং কোনও কয়েদি কি কথা বলছে তাও তারা অদ্ভূতভাবে জানতে পারতো। দেশাত্ববোধক গান গাইতে কাউকে বাধা দিত না এই চারদিন। জেলের মধ্যে গানের জলসা বসতো। সেখানে মাতৃবন্দনার গান ছাড়া কবিগুরুর গান, রজনী কান্তের গান., নজরুল গীতি, অতুল প্রসাদের গান গাওয়া হতো। তবে সেটা ঘন্টা দু'য়েক মাত্র। কারাগারে অন্ধকার নেমে আসলে কয়েদিদের ঘর পাঠিয়ে দেওয়া হত। বিকেলে বিকেল আরতি সেরে নেওয়া হতো মা দুর্গার।

কলকাতায় প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্রের বাড়ির দুর্গাপুজোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন নেতাজি। এই বাড়ির পুজো শুরু করেছিলেন গণেশ চন্দ্র চন্দ্র। তাঁর পরে এই বাাড়ির পুজো আয়োজন করতেন নির্মল চন্দ্র চন্দ্র। সেই সময়ে নেতাজি এই বাড়ির পুজোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি প্রতি বছর এই বাড়ির পুজো দেখতে আসতেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করতেন। এই বাড়ির পুজোর সঙ্গে জড়িত ছিল স্বদেশি যুগের বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। পণ্ডিত যদু ভট্ট এবং দাদা ঠাকুরও এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করতেন। মলঙ্গা লেনের বিপ্লবীদের পুজোতে অংশ গ্রহণ করতেন নেতাজি। তিনি আবার এই পুজোতে চাঁদাও দিতেন। বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর সঙ্গে বেশ খাতির ছিল নেতাজির। বিপিন গাঙ্গুলী রডা কোম্পানির অস্ত্র লুঠ করে বিপ্লবীদের দিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। যতীন মুখোপাধ্যায় এবং মাস্টারদা সূর্য সেন রডা কোম্পারি লুঠ করা অস্ত্র মশার পিস্তল দিয়ে ইংরজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। অস্ত্র লুঠের পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন অনুকূল মুখার্জি।

শারদীয়া দুর্গা পুজোর সাতকাহন

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

পুজোর সাতকাহন। সিধু বিধুর মতো পুজোর সবার একটা পুজোর বেলা থাকে, আমার ও ছিল। সেই সময় বলতে গেলে প্রথম বছর পুজো,২৫-৩০টা জামার গোছা এবেলা ওবেলা নয় ঘন্টায় ঘন্টায় ম্যাচিং জামা জুতো পড়ে প্যারাম বুলেটার চেপে আমার সারথীর ওরফে তিন দাদু ওবাড়ি এবাড়ির সাথে প্রথম বছর পুজো যাপন, যেহেতু বৈশ্য ব্যবসায়ী সেহেতু বাবাই বড়কাকা ব্যস্ত শহর বর্ধমান এ নিউ শাড়ি সেন্টার রিটেল ও বড়বাজার এ সারা বর্ধমান জেলার হোলসেল গদির কালেকশন করতে দম ফেলার ফুরসৎ নেই অষ্টমী পর্যন্ত তাদের, তবে নবমী র দুপুরে বাবাই বাড়ি ফিরলে সোজা কলকাতা টালিগঞ্জ ফাঁড়ি পিসি দিদার বাড়ি , সেখানে বড়কাকু বা মনা দাদুর কোলে চেপে এদিক ওদিক, সারারাত পি এস ওরফে বাবাই এর পিসতুতো ছোটভাই পথ প্রদর্শক, রাতে অবশ্য আমেনিয়া -নিজাম সিরাজ এ ভুরিভোজ তবে তখন আমার দোসর দুধের বোতল অবশ্য, পরের দিন দুপুরে মুন্নার খাসির মাংস তাও পিসি দিদার হাতের রান্না,কি অমৃত যে না খেয়েছে সে জানে না। বিকালে বড়পিসির বাড়ি শ্রীরামপুর মাহেশ এ দশমী সারতে লুচি ঘুগনি উওরপাড়া অমর কিংবা ফেলু বা সূর্য মোদকের জলভরা সহযোগে আর বিশেষ সিদ্ধি রাতে জমিয়ে ভুড়ি ভোজ। পরের দিন বড়পিসির শ্বাশুড়ি ওরফে আমার শ্রদ্ধেয় দিদাভাই এর হাতে দেওয়া সাদা ধপধপে মুচমুচে বড়ি আর নাড়ু বগলদাবা করে, এবারের বিজয়ার গন্তব্য শেওড়াফুলি ছোট পিসির বাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা রত ছোটপিসির শ্বাশুড়ি ওরফে আমার শ্রদ্ধেয় ভালু , তিনি নিরামিষ রান্নায় দ্রৌপদী সম, যেহেতু অল্প বয়সে বিধবা জমিদার বাড়ি আধুনিক মনস্ক শিক্ষিকা হয়েও সারা জীবন মাছ মুখে তোলেন নি, হাতের কাজ চমকপ্রদ। সেখানে থেকে বিকালে নৈহাটি মামের বড়পিসি ওরফে আমার পান্তা বুড়ির বাড়ি সেখানে ঢাকেশ্বরী মিষ্টান্ন ভান্ডারের মিষ্টি আর গঙ্গার জ্যান্ত ইলিশ। নবদ্বীপ শহরের মূল আকর্ষণ রাস উৎসব তাই বনেদী বাড়ি আর কয়েকটি বারোয়ারী ছাড়া সে ভাবে পুজো হয় না। তার মধ্যে মূল অষ্টমী দিন অভয়া মা, বছরের একদিন পূজিতা। সাথে ছেলে রূপে মহাদেব পাশে, অভয় প্রদান কারীনী। মামের বাপের বাড়িতে ফরিদপুর রাজবাড়ী

তে দূর্গা পুজোর চলন বৈষ্ণব মতে তাই এসময় সে বাড়িতে নিরামিষ দশমী তে জোড়া ইলিশ , আমাদের বাড়ি শাক্ত মতে বাংলাদেশে দূর্গা পূজার চলন তাই দূর্গা সরা কলা বৌ নৌকা লক্ষী পুজো থেকে পুজো আমিষ। ষষ্ঠীর দিন ঘট দেবী ভাত ইলিশ মাছ সহযোগে পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে, অষ্টমী তে ভুনি খিচুড়ি আলু ফুলকপি রসা পনির চাটনী পায়েস, দশমী তে যাত্রার ঘট বসিয়ে টুনিফুল মালিফুল খই দই মিষ্টি বাতাসা কদমা নারকেল কোরা পুঁটি মাছের সিঁদুর দিয়ে সাথে ইলিশ, ঝাঁপি। দাদু পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র পোদ্দার বেঁচে থাকাকালীন নবদ্বীপ গদি ঘরে যাত্রার ঘট স্থাপন, ওনার চলে যাওয়ার পর বর্ধমান এ বাড়িতে বাবাই বড়কাকা সাধ করতেন। তাই পুজোতে বাইরে ঘুরতে যাওয়া নৈব নৈব চ তবে সে দুঃখ পুষিয়ে দিতো বাড়ির মানুষ জন শীতের ছুটিতে ঘুরতে নিয়ে গিয়ে। নবদ্বীপ শহরের আনাচে কানাচে নানা কথা এখানে বিখ্যাত লাল দূর্গা বাড়ি মায়ের মুখের রং লাল। আমাদের পাড়াটা সাবেকি প্রতি বাড়িতে কোনো উৎসব হয় কাঁসারি বাড়িতে ওরফে বুম্বাকাকু সুজয়কাকুদের বাড়ি হয় দূর্গা পুজোর সেখানে দশমী তে দুপুরে মাম কাকীমা রা সিঁদুর খেলে পরে জমিয়ে ভুড়িভোজ হয় মাছ ভাত দিয়ে বুম্বা কাকুদের বাড়িতে পাড়ার সকলের। এতো গেল নবদ্বীপ প্রাণ জুড়ে বর্ধমান নতুন পল্লী দূর্গা বাড়ি,বয়স সবে মাত্র তিন সে পাড়ার সাথে জড়িয়ে ২২বছরের পুজোর সময়। পাশের বাড়ি পাপাই ওরফে সায়নী বন্ধু বললে ভুল হবে সে ছায়াসঙ্গী, সামনের বাড়ি শেফালী পিসি র মা প্রাণের সাথী দিদা, নারকেল নাড়ু থেকে দুপুরে লুডোর ও খেলনা বাটি খেলার সাথী। এছাড়া বিরাট বাহিনী র সাথে রোজ বিকেলে খেলার ফাঁকে দূর্গা বাড়ি মণ্ডপে মাকে খড় বাধা এক মেটে দো মেটে থেকে জীবন্ত হয়ে ওঠার সাক্ষী আড়ম্বর থেকে আন্তরিকতা মোরা সাবেকি পাড়া ও মানুষগুলো। শাড়ি মিউজিয়াম ওরফে তারক দাদাদের বাড়ির মাকে দেখে আসা খেলার ফাঁকে। আমাদের বাড়িতে পুজোর কেনাকাটা বলতে রথের পর বড়পিসি বড়পিসাই আসলে, দোকান থেকে মাম ছোটমার শাড়ি থেকে দুই পিসির তাদের শ্বাশুড়ি দের জন্য তত্ব সব বড়পিসি আর আমি দোকান থেকে নিয়ে আসতাম পছন্দ করে, বাড়ির বৌরা দোকানে যাওয়ার চলন নেই, কোন বিধি নিষেধ না থাকলে ও ঠাম্মা ও যান নি, মাম ছোটমা ও সেই জুতোতে পা গলিয়ে দোকানে যেতেন না। তবে মজার ব্যাপার পরের বছর পুজোর যে শাড়ি উঠবে সে শাড়ি তারা সব সময় আগের বছর পড়তে পারতেন তাই যাওয়ার প্রয়োজন পড়তো না শাড়ি পছন্দ করতে,মাম বাপের বাড়িতে ও একই চলন বড়মা ওরফে মামের ঠাকুরমা আর মাম নিজেদের দোকান থেকে দিদাদের শাড়ি পছন্দ করে নিয়ে আসতেন। বড়পিসি মাম ছোটমা কে একই রকমের আলাদা রং এর শাড়ি কিনে দিতো, আমার জন্য থাকতো সে সময় গঙ্গা যমুনা,বুটিক মহল পরে ম্যাডাম রাখী,আকাশ, বা ভাগবৎ কাকুর দোকান তারামা থেকে সব সময় এর সুতির জামা, সবচেয়ে দামী জামাটা দিতো পুজোতে বড়পিসি বড়পিসাই ,সে সময় ১০০০ টাকা ওপর, সাথে ম্যাচিং হেয়ার ব্যাণ্ড কাজল কিরণ থেকে। জুতো বরাবরই ধর্মতলায় শ্রী লেদারস বা বর্ধমান আর্য সু খাদিম ওরফে কাকু দের দোকান থেকে, কলকাতা গেলে শ্রীরাম নিউ মার্কেট বালিগঞ্জ নিউ মার্কেট দক্ষিণাপণ থেকে কাপড় কিনলে ড্রিমগাল ওরফে বাপি কাকু বানিয়ে দিতেন,মাপ নিতে গেলে বলতেন একটুকু মামণি কত বড় হয়ে গেল, কোন দিন ডিজাইন বলতে হয় নি, যেহেতু বাবাই টাইট ফিটিং পছন্দ করে না তাই ঢিলেঢালা বানিয়ে দিতেন। ষষ্ঠীর দিন সকালে বাবাই এর সাথে তেঁতুলতলা বাজারে বিশুকাকুর মাছের দোকানে ইলিশ আনতে, তার পর গনেশ মিষ্টান্ন ভান্ডারের থেকে রোজকার মত ঠাকুর এর মিষ্টি, সামনে পীরের সামনে কাকীমার কাছে ফুল।

অভিনয় জগতে দিকপাল উৎপল

দীপেন হাজরা, ই-স্টুডিও

একদিন ডালহৌসি পাড়ায় ইন্ডিয়া স্টিমশিপের হলঘরে আমাদের শুটিং চলছে। এমনিতে যথেষ্ট বড় জায়গা, কিন্তু তা জনা-পনেরো লোকের কনফারেন্স করার জন্য। সেখানে আমরা ঢুকে গেছি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন। সঙ্গে আছে ক্যামেরা, লাইট, ট্রলি লাইন ও আর সব লটবহর। নড়াচড়ার জায়গা নেই বললেই হয়। তার ওপর জায়গাটা আবার এয়ার কন্ডিশনড। জানালা-টানালার বালাই না থাকার ফলে এতগুলি লোকের শরীরের তাপ, একগাদা জোরালো লাইটের তাপ মিলে সে এক অসহনীয় অবস্থা। তার মধ্যেই শুটিংয়ের তোড়জোড় চলছে। শিল্পীদের মধ্যে উৎপলবাবুও আছেন। যেহেতু প্রথমদিকের কয়েকটা শট-এ ওঁর প্রয়োজন নেই, তাই ওঁর জন্যে একটা চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে একটু দূরে আর বলা হয়েছে ওখানে বসে উনি বিশ্রাম নিন, দরকার হলে আমরা ডেকে নেব। প্রচণ্ড অসুবিধের মধ্যে কাজ এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ অফিসের ইলেকট্রিশিয়ান এসে জানালেন যে, ঘরের এয়ার কন্ডিশনারগুলো অকেজো হয়ে গেছে, কী একটা লাইন ফল্টের জন্যে। শুনে তো আমাদের মাথায় হাত। একেই তো অতগুলি জ্বলন্ত লাইটের গরম, চামড়া পুড়ে যাওয়ার অবস্থা - তার ওপর আবার এই সুসংবাদ। নিজেদের আনা জেনারেটারের সাহায্যে লাইট গুলো কোনওরকমে জ্বালানো নেভানো যেতে পারে, কিন্তু এ.সি. মেশিনগুলি চালিয়ে যাবার সাধ্য তার নেই। ফলে শুটিং কোনও রকমে চলতে থাকল বটে কিন্তু ক্রমশ জায়গাটা একটা অগ্নিকুণ্ডের চেহারা নিতে থাকল। একজনের শ্বাস যেন আরেকজনের গায়ে এসে পড়তে লাগল, এতটাই অস্বস্তি। বেশ কয়েকটা শট নেবার পর আমার সহকারী ধ্রুবকে ডেকে বললাম, 'যাও, উৎপলবাবুকে গিয়ে হতে বলো যে এর পরের শট-এ ওঁকে রেডি চাই ।ধ্রুবকে বলার কারণ এই যে বেশ কিছুদিন ও উৎপলবাবুর নাটকের দলে শিল্পী হিসেবে কাজ করেছে। 'ছায়ানট' নাটকে এক মজাদার প্রেস ফটোগ্রাফারের ভূমিকায় ওর অভিনয় দর্শকদের প্রচুর হাততালি আদায় করে নিয়েছিল। আমার কথা শুনে ধ্রুব চলে গেল উৎপলবাবুর কাছে। কিন্তু মিনিট কয়েকের মধ্যেই ফিরে এসে শুকনো মুখে বলল-'একবার আপনি গিয়ে বললেই ভালো হয়।'

-কেন বলো তো?' জিগ্যেস করি।

;কী জানি। ঘুমে ঢুলছিলেন। আমি ডাকতেই চোখ খুলে তিরিক্ষি মেজাজে বলে উঠলেন, কাল সারা রাত আমার নাটকের রিহার্সাল করেছি। গিয়ে বল, যাচ্ছি একটু পরে।' এখন বুঝি, মতিভ্রম হয়েছিল আমার। কিন্তু শোনামাত্র ধ্রুবর দিকে চেয়ে কিন্তু উৎপলবাবুর কানে যাতে ঠিকমতো পৌঁছয় এমন চড়া স্বরে আমিও বলে উঠলাম, 'কার পারমিশন নিয়ে উনি রাত জেগে রিহার্সাল করেছেন, জিগ্যেস করো। ওঁর ক্লান্ত চোখ আমার শুটিংয়ের কোন কাজে লাগবে ? বলামাত্র সারা সেট নিস্তব্ধ। আমার অমন উঁচু গলায় কথা বলা ওদের কানে নিশ্চয়ই নতুন ঠেকলো। উৎপলবাবুও শোনামাত্র ওঁর ভাঁটার মতো দুচোখ দিয়ে আমাকে প্রায় ভস্ম করে দেওয়ার ভঙ্গিতে ফুঁসে উঠলেন। যেন সেই মুহূর্তে আমাকে দশবার খুন করে দেবেন উনি। আমারও মেজাজ তখন সপ্তমে। ওসব গ্রাহ্য না করে আরো চড়া গলায় বলে উঠলাম, ওঁকে বলো, ঘুমোনোর জন্যে কেউ ওঁকে ডাকেনি এখানে। ওঁকে উঠে দাঁড়িয়ে থাকতে বলো, যতক্ষণ না আমি বসবার পারমিশন দিচ্ছি।'মন নেই

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশনে বৃক্ষরোপণ ও স্বচ্ছতা অভিযানের মাধ্যমে ''স্বচ্ছতা হি সেবা'' উদ্‌যাপন

মালিগাঁও, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ চলমান ''স্বচ্ছতা হি সেবা'' পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার পাঁচটি ডিভিশনে বৃক্ষরোপণ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এই কার্যক্রমগুলি রেলওয়ে স্টেশন, কার্যালয়, রেলওয়ে হাসপাতাল, ওয়ার্কশপ এবং রেলওয়ে কলোনিগুলিতে আয়োজন করা হয়, যেখানে রেলওয়ে আধিকারিক এবং সাফাই মিত্ররা উৎসাহপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করেন। বৃক্ষরোপণ অভিযানের আয়োজন "এক পেড় মা কে নাম" থীমের অধীনে করা হয়, যা মাতৃত্ব এবং পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির প্রতীক। এই কার্যক্রমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সবুজ ভবিষ্যতের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিবদ্ধতাকে প্রতিফলিত করে, যার উদ্দেশ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্থায়ী ইতিবাচক প্রভাব ফেলে যাওয়া। প্রকৃতি এবং মানবতার প্রতি এই স্থায়ী অঙ্গীকার এই পদক্ষেপের চেতনার সাথে দৃঢ়ভাবে অনুরণিত হয়। বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রেলওয়ে কলোনি, স্টেশন এবং সার্বজনিক এলাকায় ব্যাপক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। সাফাই মিত্র এবং রেলওয়ে কর্মীরা একসাথে আশেপাশের এলাকা পরিষ্কারকরণ, বর্জ্য অপসারণ এবং স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা এবং আবর্জনামুক্ত পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচার করেন। এই অভিযানের লক্ষ্য কেবল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা উন্নত করা নয়, বরং বাসিন্দা এবং যাত্রীদের তাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করাও ছিল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জনস্বাস্থ্য এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তথা স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল সংস্থা হিসেবে তার ভূমিকা দৃঢ় করে চলছে।

স্বপ্ন উড়ান প্রকল্পে নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে কীট বিতরণ জেলা প্রশাসনের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশনের উদ্যোগে ও দিল্লির একটি স্বনামধন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় শুরু হল 'স্বপ্ন উড়ান' প্রকল্প- মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রায় বিনামূল্যে NEET প্রস্তুতির কোচিং। মঙ্গলবার জেলা শাসক আয়েষা রাণী এ (IAS) জেলাশাসকের দপ্তরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এদিন স্ক্রিনিং টেস্টে উত্তীর্ণ ৮৫ জন নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীকে এডুকেশনাল কিট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (শিক্ষা) প্রতীক সিং, সদর উত্তর মহকুমাশাসক তীর্থঙ্কর বিশ্বাস সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। জেলাশাসক জানান, জেলার বহু ছাত্রছাত্রী এই প্রকল্পে অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। তাদের মধ্যে স্ক্রিনিং টেস্টের মাধ্যমে ৮৫ জনকে বাছাই করা হয়েছে। নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের সপ্তাহান্তে বর্ধমান কৃষ্ণপুর হাই স্কুলে অফলাইন প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর জন্য নিয়োজিত রয়েছেন ৬ জন অভিজ্ঞ শিক্ষক। পাশাপাশি দিল্লির ৩ জন শিক্ষক অনলাইনে ক্লাস নেবেন, যাতে কোনও ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনায় অসুবিধা না হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জেলার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ডাক্তারি পড়ার স্বপ্ন পূরণ করার সুযোগ করে দেওয়া হবে বলে আশা জেলা প্রশাসনের।

অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু

দেবর্ষি মজুমদার, রামপুরহাট, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ এবার সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী খুনে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হল। মামলার তদন্তকারী অফিসার রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গোবিন্দ সিকদার রামপুরহাট মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত মুখ্য দায়রা বিচারকের এজলাসে নতুন ধারা যোগ করে গ্রহণের আবেদন জানান। প্রসঙ্গত, বীরভূমের রামপুরহাট থানার বারোমেশিয়া গ্রামের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীর পচাগলা দেহাংশ উদ্ধার হয় ১৬ সেপ্টেম্বর। ছাত্রীকে খুনের অভিযোগে তার স্কুলের ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষককে গ্রেফতার করে পুলিশ। এতদিন অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছিল। এবার পকসো মামলা যোগ করা হল। আইনজীবী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, নতুন করে যে ধারা তদন্তকারী অফিসার যোগ করেছেন তাতে মনে করা হচ্ছে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। এছাড়া কিছু সিসিটিভির ছবি উদ্ধার করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই সেগুলি সামনে নিয়ে আসা হবে। এদিকে, অভিযুক্ত শিক্ষকের ফাঁসির দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার মৌন মিছিল করে বিজেপি।

Buniadpur Municipality
P.O. Buniadpur, Dist.- Dakshin Dinajpur, Pin733121
e-TENDER
Tender are hereby invited from the eligible contactors/suppliers for the different works as specified in **NIT No. 1620/BPM/N-194/2025 dated 23/09/2025,** Closing date **18/10/2025, 11.00 AM** For details please contact the office of the Chairman, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.
SD/-
Chairperson
Buniadpur Municipality

OFFICE OF THE KALATALAHAT GRAM PANCHAYAT
KALATALAHAT : RAMNAGAR : SOUTH 24 PARGANAS
Notice Inviting e-Tender No. (1) 03/OWN/(2025-26), (2) 04/APAS/(2025-26)
E-Tender is invited by the Pradhan, Kalatalahat Gram Panchayat from resourceful, experienced contractors/agencies for vide Memo No. (i) 600/KHGP/25-26, Date: 22.09.2025 (ii) 601/KHGP/25-26 Date: 23.09.2025 for total 12 (Twelve) Nos. works. Bid submission (online) from **24/09/2025, 18.00 Hrs. up to 15/10/2025 14.00 Hrs.[23/09/2025 upto 14/10/2025 for NIeT-03/OWN/(2025-26)]**. Bid opening date (Online) **17/10/2025 at 11.00 Hrs.[16/10/2025 for NIeT-03/OWN/(2025-26)]**. For details. Please visit website **https://wbtenders.gov.in** or may visit office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Kalatalahat Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO:
NIeT-04/APAS/BDO/2025-26 & NIeT-05/APAS/BDO/2025-26
E-tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 11.00 AM of 11/10/2025 under APAS 2025-26.** For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.
Block Development officer
Joypur Development Block

Office of the Makalpur Gram Panchayat
Makalpur, Hooghly
NOTICE INVITING E-TENDER No. 7/MGP/2025-26
The Prodhan, Makalpur Gram Panchayat invites tender through e-tendering for total 4(Four) Nos. different works. Last date of submission of Bid: **10.10.2025 at 17.30 Hrs**. Date of Opening (Technical) **13.10.2025 at 12.00 Hrs.** for details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Makalpur Gram Panchayat

DAINHAT MUNICIPALITY
For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT 19D.M/ENGG/(APAS)/2025-26 Date 22/09/2025
E-NIT 20D.M/ENGG/(APAS)/2025-26 Date-23/09/2025
E-NIT 21D.M/ENGG/(APAS)/2025-26 Date-23/09/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no **7478003845**
Sd/- **Chairman**
Dainhat Municipality

NAITY GRAM PANCHAYAT
Chanditala Block-II, Dist.-Hooghly
Notice inviting E-Tender no: NIeT NO: 74/NGP/2025, dated: 23/09/2025 for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of application(Online): **FROM 23/09/2025**. Last date of submission of Technical Bid(Online): **07/10/2025**. Date of Opening of Technical Bid(Online): **09/10/2025**. Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Naity Gram Panchayat

জোয়ারে উত্তাল সমুদ্র! দিঘায় সতর্ক করে চলছে প্রচার, উপকূল এলাকার বাসিন্দাদের জরুরি পরামর্শ

অশোক দাস, দিঘা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ জোয়ারে উত্তাল সমুদ্র! দিঘায় সতর্ক করে চলছে প্রচার, উপকূল এলাকার বাসিন্দাদের জরুরি জিনিস গুছিয়ে রাখার পরামর্শ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপ ক্রমেই স্থলভাগের দিকে এগিয়ে আসছে। রাজ্যের উপকূল-সহ বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই নিয়ে সতর্ক করে মাইকে প্রচার চলল দিঘায়। মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্র থেকে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাসকারী লোকজনকেও জরুরি কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতে বলা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে। তবে অযথা আতঙ্কিত না- হয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ডিডিএমও মৃত্যুঞ্জয় হালদার। প্রয়োজনে জেলার কন্ট্রোলরুমে ফোন করার কথাও বলেছেন তিনি। সেই নম্বর হল ০৩২২৮-২৬২৭২৮। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় সুস্পষ্ট হবে সাগরের উপর থাকা নিম্নচাপ। তার জেরে ঝড়বৃষ্টি চলবে গোটা রাজ্যে। প্রতিনিয়ত জেলার কন্ট্রোল রুমে পৌঁছে যাচ্ছে আবহাওয়া দফতরের তথ্য। আবহাওয়ার গতিবিধির উপর জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা নজর রাখছেন বলে খবর। জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার রামনগর-১ ব্লক প্রশাসনের তরফে দিঘা-সহ সৈকত লাগোয়া এলাকাগুলিতে সতর্ক করে প্রচার চালানো হয়েছে। মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্র থেকে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। উপকূল এলাকার বাসিন্দাদের জরুরি কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে মোবাইল, ইমার্জেন্সি লাইট চার্জ দিয়ে রাখতে বলা হয়েছে। মঙ্গলবারও বহু পর্যটক দিঘার সমুদ্রে স্নান করতে নামেন। রামনগর ১ ব্লকের পদিমা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সুশান্ত কুমার পাত্র জানিয়েছেন, জেলা প্রশাসনের তরফে চরম সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে ভরা জোয়ারের সময় পর্যটকদের সমুদ্রে নামতে নিষেধ করা হয়েছে। পাশাপাশি পর্যটকদের নির্বিঘ্নে থাকার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুশান্ত পাত্র।

বাঘ বাঁচানোর অঙ্গীকার সুন্দরবনের ৪০০ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন মানেই বাঘ ও কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকা। এমন পরিবার খুঁজে পাওয়া ভার যে পরিবারের কোন না কোনো ব্যক্তি বাঘের আক্রমনে প্রাণ দেয়নি। তেমনই সব পরিবারের মহিলারা বাঘ বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা করলেন। বাসন্তীর শিবগঞ্জে আয়োজিত বাৎসরিক মিলন মেলায় এসে এরকম প্রায় চারশো মহিলা অঙ্গীকার করলেন সুন্দরবনকে রক্ষার। এদিন বিধবা মহিলাদের জীবিকার দাবিতে, মৎস্যজীবী-মৌলিদের সুরক্ষার দাবির পাশাপাশি সুন্দরবনের বাঘ, বাদাবন, সুন্দরবনের নদী বাঁধ রক্ষার দাবিতে একটি পথ মিছিল হয় বাসন্তীতে। মিলন মেলায় আগত বাঘের হামলায় প্রাণ হারানো বা জখমদের পরিবারদের হাতে দুর্গা পুজোর প্রাক্কালে নতুন জামা কাপড় ও রেশন সামগ্রী হাতে তুলে দেওয়া হয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফ থেকে। পাশাপাশি পুজোর আগে এই সমস্ত বাঘ আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটি পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে মধ্যাহ্নভোজ ও সুন্দরবনকে রক্ষার অঙ্গীকার করেন সকলে। যে বাঘ তাদের পরিবারকে শেষ করে দিয়েছে, সেই পরিবারের মহিলারা এগিয়ে আসলেন বাঘ বাঁচানোর জন্য, সুন্দরবন বাঁচানোর জন্য। পুনর্মিলন উৎসবে সেই শপথ নেন সবিতা, মেনকা, রত্না, গীতারা। সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ, কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হামলার মুখে পড়ে প্রাণ গেছে এঁদের পরিজনদের। স্বামী বা অন্য পরিজনের মৃত্যুর পরে অনেকেই সংসার বাঁচানোর জন্য সেই জঙ্গলের পথই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের নানা ভাবে বুঝিয়ে, বিকল্প পেশার হদিস দিয়ে, আর্থিক সাহায্য করে জঙ্গলের পথ থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছেন এই বেসরকারি সংস্থার সদস্যরা।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
বাবিন রায়
আমোক্তারনামা দাতাঃ **১) সমীরণ শর্মা ২) অভিনব মণ্ডল ৩) শুভব্রত চৌধুরী**
ঠিকানাঃ **১) ও ২) পাণ্ডাপাড়া কালীবাড়ি, ১৩৫ দেশবন্ধু নগর**
গ্রহীতাঃ
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **24013** নং বহি **24027** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-3379 Dt- 01.09.2025**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2025/0702/10393**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ২৪-পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
বাবিন রায়, স্বামী- বিষ্ণু রায়
(৭) নং. (৮) নং এর
L.R. দাগ পরিমান
খতিয়ান নং-4202-1754- 0.25 কাঠা= 0.004125Dec.
4204-1754- 0.25 কাঠা=0.004125Dec.
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **বাবিন রায়**
পিতা / স্বামীঃ স্বামী বিষ্ণু রায়
ঠিকানাঃ পাণ্ডাপাড়া, কালীবাড়ি, কোতয়ালী, জলপাইগুড়ি

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ আইটেমগুলির জন্য উল্লিখিত তারিখে ১৫:০০ টার আগে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং খোলা হবে ১৫:৩০ টায় : **ক্রম. নং. ১; টেন্ডার নং.: ই-কেজিপি-সাউথ-৪৮-২০২৫; কাজের বিবরণ:** এডিইএন(সাউথ)/ খড়্গপুরের অধীনে মিশন ৩০০০এমটি -এর আওতায় ২৫টি অ্যাক্সেল লোডেড ট্রেন চালানোর জন্য ১৮৭ডিএন, ২০৭ডিএন এবং ২০৮ডিএন ব্রিজের শক্তিশালীকরণ/পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ/ পুনর্গঠন; **টেন্ডার মূল্য : ₹ ২৪,৫৫,২৭,১৬৯.৩৪; বায়না মূল্য : ₹ ১৩,৭৭,৬০০.০০; ক্রম. নং. ২; টেন্ডার নং.: ই-কেজিপি-সাউথ-৪৯-২০২৫; কাজের বিবরণ:** এডিইএন/বালাসোরের অধীনে মিশন ৩০০০ এমটি -এর আওতায় ২৫টি অ্যাক্সেল লোডেড ট্রেন চালানোর জন্য সেতু নং ২৬০ইউপি, ২৬১ইউপি, ২৭৮ডিএন, ২৯২ডিএন, ৩১৫ডিএন, ৩৩২ডিএন, ৩৩৬ডিএন এবং ৩৩৮ডিএন -এর শক্তিশালীকরণ/পুনর্বাসন/ পুনঃনির্মাণ/পুনর্গঠন; **টেন্ডার মূল্য : ₹ ৪১,৪৪,৬৮,৬২২.৩৩; বায়না মূল্য : ₹ ২২,২২,৪০০.০০; ক্রম. নং. ৩; টেন্ডার নং.: ই-কেজিপি-সাউথ-৫০-২০২৫; কাজের বিবরণ:** এডিইএন/বালাসোরের অধীনে মিশন ৩০০০ এমটি -এর আওতায় ২৫টি এক্সেল লোডেড ট্রেন চালানোর জন্য ব্রিজ নং ২৫৯ ইউপি -এর শক্তিশালীকরণ/পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ/পুনর্গঠন; **টেন্ডার মূল্য : ₹ ৫৩,৪৫,৭১,৭৬৫.৭৯; বায়না মূল্য : ₹ ২৮,২২,৯০০.০০; টেন্ডার নথির খরচ :** ₹ ০.০০ (সকল টেন্ডারের জন্য); **খোলার তারিখ:** ০৯.১০.২০২৫ (সকল টেন্ডারের জন্য); **কাজ সমাপ্তির সময়কাল:** ২৪ মাস (সকল টেন্ডারের জন্য)। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ২৫.০৯.২০২৫ থেকে ক্রম নং ১ থেকে ৩ এর জন্য এবং ০৯.১০.২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত; আগ্রহী দরপত্রদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/ বর্ণনা/নির্দিষ্টকরণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতারা সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত "**www.ireps.gov.in**" ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। **(PR-657)**

রাতভর ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জেলা, জলে ডুবে মৃত্যু দুই ব্যক্তির

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাতভর ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রাজধানী কলকাতার বিভিন্ন অংশ। জমা জলে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয়েছে একাধিক ব্যক্তির। আর এরই মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার দুই প্রান্তে জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই ব্যক্তির। ইতিমধ্যে দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। জলে ডুবে মৃত্যুর প্রথম ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার সকালে মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর থানার মোহনগঞ্জ ঘোষঘাট এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন ভোর ৪ টা নাগাদ পাঁচজন মৎস্যজীবী একটি ছোট নৌকা করে পদ্মা নদীতে মাছ ধরতে যান। নৌকাটি যখন পদ্মা নদীর মাঝামাঝি ছিল সেই সময় কোনও কারণে হঠাৎ করেই সেটি ডুবে যেতে থাকে। মাছ ধরার ওই নৌকায় থাকা চারজন মৎস্যজীবী সাঁতার কেটে কোনওরকমে পাড়ে আসতে পারলেও রাধাগোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা বছর পঁয়ত্রিশের গণেশ মণ্ডল ভালো সাঁতার না জানায় পদ্মা নদী থেকে সাঁতার কেটে পাড়ে উঠে আসতে পারেনি। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, মাঝ নদীতে যখন নৌকা ডুবে যাওয়ার ঘটনাটি ঘটে সেই সময় আশেপাশে আরও কয়েকজন মাঝি ছোট ডিঙি নৌকো নিয়ে পদ্মা নদীতে মাছ ধরছিল। তারা সকলে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মাছ ধরার জাল নদীতে ফেলে গণেশ মণ্ডলের সন্ধান শুরু করে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রায় তিন ঘন্টা ধরে মাঝিরা পদ্মা নদীর বিভিন্ন অংশে জাল ফেলে তল্লাশি চালানোর পর গণেশ মণ্ডলের প্রাণহীন দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত ,সম্প্রতি রাণীনগর থানারই কারি্গলঘাট এলাকায় প্রায় ৩০ জন চাষীকে নিয়ে একটি নৌকা ডুবে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের তৎপরতায় সেদিন বেশিরভাগ চাষীকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও সুজন শেখ নামে বছর ত্রিশের এক চাষীর জলে ডুবে মৃত্যু হয়। অন্যদিকে অপর একটি ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে রঘুনাথগঞ্জ থানার সদরঘাট এলাকায় ভাগীরথী নদী থেকে রনিত মন্ডল নামে এক যুবকের প্রাণহীন দেহ উদ্ধার হল। মৃত ওই যুবকের বাড়ি সালার থানা এলাকায়। মৃত যুবক রঘুনাথগঞ্জের একটি দোকানে কাজ করতেন। সেই কারণে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটের কাছে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুর তিনটে নাগাদ রনিত তার এক বন্ধুর সঙ্গে ভাগীরথীর ঘাটে স্নান করতে যান। সেই সময় হঠাৎ করেই পা পিছলে ওই যুবক নদীর জলে তলিয়ে যায়। সোমবার থেকে স্থানীয় বাসিন্দা এবং 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের' সদস্য এবং ডুবুরিরা নিখোঁজ রনিতের সন্ধানে ভাগীরথী বক্ষে তল্লাশি শুরু করেন। কিন্তু গতকাল তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার সকাল থেকে আবারও একাধিকবার ভাগীরথী বক্ষে তল্লাশি শুরু হতে রনিতের প্রাণহীন দেহ ভেসে ওঠে।

KALATALAHAT GRAM PANCHAYAT
Diamond Harbour - II Panchayat Samity
P.O.: KALATALAHAT, DIST.: SOUTH 24 PARGANAS
Corrigendum Notice
Extension of closing and opening date of NieT No. 02/15thFC(UTD)(25-26) 1st Inst. This is to here by notify that due to server problem, extension of closing and opening date for the above mentioned NIeT has extended (Closing date **10.10.2025, 14.00 hrs** instead of **22.09.2025, 14.00 hrs** and Opening date **14.10.2025, 14.00 hrs** instead of **24.09.2025, 14.00 hrs** for NIeT No.: **02/15thFC(UTD) (25-26) 1st Inst., Sl-1 to 8.** All concerns may take note of the above
Sd/-Prodhan
Kalatalahat GP

বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রাজ্য সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম ৩০ যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার সকালেই হঠাৎ থমকে গেল বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রাজ্য সড়কের গতি। বনগ্রামের কাছে ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। মুখোমুখি সংঘর্ষে দু'টি বাস একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে চিৎকার-চেঁচামেচি, ভাঙা কাচের শব্দ, রক্তাক্ত দেহে ভরে যায় রাস্তা। আহত অন্তত ৩০ জন যাত্রী। তাঁদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় ৭ জনকে দ্রুত বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাকিদের স্থানীয় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুর্গাপুর থেকে বাঁকুড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রী নিয়ে একটি বাস রওনা দিয়েছিল। একই সময়ে বাঁকুড়া থেকে তারকেশ্বরগামী অন্য একটি বাসও চলছিল। সকাল বেলা বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তায় খানিকটা কাদা জমেছিল এবং রাস্তার মোড়ে পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল। বনগ্রামের কাছে একটি বাঁক নেওয়ার সময় হঠাৎই দুটি বাস মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষের পর ভয়াবহ জোরে একটি বাস রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়। অপর বাসটিও রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যায় ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, ' প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পাই। ছুটে এসে দেখি যাত্রীরা প্রাণ বাঁচাতে চিৎকার করছেন। অনেকেই রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছেন।'' স্থানীয় মানুষই প্রথম উদ্ধারকাজে হাত লাগান। বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রাজ্য সড়কে প্রায় আধঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরপর গাড়ি আটকে পড়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ। তাঁদের সহযোগিতায় শুরু হয় আহতদের উদ্ধারকাজ। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা মিলে আহতদের দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে তুলে হাসপাতালে পাঠান। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দুটি বাসই অতিরিক্ত গতিতে চলছিল। বিশেষ করে বাঁকের মুখে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি চালকরা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বৃষ্টির কারণে রাস্তার পিচ্ছিল অবস্থা। সব মিলিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। যদিও সঠিক কারণ জানতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি বাসকে থানায় নিয়ে গিয়ে যান্ত্রিক পরীক্ষা করা হবে বলেই জানিয়েছেন তদন্তকারী অফিসাররা। আহত যাত্রীদের পরিবার ইতিমধ্যেই হাসপাতালে ভিড় জমিয়েছেন। কেউ খুঁজছেন তাঁর প্রিয়জনকে, কেউ আবার কাঁদতে কাঁদতে চিকিৎসকদের কাছে ছুটছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, গুরুতর আহত ৭ জনের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মাথায় ও বুকে আঘাত লেগেছে তাঁদের। বাকিদের শরীরে আঘাত থাকলেও আপাতত প্রাণের ঝুঁকি নেই। স্থানীয়দের একাংশ অভিযোগ তুলেছেন, এই রাস্তায় প্রতিনিয়ত যানবাহন অতিরিক্ত গতিতে চলাচল করে। বারবার দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু তবুও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁদের দাবি, বনগ্রামের এই বাঁকের কাছে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা উচিত। তাতে অন্তত দুর্ঘটনার আশঙ্কা কিছুটা হলেও কমবে। পাশাপাশি সড়ক সংস্কারেরও দাবি উঠেছে। অন্যদিকে, দুর্ঘটনার কারণে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়।

BHAGABATIPUR GRAM PANCHAYAT
(Under chanditala-1 Dev Block)
E-TENDER NOTICE OF BHAGABATIPUR GRAM PANCHAYAT
E-tenders are invited online through **https://wbtenders.gov.in** by the prodhan Bhagabatipur Gram Panchayat, Bhagabtipur, Hooghly for Vide NIT NO: 008/APAS/BGP/2025-26, Dated: 23/09/2025 (FOR 3 NOS OF SCHEME). Vide NIT NO: 009/APAS/BGP/2025-26 Dated: 23/09/2025 (FOR 1 NOS OF SCHEME). Bid submission last date (online): 13/10/2025 11.00 AM. Technical bid opening date: 15/10/2025 at 11.00 AM. Details information is available at this office within working days.
Sd/- Pradhan
Bhagabatipur Gram Panchayat

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR-II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI, HOWRAH,711312
Tender Ref No-**WB/HOW/SHY-II/NIT-13/2025-26** Vide Memo No -734/Shy-II Dated-23.09.2025 On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in**. The last date of tender submission **-13.10.2025 at 10.00 AM**
SD/-
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR-II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI, HOWRAH,711312

NAITY GRAM PANCHAYAT
Chanditala Block-II, Dist.-Hooghly
Notice inviting E-Tender no: NIeT NO: 75/NGP/2025, dated: 23/09/2025 for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of application (Online): **FROM 23/09/2025**. Last date of submission of Technical Bid(Online): **07/10/2025**. Date of Opening of Technical Bid(Online): 09/10/2025. Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Naity Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/টেলি মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য খোলা ই-টেন্ডারের আহ্বান করেছেন: **কাজের নাম :** মেট্রো সিস্টেমের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্লু লাইনে টেলিকম গিয়ারগুলির পুনর্বাসন, পুনরুদ্ধার, বৃদ্ধি, পুনঃপ্রোগ্রামিং, নবীকরণ; **টেন্ডার মূল্য :** ৪৯,৯৫,০৭৬.৯০ টাকা; **বায়না মূল্য:** ৯৯,৯০০.০০ টাকা; **সমাপ্তির সময়কাল:** ১০ মাস; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ১৪.১০.২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়; এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত এই ধরনের কোনও ম্যানুয়াল অফার উপেক্ষা করা হবে। টেন্ডারটি **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। দরপত্রদাতা/বিডারদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে নিবন্ধিত হতে হবে। শুধুমাত্র নিবন্ধিত দরদাতা/বিডাররা ই-টেন্ডারিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময় সমস্ত প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র আপলোড করতে হবে। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্ক_ ৩১-২০২৫**
আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Ex. Engineer, (Electrical)/Br-IV/Z-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/83/IN/W27/IV/ZII/25-26
Name of the work : **Re-wiring of electrical installation at section office (Section-D) of Water Supply Deptt. at 5, Azad Hind Bag in Ward-27**. Estimate Amount : **Rs. 1,00,588.00**. Earnest Money: **Rs. 2,100.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of bid (online) : **14.10.2025** up to **2 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **23.09.2025 (2 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C.E. (M)/S&D, KMC** invites online percentage e-tender through e-tendering portal in two bid systems for the following work :
NIT No. : GRBU/JOKA/EL/25-26 (1st call)
Name of the work : **Contractual arrangement for attending any type of electrical fault along with routine up keeping of HT and LT electrical network at Joka DPS under GRBU**. Estimated Cost : **Rs. 1,98,647.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **153 Days**. Last date and time of submission of bid : **14.10.2025** at **6 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **24.09.2025 at 6 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in** For corrigendum etc. if any, the same website has to be seen.

The **Executive Engineer (W/S) S.S. Unit, KMC** invites e-tender online system for the following works :
1. NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-115/08/25-26/M11/124
Name of work : **Repairing of potable water main leakages and allied works opposite Diamond City South, 56 M. G. Road, 139 M.G. Road etc in Ward No.-115, Br-XIII**. Estimated Amount : **Rs. 2,27,485.18**. Earnest Money: **Rs. 4,600.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date of submission of bid : **16.10.2025 - 1 p.m.** Tender will be opened on : **18.10.2025 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.09.2025 - 10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**
2. NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-121/19/25-26/126 (1st call)
Name of the work : **Supply and laying 100 MM dia Di.I pipe line at (I) P.B. Road H/No 66/4 to 84/1 (II) P.C. Sen Colony H/No. P131 to P307 (III) Majlish Ara Road H/No 9W to 93/5 (IV) B.G. Lane H/No P33 to P32/A in Ward No.-121, Br-XIV**. Estimated Amount (Including GST, CESS): **Rs. 4,50,627.66**. Earnest Money: **Rs. 9,050.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date of submission of bid : **16.10.2025** (up to **2 p.m.**) Tender will be opened on : **18.10.2025** (at **2 p.m.**) The bid forms and other details are available on and from **25.09.2025 at 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/078/2025-2026/APAS/34/01
Name of work : **Renovation of passage with allied works at Fathepur Village Road near Premises No. G224, J9, G265, G266 in Ward No.-134, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,92,442.67**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/079/2025-2026/APAS/34/02
Name of work : **Renovation of surface drain with allied works at Mangratalab near Premises No. G264, G265/B, G265/D in Ward No.-134, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,84,374.78**. Earnest Money: **Rs. 9,700.00**. Period of Completion: **45 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/060/2025-2026/APAS/118/2
Name of work : **Construction of new drain with cover slab near U-14, Karabala Road in Ward No.-139, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,78,126.87**. Earnest Money: **Rs. 9,600.00**. Period of Completion: **45 Days**.
4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/061/2025-2026/APAS/124/1
Name of work : **Improvement of drainage system with allied work at Ratan Ghosh Lane near Premises No. V-138 in Ward No.-139, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,96,509.26**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/062/2025-2026/APAS/124/2
Name of work : **Improvement of drainage system with allied work near V-126/2, V-127 Ratan Ghosh Lane in Ward No.-139, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,75,342.88**. Earnest Money: **Rs. 7,600.00**. Period of Completion: **45 Days**.
6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/067/2025-2026/APAS/130/3
Name of work : **Renovation of C/C passage with allied work near H/No. V-180 to V-183, Mondal Para Lane in Ward No.-139, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,72,088.46**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **45 Days**.
7. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/068/2025-2026/APAS/130/1
Name of work : **Construction of new drain near Holding No. V-185/C, V-175, Mondal Para Lane in Ward No.-139, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,77,253.28**. Earnest Money: **Rs. 5,600.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid : **14.10.2025 - 11 a.m.** (for sl. no. 1 to 7). Date of opening of tender : **16.10.2025 - 11 a.m.** (for sl. no. 1 to 7). The bid forms and other details are available on and from **25.09.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 7). The website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 7).

The **Executive Engineer (Civil) / Borough-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/220/APAS20/25-26/R
Name of work : **Repairing of road surface at Mahendra Goswami Lane in Ward No.-26 under Borough IV**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 3,92,314.97**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/220/APAS21/25-26/R
Name of work : **Repairing of road surface at Ramtanu Bose 2nd Lane in Ward No.-26 under Borough IV**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 3,23,332.78**. Earnest Money: **Rs. 6,500.00**. Period of Completion: **20 Days**.
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/219/APAS18/25-26/R
Name of work : **Repairing of footpath at C.R. Avenue in Ward No.-26 under Borough IV**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,08,245.31**. Earnest Money: **Rs. 8,200.00**. Period of Completion: **25 Days**.
4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/220/APAS19/25-26/R
Name of work : **Repairing of footpath at Beadon Street in Ward No.-26 under Borough IV**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,40,738.85**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **25 Days**.
5. NIT No. : KMC/EE(C)/IV/APAS/28/B/5/25-26/R
Name of work : **Renovation of footpath and kerb and channel at 39, 52B R.D. Street in Ward No.-28**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,02,563.05**. Earnest Money: **Rs. 4,500.00**. Period of Completion: **21 Days**.
6. NIT No. : KMC/EE(C)/IV/039/E28/25-26/R
Name of work : **Repairing of collapse pit, catch pit, S.W. pipe at M. G. Road and other places in WD No.-039**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,49,735.72**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **21 Days**. Last date and time of submission of bid : **14.10.2025 - 11 a.m.** (for sl. no. 1 to 6). The tender will be opened on : **16.10.2025 - 11 a.m.** (for sl. no. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **23.09.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 6). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 6).
1139/25-26

মহাকাশ স্টেশনে অদ্ভুত পরিবেশ

পুজোর আগে সাজিয়ে তুলুন সাধের ব্যালকনি, বাড়ির চেহারাই বদলে দিন

পুজো শুরু। নিজের মেকওভার করান অনেকেই। বাড়ি বাদ গেলে চলবে কেন। কারণ, নিজের

গৃহকোণই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ির চারদিক সাজাতে গিয়ে ব্যালকনি যে বাদ না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। নইলে কিন্তু গোটা বাড়ির সাজই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পুজো বলে কথা, তাই যেমন তেমন করে তো সাজালে চলবে না। বরং জেনে নিন ফ্ল্যাটের ওই একচিলতে জায়গাকে সহজেই কীভাবে সাজিয়ে তুলবেন। ব্যালকনিকে দিতে পারেন বোহো লুক। সেক্ষেত্রে ব্যালকনি সাজাতে প্রয়োজন কয়েকটি গাছ, কুশন, একটি ছোট্ট টেবিল এবং সুন্দর চেয়ারের। ব্যালকনির একপাশের দেওয়ালে বই রাখতে পারেন। চেয়ারে বসে বই পড়তে পারেন। সেক্ষেত্রে রিডিং ল্যাম্প ব্যবহার করুন। ব্যালকনিতে বেশি আলো না থাকলেই ভালো। পরিবর্তে হালকা আলোর বন্দোবস্ত রাখুন। আধুনিক ল্যাম্পশেড নিতে পারেন। বর্তমানে বাঁশের সঙ্গে দড়ি লাগানো আলো ট্রেন্ডিং, তা-ও ব্যালকনি সজ্জায় বেছে নিতে পারেন। ব্যালকনিতে বসে কি আপনি প্রিয়জনের সঙ্গে চায়ের কাপে গল্প ভেজাতে চান? তবে ব্যালকনিতে চা খাওয়ার বন্দোবস্ত রাখতে পারেন। একটু ছোট্ট টি টেবিল আর চেয়ার থাকলেই চলবে। আবার ব্যালকনিতে চাইলে চেয়ার না-ও রাখতে পারেন। ব্যালকনির মেঝেতে ছোট্ট গদির বন্দোবস্ত করতে পারেন। তার উপর ছোট ছোট ২-৪টি কুশন দিয়ে রাখবেন। ব্যালকনি নানা রকমের গাছ, রঙিন পাথর দিয়ে সাজাতে পারেন। তবে নিয়মিত গাছের পরিচর্যা না করলে ব্যালকনির সাজটাই মাটি।

ব্যালকনি সাজানোর ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবেঃ ব্যালকনিতে রাখার জন্য ফোল্ডেবল আসবাবপত্র ভালো। তাতে প্রয়োজনে সরিয়ে পরিষ্কার করা যাবে। বৃষ্টি হলে সরিয়ে নেওয়া যাবে। বই রাখলে খেয়াল রাখবেন, তা যেন ওয়াটারপ্রুফ হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। নইলে ভিজে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বইপত্র। গাছ রাখার ক্ষেত্রে টেরাকোটা কিংবা ধাতব টব বেছে নিতে পারেন। তাতে রোদ, বৃষ্টিতে ক্ষতির সম্ভাবনা অনেকটাই কম। এই ব্যস্ততার মাঝে যদি বাড়িতে অতিথি আসে, সত্যি ভালো লাগে কি? বাড়িতে কেউ চলে আসলে তো আর তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। পরিবর্তে তাঁকে আপ্যায়ন করতেই হবে। আপ্যায়ন তো করবেন কিন্তু বাড়ির যা দশা, তাতে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়াই স্বাভাবিক। গালে হাত দিয়ে বসে ভাবলেই তো হবে না, তাই তড়িঘড়ি কম পরিশ্রমে আপনার সাধের বাড়িটিকে অতিথি আপ্যায়নের যোগ্য করে তুলুন। আপনার জন্য রইল টিপস। আপনি কি দু'কামরার ফ্ল্যাটের বাসিন্দা? তবে অতিথি আসলে নিশ্চয়ই তাঁকে ড্রয়িং রুমে বসতে দেবেন। তাই প্রথমেই সুন্দর করে সাজিয়ে নিন ড্রয়িং রুম।

হেঁশেলে রাখা চাল-ডালে পোকা হচ্ছে, কি করবেন?

মাসের শুরুতেই সময় বের করে মাসকাবারি জিনিস কিনে হেঁশেলে রেখে দিলে সময় বাঁচে। রান্না করার সময় অনেক অসুবিধা এড়ানো যায় হাতের কাছে সমস্ত জিনিস পাওয়া গেলে। কিন্তু সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হেঁশেলের ভাঁড়ারে রাখা চাল, ডাল, মশলা ইত্যাদিতে পোকা হয়ে যাওয়া বা ছত্রাক জন্মানোর মতো নানা সমস্যা দেখা যায়। কীভাবে এই সমস্যা এড়াবেন জেনে নিন।রান্নাঘরে রাখা বিভিন্ন জিনিস নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তা কৌটোয় রাখা ডালে হওয়ার সম্ভবনা থাকে বেশি। তাই ডাল ও চালের কৌটোয় পোকার উপদ্রব এড়াতে রাখতে পারেন কৌটোর মধ্যে দুটি শুকনো লঙ্কা। এর ঝাঁজে পোকা হওয়ার সম্ভবনা এ।ানো যাবে।শুধু লঙ্কার ঝাঁজেই নয় বরং তেঁতো দিয়েও পোকা তাড়াতে পারেন চাল ও ডালের কৌটোর। একটা নিমডালের ছোট অংশ চাল, ডাল বা মশলার কৌটোয় রাখলে পোকা হওয়ার সম্ভাবনা কমবে অনেকাংশে।রাখতে পারেন তেজপাতাও। ডালের কৌটৈতে তেজপাতা রাখলে দেখবেন পোকা এক্কেবারে ডাল ও চালের কৌটোর আশেপাশে আসবে না। বিশেষ করে বর্ষাকালে ডাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে এভাবে। এই উপায়ে তা এড়াতে পারবেন। আর এই সমস্যা যদি আপনার হেঁশেলে হয় তাহলে চোখ বুজে এই পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। গেরস্থালির বিভিন্ন জিনিস পরিষ্কার করতে চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখতে পারেন আপনার রান্নাঘরে থাকা একটুখানি নুন আর লেবুর উপর। নানা সমস্যার সমাধানে একটুখানি নুন আর লেবু দিয়েই হবে চটজলদি মুসকিল আসান। কীভাবে? জামাকাপড়ে কোনও জেদি দাগ লেগে রয়েছে যা অনেক চেষ্টার পরও উঠছে না সেক্ষেত্রে ওই দাগের অংশটুকুতে একটু নুন আর পাতিলেবুর রস মিশিয়ে রেখে দিন। বেশ কিছুক্ষণ রাখার পর তা ভালোভাবে ধুয়ে নিলে দেখবেন কড়া দাগের থেকে সহজেই রেহাই দিল নুন আর লেবু। সারা দিনের রান্নার পর সাধের রান্নঘরের ভল বদলে গিয়েছে? চারিদকে তেল আর ধুলোময়লা? রান্নাঘর পরিষ্কার করার অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে একটু লেবুর রস আর বেশ খানিকটা নুন মিশিয়ে নিয়ে রান্নাঘর পরিষ্কার করলে মিলবে চটজলদি সমাধান।

গত সোমবার মেট্রোতে ৮.৬৯ লক্ষেরও বেশি যাত্রী ভ্রমণ করেছেন

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপূজা যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, মেট্রো রেলওয়েতে যাত্রী সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ৮.৫ লক্ষ ছাড়িয়েছে। গতকাল অর্থাৎ ২২.০৯.২০২৫ তারিখে (প্রতিপাদ) ৮.৬৯ লক্ষেরও বেশি যাত্রী মেট্রোতে ভ্রমণ করেছেন যা আগের দিনের তুলনায় বেশি। এটি গত বছরের প্রতিপাদ দিবসের যাত্রী সংখ্যা ৭.৮৯ লক্ষেরও বেশি। আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী আরামদায়ক, নিরাপদ এবং সহজ যাতায়াতের জন্য মেট্রো ব্যবহার করতে পছন্দ করছেন এবং মেট্রো কর্তৃপক্ষ তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য সমানভাবে পরিষেবা প্রদান করছে যা যাত্রী সংখ্যায় প্রতিফলিত হচ্ছে। ৬.৩৪ লক্ষেরও বেশি যাত্রী ব্লু লাইনে ভ্রমণ করেছেন। গ্রিন লাইনে গতকাল ২.১৩ লক্ষেরও বেশি যাত্রী ভ্রমণ করেছেন। পার্পল এবং অরেঞ্জ লাইনে ৮৩০০ জনেরও বেশি যাত্রী এবং ৪৮০০ জন যাত্রী ভ্রমণ করেছেন। ২২.০৯.২০২৫ তারিখে ৭৬০০ জনেরও বেশি যাত্রী ইয়েলো লাইনে ভ্রমণ করেছেন। প্রতিটি করিডোরে যাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারাদিন বেশিরভাগ ট্রেন পরিষেবা ব্লু লাইনে সময়সূচী অনুসারে পরিচালিত হয়েছিল। ইয়েলো লাইন, গ্রিন লাইন, অরেঞ্জ লাইন এবং পার্পল লাইনে পরিষেবাগুলি প্রায় সুষ্ঠুভাবে এবং সারাদিন সময়সূচী অনুসারে পরিচালিত হয়েছিল। পূজার আগে ভিড়ের কারণে কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন এড়াতে, যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড এবং মোবাইল কিউআর টিকিটের মতো ডিজিটাল মোড ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যা অ্যাপের মাধ্যমে বা রিচার্জের সময় বুক করলে ৫ বোনাসছাড়ের সাথে আসে। সময় বাঁচাতে তাদের টিকিট বুক করতে বা স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে 'AAMAR KOLKATA METRO' অ্যাপটি ডাউনলোড করার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান সংখ্যক যাত্রী ডিজিটাল টিকিটিং পদ্ধতি বেছে নিচ্ছেন এবং ফলস্বরূপ ২৫.০৮.২৫ থেকে ২১.০৯.২৫ সময়কালে ২,৩৮,৫০০ জন যাত্রী এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। পর্যটকদর্শনার্থীরা যথাক্রমে ২৫০ টাকা এবং ৫৫০ টাকা খরচ করে ৩ এবং ৫ দিনের জন্য সীমাহীন ভ্রমণের সুবিধা পেতে ট্যুরিস্ট স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করতে পারেন। এই কার্ডগুলি এখন প্রতিটি মেট্রো স্টেশনের বুকিং কাউন্টারে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা AAMAR মেট্রোর জন্য গর্বিত এবং আমাদের যাত্রীদের জন্যও সমানভাবে গর্বিত। মেট্রো হল সাশ্রয়ী, আরামদায়ক এবং সহজ যাতায়াতের মাধ্যম, তাই আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী এটি ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। যাত্রীদের কর্তব্যরত কর্মীদের দ্বারা পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে। মেট্রো পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় তাদের অব্যাহত সহযোগিতার জন্য আমরা আমাদের যাত্রীদের ধন্যবাদ জানাই।

একদিন পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিজেই বলবে, আমি ভারত. প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং

সংবাদ সংস্থা, মরক্কো, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ একদিন পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর নিজেই বলবে, 'আমি ভারত'। স্পষ্ট ঘোষণা প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। সোমবার মরক্কোয় ভারতীয় প্রবাসীদের উদ্দেশে বক্তৃতায় তিনি দাবি করেন, কোনও আক্রমণ বা শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই একসময় পাক অধিকৃত কাশ্মীর স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে। রাজনাথ সিং বলেন, ''পিওকে আমাদের হবেই। ইতিমধ্যেই সেখানকার মানুষ স্বাধীনতার দাবি তুলতে শুরু করেছেন। স্লোগানও উঠছে। পাঁচ বছর আগেই কাশ্মীরে সেনা-সমাবেশে আমি বলেছিলাম, আক্রমণ করে দখল করার প্রয়োজন হবে না। একদিন পিওকে নিজেই বলবে, 'ম্যায় ভি ভারত হুঁ'। সেই দিন আসবেই।'' অপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই বিরোধী শিবিরের একাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে যে ৭ মে- চাইলেই পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করতে পারত ভারত। সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। ওই অভিযানে একাধিক পাক যুদ্ধবিমান ধ্বংস করার পর ভারতীয় বাহিনী বাড়তি সুবিধা পেয়েছিল বলেই দাবি। বিরোধীরা প্রশ্ন তোলে, এমন পরিস্থিতিতে কেন যুদ্ধবিরতি মানা হল? রাজনাথ সিং বর্তমানে দু'দিনের মরক্কো সফরে। সেখানে তিনি উদ্বোধন করবেন টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমসের নতুন কারখানা, যেখানে তৈরি হবে হুইলড আর্মার্ড প্ল্যাটফর্ম ৮x৮। আফ্রিকা মহাদেশে এটিই হবে প্রথম ভারতীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন কেন্দ্র। এটাই প্রথমবার কোনও ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী মরক্কো সফরে গিয়েছেন। এই সফরে মরক্কোর প্রতিরক্ষামন্ত্রী আবদেলতিফ লুদিই-র সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন রাজনাথ সিং। ভারত ও মরক্কোর মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নিয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কথাও রয়েছে। প্রতিরক্ষা প্রশিক্ষণ, শিল্পযোগ এবং নৌসেনা-সংযোগ আরও মজবুত করাই এই চুক্তির লক্ষ্য। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত কয়েক বছরে ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ নিয়মিতই কাসাব্লাঙ্কা বন্দরে নোঙর ফেলেছে। আবার, মরক্কো সফরে গিয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক দ্বন্দ্ব নিয়ে মুখ খোলেন রাজনাথ। বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন প্রশাসন ভারতীয় আমদানির উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক বসালেও ভারত কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

ছাত্রদের নিয়ে ৩ দিনের নকআউট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হলো রাজনগর বিশ্বম্ভর হাই স্কুলে। ৮টি দলের এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় স্কুলের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন রাজনগর স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কিশোর কুমার পাত্র, অভিজিৎ দাস, শিবশংকর মন্ডল, রবীন মাহাতো, মঞ্জিতা খাঁড়া, গোপাল পাত্র সহ প্রমুখ।

মাউ-সুরাত-মাউ ভায়া গোরখপুর সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেন

গোরখপুর, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ দশেরা, দীপাবলি এবং ছট উৎসবের সময় যাত্রীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে, রেল প্রশাসন ঘোষণা করেছে যে ০৫০১৭ / ০৫০১৮ মাউ-সুরাত-মাউ ভায়া গোরখপুর সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনিবার মাউ থেকে এবং ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি রবিবার সুরাট থেকে ছয়টি ট্রিপের জন্য চলবে।০৫০১৭ মাউ-সুরাত সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনিবার মাউ থেকে ০৫.৩০ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং বেলথারা রোড থেকে ০৬.১৭ মিনিটে, সালেমপুর থেকে ০৬.৪২ মিনিটে, ভাটনি থেকে ০৭.০৫ মিনিটে, দেওরিযা সদর থেকে ০৭.৩০ মিনিটে, গোরখপুর থেকে ০৯.৩০ মিনিটে, খলিলাবাদ থেকে ১০.১০ মিনিটে, বাস্তি থেকে ১০.৪০ মিনিটে, গোন্ডা থেকে ১২.০০ মিনিটে, বারাবাঁকি থেকে ১৩.২৭ মিনিটে, বাদশাহনগর থেকে ২.০২ মিনিটে, আইশবাগ থেকে ২.৪০ মিনিটে, কানপুর থেকে ৪.১০ মিনিটে, টুন্ডলা থেকে ১৯.১০ মিনিটে, ইদগাহ থেকে আগ্রা থেকে ২০.২০ মিনিটে, বায়ানা থেকে ২২.০৫ মিনিটে, গঙ্গাপুর থেকে ২৩.০০ মিনিটে ছেড়ে যাবে। দ্বিতীয় দিন ০১.২৫ মিনিটে কোটা থেকে ভবানী মান্ডি, ০২.১৫ মিনিটে শামগড়, ০২.৪০ মিনিটে নাগদা, ০৪.৩০ মিনিটে রতলম এবং ০৬.২৫ মিনিটে ভদোদরা ছেড়ে যাবে এবং ১২.১৫ মিনিটে সুরাটে পৌঁছাবে।ফিরতি যাত্রায়, ০৫০১৮ সুরাট - মাউ সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি রবিবার সুরাট থেকে বিকাল ৩.০৫ মিনিটে ছেড়ে ভদোদরায় পৌঁছাবে, রাতলামে বিকাল ৪.৪০ মিনিটে, নাগদায় বিকাল ২২.৪২ মিনিটে, শামগড়ে বিকাল ২৩.৪০ মিনিটে, ভবানী মান্ডিতে বিকাল ২৩.৫৫ মিনিটে, কোটায় বিকাল ১.২৫ মিনিটে, গঙ্গাপুর সিটিতে বিকাল ৩.৩০ মিনিটে, বাযানায় বিকাল ৪.৩০ মিনিটে, ঈদগাহ আগ্রায় বিকাল ৭.০৫ মিনিটে, টুন্ডলায় বিকাল ৮.১৫ মিনিটে, কানপুর সেন্ট্রালে বিকাল ১২.৪০ মিনিটে, আইশবাগে বিকাল ৪.১৫ মিনিটে, বাদশাহনগরে বিকাল ৪.৪৭ মিনিটে, বারাবাঁকিতে বিকাল ৩.২২ মিনিটে, গোন্ডায় বিকাল ৪.০০ মিনিটে, বাস্তিতে বিকাল ৪.২০ মিনিটে। ঘণ্টা, খলিলাবাদ ১৯.২০ ঘণ্টায়। এটি গোরখপুর থেকে ১৮.৪৭ ঘণ্টায়, গোরখপুর ১৯.৪০ ঘণ্টায়, দেওরিয়া সদর ২০.৩৫ ঘণ্টায়, ভাটনি ২১.০০ ঘণ্টায়, সালেমপুর ২১.২২ ঘণ্টায় এবং বেলথরা রোড ২১.৪৭ ঘণ্টায় ছাড়বে এবং ২২.৩০ ঘণ্টায় মাউ পৌঁছাবে।এই ট্রেনে মোট ২০টি কোচ বসানো হবে যার মধ্যে ০২টি কেএসএলআরডি, ০৬টি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস, ০৮টি স্লিপার ক্লাস, ০৩টি এসি থার্ড ক্লাস এবং ০১টি এসি সেকেন্ড ক্লাস কোচ থাকবে।

'সন্ত্রাসবাদীদের পুরস্কার দেওয়া হল'

২৩ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার প্যালেস্টাইনকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে ব্রিটেন, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া। এছাড়া ফ্রান্স, বেলজিয়াম-সহ একাধিক দেশ জানিয়ে দিয়েছে তারা প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে। এই ঘটনায় এবার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। জানালেন, 'এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীদের পুরস্কার দেওয়া হল। একইসঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'প্যালেস্টাইন কখনই রাষ্ট্র হবে না।' বন্ধু দেশগুলি প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর পালটা তোপ দাগেন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক পদক্ষেপ। ইজরায়েল রাষ্ট্রসংঘে এই পক্ষেপের বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিক্রিয়া দেবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এই বিষয়ে পরবর্তি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এরসঙ্গেই তিনি যোগ করেন, যারা প্যালেস্টাইনকে মান্যতা দিচ্ছে তারা আসলে সন্ত্রাসবাদীদের পুরস্কার দিচ্ছে। তবে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি প্যালেস্টাইন কখনই রাষ্ট্র হতে পারবে না।

ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষ কার্যত একতরফা। এখনও হামাসের কাছে কিছু ইজরায়েলি পণবন্দি থাকলেও

গাজার বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সেনার ধ্বংসযজ্ঞের কাছে তা নিতান্ত সামান্য ঘটনা। একটি পরিসংখ্যান বলা হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত গাজায় ইজরায়েলি হামলায় মৃত্যু হয়েছে ৬৪ হাজার মানুষের। এছাড়াও লক্ষ লক্ষ মানুষে গৃহহীন, দুর্ভিক্ষে মারা যাচ্ছেন অনেকে। এই অবস্থার মধ্যেও বিশ্বের একাধিক দেশ প্যালেস্টাইকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের ১৯৩টি দেশের মধ্যে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়েছে ভারত-সহ ১৪৫টি দেশ। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হল ব্রিটেন, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া।এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কেইর স্টারমার বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান ভয়াবহতার মুখে আমরা শান্তি এবং দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কাজ করছি। যার অর্থ একটি নিরাপদ এবং সুরক্ষিত ইজরায়েল এবং প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র। স্টারমার যোগ করেন, শান্তি এবং দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের আশা পুনরুজ্জীবিত করতে এই মহান দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি স্পষ্টভাবে বলছি, ব্রিটেন আনুষ্ঠানিকভাবে প্যালেস্টাইকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। একইভাবে প্যালেস্টাইনকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির কথা জানিয়েছে কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া।

নৈহাটিতে ১১৯ টি দুর্গাপুজো কমিটিকে ১ লক্ষ দশ হাজার টাকার চেক প্রদান

প্রশান্ত দাশগুপ্ত,নৈহাটি, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ নৈহাটি পৌরসভার সমরেশ বসু কক্ষে উপস্থিত নৈহাটির দুর্গাপুজো কমিটিগুলির মধ্যে ১১৯ টি অনুদান বাবদ এক লক্ষ দশ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হল। এই চেক প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসিপি নৈহাটি অভিষেক বালিয়া, নৈহাটি থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ দেবাঞ্জয় সেন, নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে, পৌরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়, সিআইসি তথা পৌরপারিষদ কানাইলাল আচার্য ও পার্থপ্রতিম দাশগুপ্ত সহ একাধিক কাউন্সিলারের পাশাপাশি নৈহাটি থানার পদস্থ পুলিশ আধিকারিকগন। উপস্থিত অতিথিবৃন্দরা নিজের হাতে পুজো কমিটি গুলোর কর্মকর্তাদের হাতে চেক তুলে দেন। এসিপি নৈহাটি অভিষেক বালিয়া পুজো কমিটিদের উদ্দেশ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা মানার জন্য মঙ্গল বার্তা দিলেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এসিপি নৈহাটি অভিষেক বালিয়া বলেন ট্রাফিক আইন সহ অন্যান্য সাধারণ নিয়ম মানার আহ্বান জানান সাধারণ মানুষজনকে ও পুজো কমিটি গুলিকে। এছাড়াও নৈহাটিবাসি ও পুজো কমিটিগুলির উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার্তা দেন নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে, পৌরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায, পৌরপারিষদ পার্থ প্রতিম দাশগুপ্ত ও কানাইলাল আচার্য মহাশয়।

ভিসা ফি বাড়িয়েছেন ট্রাম্প! মেধা টানতে বিশেষ পদক্ষেপ সুযোগসন্ধানী চিনের

ওয়াশিংটন, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ H-1B ভিসার দাম ১ লক্ষ ডলার (প্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা) করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এতদিন এই খরচ ছিল সাধ্যের মধ্যে। ভারতীয় মুদ্রায় ১৮ হাজার ৯৩৯ টাকা। স্বাভাবিক ভাবেই ট্রাম্পের এমন ঘোষণায় ভারতীয়রা পড়েছেন প্রবল সমস্যায়। আর এই পরিস্থিতির ফায়দা পুরোদস্তুর তুলতে প্রস্তুত চিন! আগামী ১ অক্টোবর থেকেই 'কে ভিসা' কার্যকর হতে চলেছে সেদেশে। বিশেষত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রের প্রতিভাবানদের আমেরিকা নয়, বেজিংয়েই স্বাগত জানাতে চাইছে জিনপিং সরকার। এহেন পদক্ষেপকে সুকৌশলী কূটনৈতিক পদক্ষেপ বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।পরিসংখ্যান বলছে, বছরে অনুমোদনপ্রাপ্ত ৮৫ হাজার এইচওয়ানবি ভিসার ৭০ শতাংশই ভারতীয়দের। বিদেশে গিয়ে যাঁরা নিজেদের কেরিয়ার গড়তে চান, তাঁদের সিংহভাগের লক্ষ্যই থাকে ওই ভিসার। কিন্তু ট্রাম্পের ভিসাবোমায় সেই স্বপ্নই যেন ধাক্কা খেয়েছে। আর তারই সুবিধা তুলতে চাইছে চিন। অতি সম্প্রতি রাশিয়ার থেকে তেল কিনে ভারতের মতোই চিনও মার্কিন রক্তচক্ষুর সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বেজিং ও নয়াদিল্লি কাছাকাছি এসেছে। এবার সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই ভারতীয় পড়ুয়াদের তাদের দেশে টানার কথা ভাবছে জিনপিং প্রশাসন। এদিকে ব্রিটেনও চিনের মতোই একই পথে হাঁটতে চাইছে বলেই খবর। এক সংবাদমাধ্যমের দাবি, সেদেশের সেরা পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বিদেশিদের ভিসার জন্য কোনও ফি না নেওয়ার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে।প্রসঙ্গত, ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি অনুসরণ করে আমেরিকা জানিয়েছে, মার্কিন স্নাতকদের অগ্রাধিকার দিতেই এই পরিকল্পনা। মার্কিন বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক বলেছেন, কাউকে প্রশিক্ষণ দিতেই যদি হয়, তাহলে আমাদের মহান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে সদ্য স্নাতকদের মধ্যে থেকেই বেছে নেওয়া হোক। আমেরিকানদের প্রশিক্ষণ দিন। বাইরে থেকে আমাদের চাকরি খেতে লোক আনা বন্ধ করা হোক। প্রযুক্তি ক্ষেত্রও আমাদের এই পরিবর্তনকে সমর্থন করেছে। এই নতুন ভিসা ফি নিয়ে তারা দারুণ খুশি। যদিও এখনও পর্যন্ত আমাজন, অ্যাপল, গুগল, মেটার মতো শীর্ষস্থানীয় মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাগুলির কেউই প্রকাশ্যে এই নিয়ে কোনও মন্তব্যই করেননি।

কর্টেভা এগ্রিসায়েন্স চালু করেছে জোরভেক এনটেক্টা- আঙ্গুর এবং আলুর সুরক্ষার জন্য

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ কর্টেভা এগ্রিসায়েন্স আজ জোরভেক এনটেক্টা চালু করার ঘোষণা করেছে, যা ভারতে আঙ্গুর এবং আলু উভয়ের চাষকে রূপান্তরিত করার জন্য একটি বিপ্লবী নতুন ফাঙ্গিসাইড । বিশ্বব্যাপী সফল জোরভেকএ প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে, এই উন্নত সমাধানটি কৃষকদের আঙ্গুরের ডাউনি মিলডিউ (প্লাজমোপারা ভিটিকোলা) এবং আলুর লেট ব্লাইট (ফাইটোপথোরা ইনফেস্টান) এর মতো ধ্বংসাত্মক রোগ থেকে সুরক্ষা প্রদান করে, যার ফলে স্বাস্থ্যকর ফসল ও উচ্চ ফলন হয় এবং উন্নত মানের উৎপাদন হয় । জোরভেক এনটেক্টাএ উন্নত কেমিস্ট্রি এবং শক্তিশালী কর্মক্ষমতার এক অনন্য সমন্বয় প্রদান করে। এর সক্রিয় উপাদানগুলি উমাইসিটিস উদ্ভিদের রোগের বিরুদ্ধে শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে। এই উদ্ভাবনী সমাধানটি কৃষকদের অতুলনীয় ধারাবাহিকতা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে, এমনকি প্রতিকূল জলবায়ু পরিস্থিতিতেও শক্তিশালী, দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষা প্রদান করে। এর শিল্প-নেতৃস্থানীয় বৃষ্টিপাতের গতিশীলতার অর্থ হল এটি প্রয়োগের মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে ধুয়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত, যা চাষীদের তাদের বিনিয়োগের প্রতি আস্থা দেয়।

ভোপালে দশম জাতীয় আয়ুর্বেদ দিবস

ভোপাল, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব মঙ্গলবার ভোপালের কুশভাউ ঠাকরে অডিটোরিয়ামে রাজ্যস্তরের দশম জাতীয় আয়ুর্বেদ দিবস উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে আয়ুষ ও পর্যটন বিভাগের মধ্যে আয়ুষ ওয়েলনেস ট্যুরিজম নিয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে। জনসংযোগ আধিকারিক রাজেশ দাহিমা জানিয়েছেন, আগামী দিনে রাজ্যের ৫৫টি জেলায় জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হবে। পাশাপাশি ক্যান্সার রোগীদের জন্য চালু রয়েছে 'কারুণ্য' কর্মসূচি। অনুষ্ঠানে মধ্য ভেষজ দর্পণ পত্রিকা প্রকাশিত হবে এবং বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজনও করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রিসভার একাধিক মন্ত্রী সহ বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিকরা।

ফরিদাবাদে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল এক কিশোর

ফরিদাবাদ, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ হরিয়ানার ফরিদাবাদে ঘটল এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। প্রাণ হারায় এক কিশোর। ঘটনাটি ঘটে রবিবার সন্ধ্যায়। নিহতের নাম মোহন (১৩) এবং আহতের নাম গোপাল । তারা সরুরপুর গ্রামের দুর্গা কলোনির বাসিন্দা।

Name Change

I Raja Chattopadhyay, S/O Sri Prakas Kumar Chatterjee, residing at 3rd Floor, Anish Apartment, 6A/4/1 B. T. Road, Kolkata- 700002 do hereby declare that I, Raja Chattopadhyay and Raja Chatterjee is the same and identical person as declared before 1st Class Judicial Magistrate, 4th Court, Hooghly (Sadar) vide Affidavit No. 2357 dated 18.05.2023.

Name Change

I, Ankit Choudhury (Old name) S/o-Jagdish Prasad Choudhary, Resident at, Vill & Po-Hasrishchandrapur, Ps-Hasrish chandrapur, Dist-Malda, 732125 West Bengal, I have changed my name Ankit Choudhary (New name) I shall be known as Ankit Choudhary vide affidavit before the Notary at Berehampore on 23/09/2025 Ankit Choudhary and Ankit Choudhury same and one identical person.

Name Change

I, Sanjit Sa (Old Name) S/O–Sakhichand Sha resident of Vill-Basudebpur, Po-Hili , Ps- Hili, Dist-South dinajpur , West Bengal, Pin- 733126 do hereby declared that I have changed my name from Sanjit Sa to Sanjit Sha and henceforth I shall be known as Sanjit Sha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 23/09/2025. My name Sanjit Sha & Sanjit Sa both are same and one identical person.

Name Change

I, Jagadish Choudhury (Old name) S/o-Matadin Choudhary, Resident at, Vill & Po-Hasrishchandrapur, Ps-Hasrishchandrapur, Dist-Malda, 732125 West Bengal, I have changed my name Jagdish Prasad Choudhary (New name) I shall be known as Jagdish Prasad Choudhary vide affidavit before the Notary at Berehampore on 23/09/2025 Jagadish Choudhury and Jagdish Prasad Choudhary same and one identical person.

Name Change

I, Sunita Sa (Old Name) W/O–Sanjit Sha resident of Vill-Basudebpur, Po-Hili , Ps- Hili, Dist-South dinajpur , West Bengal, Pin- 733126 do hereby declared that I have changed my name from Sunita Sa to Sunita Sha and henceforth I shall be known as Sunita Sha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 23/09/2025. My name Sunita Sha & Sunita Sa both are same and one identical person.

Name Change

I, Mina Choudhury (Old name) W/o-Jagdish Prasad Choudhary, Resident at, Vill & Po-Hasrishchandrapur, Ps-Hasrishchandrapur, Dist-Malda, 732125 West Bengal, I have changed my name Meena Choudhary (New name) I shall be known as Meena Choudhary vide affidavit before the Notary at Berehampore on 23/09/2025 Meena Choudhary and Mina Choudhury same and one identical person.

Name Change

I, Md Nazir Hossain Mandal (Old Name) S/O–Piru Mandal resident of Vill- Rajapur , Po-Kanainagar , Ps-Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-742121 do hereby declared that I have changed my name from Md Nazir Hossain Mandal to Nazir Hossain Mondal and henceforth I shall be known as Nazir Hossain Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 23/09/2025. My name Nazir Hossain Mondal & Md Nazir Hossain Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Alauddin Sk (Old Name) S/O–Sekh Abdur Rahim resident of Vill- Shiyalmara Haldarpara , Po-Radharghat , Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742187 do hereby declared that I have changed my name from Alauddin Sk to Alauddin Sekh and henceforth I shall be known as Alauddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 23/09/2025. My name Alauddin Sekh & Alauddin Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Bilkis Khatun Bibi (Old Name) W/O–Nifajul Mohammad Islam resident of Vill-Mokampara , Po-Sundipur , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Bilkis Khatun Bibi to Bilkis Bibi and henceforth I shall be known as Bilkis Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 23/09/2025. My name Bilkis Bibi & Bilkis Khatun Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Jahidul Mohammad Islam (Old Name) S/O–Lokman Sekh resident of Vill-Mokampara , Po-Sundipur , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Jahidul Mohammad Islam to Jahidul Islam and henceforth I shall be known as Jahidul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 23/09/2025. My name Jahidul Islam & Jahidul Mohammad Islam both are same and one identical person.

Name Change

I, Naphisa Khatun (Old Name) W/O–Jainuddin Mandal resident of Vill- Rajapur , Po-Kanainagar , Ps- Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-742121 do hereby declared that I have changed my name from Naphisa Khatun to Naphisa Khatun Mandal and henceforth I shall be known as Naphisa Khatun Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 23/09/2025. My name Naphisa Khatun Mandal & Naphisa Khatun both are same and one identical person.

Name Change

I Ishrat Banu (Old Name) wife of Alimuddin residing at Vill-60/1, Jolapara Majid Lane, Howrah Municipal Corporation, Howrah, Pin: 711101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ishrat Bano (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 23/09/2025. Ishrat Banu (Old Name) and Ishrat Bano (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Firdousi Begum (old name) wife of Sk Sayed Ali, residing at Vill: Shyamsundarchak, PO- Santoshpur, PS- Uluberia, Dist: Howrah, Pin: 711310, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sekh Firadausi Begam (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 18/09/2025. Firdousi Begum and Sekh Firadausi Begam both are same and one identical person.

Name Change

I, Manatosh Gharami (Old Name) S/o Madhusudan Gharami Residing at Pritinagar, P.o - Pritinagar, P.s - Ranaghat, District - Nadia, Pin - 741247, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Monotosh Gharami (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 23-09-2025. Manatosh Gharami (Old Name) and Monotosh Gharami (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Debprasad Basu (Old Name) S/o Panchanan Basu Residing at R.N Bhattacharya Road, Kodalia, Kadamtala, P.o - Kodalia, P.s - Sonarpur, District - South 24 Parganas, Pin - 700146, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Debaprasad Basu (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 23-09-2025. Debprasad Basu (Old Name) and Debaprasad Basu (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Shimul Chowdhury (Old Name) S/o Gopal Krishna Chowdhury Residing at Mayer Ashirbad, Boys School Road, Nabapally, Near Shanikalibari, P.o+P.s - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700126, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Shimul Baran Chowdhury (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 23-09-2025. Shimul Chowdhury (Old Name) and Shimul Baran Chowdhury (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kanu Adhikary S/o Late Kamal Adhikari Residing at Vill - Mondalpara, P.o - Matuadham, P.s - Gaighata, District - North 24 Parganas, Pin- 743245, West Bengal India that my deceased father who previously known as Kamal Adhikary (Old Name) shall henceforth be known as Kamal Adhikari (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 23/09/2025. I declare that my deceased father Kamal Adhikary (Old Name) and Kamal Adhikari (New Name) is same and one identical person.

Name Change

I, Ashura Khatun D/o Late Abdur Rashid Residing at Vill - Pukurati Subarnapur, P.o - Chakla, P.s - Deganga, District - North 24 Parganas, Pin- 743424, West Bengal India that my deceased father who previously known as Md Abdur Rashid (Old Name) shall henceforth be known as Abdur Rashid (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 23/09/2025. I declare that my deceased father Md Abdur Rashid (Old Name) and Abdur Rashid (New Name) is same and one identical person.

ঐতিহ্য ও সাবেকিয়ানায় মহিষাদল রাজবাড়ির ২৫০ বছরের প্রাচীন পুজো প্রতিপদ থেকে শুরু হয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহিষাদল, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ বাঙালির বড় উৎসব দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজোয় রাজবাড়ি বা বনেদি বাড়ির আমেজ থাকে ভিন্ন। নিয়মনিষ্ঠা, সাবেকিয়ানা ও ঐতিহ্যের পরম্পরা আজও বর্তমান বনেদি বাড়ির পুজোগুলিতে। কিছু নিয়ম কানুনের বদল ঘটলেও প্রাচীন ঐতিহ্য সযত্নে লালিত হয় বর্তমান প্রজন্মের হাত ধরে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বেশ কয়েকটি রাজবাড়ি বা বনেদি বাড়ির পুজো রয়েছে। প্রত্যেকের রয়েছে আলাদা আলাদা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। সেইরকমই একটি মহিষাদল রাজবাড়ির

দুর্গাপুজো। মহালয়ার পরের দিন প্রতিপদ থেকে শুরু হয় রাজবাড়ির প্রায় ২৫০ বছরের প্রাচীন দুর্গাপুজো। তৎকালীন রাণী জানকি দেবী এই পুজোর প্রবর্তন করেছিলেন। ইতিহাস বিজড়িত পুজোকে ঘিরে রয়েছে নানান রূপকথার গল্প। রাজবাড়ির কূলদেবতা যেহেতু মদন গোপাল জিউ। তাই বৈষ্ণব মতে হয় দুর্গাপুজো। আগে সন্ধিপুজোর সময় কামান দেগে এলাকার মানুষজনদের জানান দেওয়া হত, রাজবাড়ির সন্ধিপুজো শুরু হতে চলেছে। সরকার বাহাদুর কামান দাগা বন্ধ করে। সেই থেকে কামান দাগা বন্ধ। পুজোয় প্রথা রক্ষা করা হচ্ছে আতসবাজির আওয়াজে। পুজোর সময় বর্তমানেও নিয়ম মেনে মায়ের পায়ে রাখা হয় রাজপরিবারের সব তলোয়ার-অস্ত্রশস্ত্র। বার্তা একটাই, যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। রাজপরিবারের সদস্য সূর্য প্রসাদ গর্গ বলেন, দীর্ঘদিন যাঁরা প্রতিমা তৈরি করেন, তারা এই বছর প্রতিমা তৈরি করছেন। আটচালায় প্রতিমার টানা টানা চোখ। যা অন্যান্য প্রতিমার চেয়ে ভিন্ন। আগে সপ্তমীর দিন ৭ মন, অষ্টমীর দিন ৮ মন, নবমীতে ৯ মন চালের ভোগ চালের ভোগ তৈরি করা হত। তবে বর্তমানে প্রতিদিন তা হয় না। কিন্তু ভোগের খাওয়া-দাওয়ার রীতি মেনে চলে এই পরিবার। সন্ধিপুজোয় একসময় উত্তরাখণ্ড থেকে আসত ১০৮ টি নীলপদ্ম। এখন একটি নীলপদ্মের সঙ্গে সাদা পদ্ম দিয়ে নিয়ম রক্ষা করা হয়। জাঁকজমক কমলেও নিষ্ঠাভরে পুজো হয় এই রাজবাড়িতে। রাজবাড়ির মহিলা সদস্যারা আগে পর্দার আড়ালে থাকতেন। সিঁদুর খেলায় সকলের সাথে অংশ নিতে পারতেন না। এখন তা তুলে দেওয়া হয়েছে। সকলের সঙ্গেই সিঁদুর খেলায় মেতে উঠেন রাজবাড়ির সদস্যারা। এই দুর্গাপুজোর নিয়ম ছিল রাজ পরিবারের সদস্য সদস্যারা আগে পুষ্পাঞ্জলি দেবেন, তারপর এলাকার মানুষজনরা পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। এখন সেটাও তুলে দেওয়া হয়েছে। শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে বিজয়া দশমীর দিন হিজলি টাইটাল খালে বিসর্জন দেওয়া হত প্রতিমা। এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই। রাজবাড়ির দিঘিতে বিসর্জন দেওয়া হয় প্রতিমা। পুজোর জৌলুস হারিয়েছে, আগের মত এখন আর জাঁকজমক পূর্ণভাবে না হলেও ঐতিহ্য মেনে রাজবাড়ির পুজো হয়ে আসছে। পুজোর ক'টাদিন রাজ বাড়ির মা দুর্গার দর্শন করতে হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমে।

টোটো দুর্ঘটনায় মৃত ২, আহত ৪

সুদীপ্ত লাহিড়ী, মালদা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজোর মুখে আরও এক পথদুর্ঘটনা। পথের বলি ২। আহত ৪ জন। মঙ্গলবার মালদার কালিয়াচকে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে দ্রুতগতির গাড়ি এসে সজোরে ধাক্কা দেয় যাত্রীবোঝাই একটি টোটোতে। দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে দু'জনের। আহত হন চারজন। জানা যাচ্ছে, জালালপুর ডাঙ্গা এলাকায় পিছন থেকে একটি টোটোকে ধাক্কা মারে দ্রুতগতির চার চাকার গাড়ি। টোটোতে ছিলেন চালক-সহ মোট তিনজন যাত্রী। প্রচণ্ড গতির ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দু'জনের। মৃতরা সুজাপুরের ব্রহ্মোত্তর এবং বামনগ্রামের বাসিন্দা। দুর্ঘটনার জেরে গাড়িতে থাকা যাত্রীরাও আহত হন। খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছান কালিয়াচক থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ ও স্থানীয়রা। ঘাতক গাড়িটি তল্লাশি চালিয়ে মাদক উদ্ধার করেছে পুলিশ। মাদকাসক্ত অবস্থায় বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর ফলেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে দাবি স্থানীয়দের। অভিযোগ, জাতীয় সড়কে টোটো চলাচল নিষিদ্ধ করা হলেও চলছে প্রচুর টোটো। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বেপরোয়া গাড়ির চলাচলও।

পাঞ্জাবের জন্য রেলের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নঃ নতুন রেল লাইন এবং বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

২৩ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পাঞ্জাবের জন্য আরেকটি বড় রেলওয়ে মাইলফলক অর্জন করা হয়েছে। পাঞ্জাবের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রেল সংযোগ, রাজপুরা-মোহালি নতুন লাইন অনুমোদিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং প্রতিমন্ত্রী রবনীত সিং বিট্টু এদিন এই ঘোষণা করেছেন। এটি পাঞ্জাবের জনগণের ৫০ বছরেরও বেশি পুরনো দাবি পূরণ করবে। ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রেলপথটি ৪৪৩ কোটি টাকা ব্যয় করবে এবং সরাসরি মালওয়া অঞ্চলকে রাজ্যের রাজধানী চণ্ডীগড়ের সাথে সংযুক্ত করবে। **নতুন লাইনের মূল সুবিধা ঃ সরাসরি যোগাযোগ**- আগে, লুধিয়ানা থেকে চণ্ডীগড় পৌঁছানোর জন্য ট্রেনগুলিকে আম্বালা দিয়ে যেতে হত, অতিরিক্ত দূরত্ব এবং সময় যোগ হত। এখন রাজপুরা এবং মোহালির মধ্যে সরাসরি সংযোগ থাকবে, যা ভ্রমণের দূরত্ব প্রায় ৬৬ কিলোমিটার কমিয়ে দেবে। মালওয়া অঞ্চলের ১৩ টি জেলাই এখন চণ্ডীগড়ের সাথে সুসংযুক্ত হবে। এটি বিদ্যমান রাজপুরা-আম্বালা রুটে যান চলাচল সহজ করবে এবং আম্বালা-মোরিন্ডা সংযোগকে সংক্ষিপ্ত করবে। সমস্ত উপলব্ধ বিকল্পের মধ্যে, এই রুটটি বেছে নেওয়া হয়েছিল কারণ এতে সর্বনিম্ন কৃষি জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়, যা কৃষিকাজের উপর সর্বনিম্ন প্রভাব নিশ্চিত করবে। **অর্থনৈতিক প্রভাবঃ** এই প্রকল্পটি বস্ত্র, উপাদন এবং কৃষি সহ শিল্পগুলিকে উৎসাহিত করবে। এটি পাঞ্জাবের কৃষি কেন্দ্রস্থলকে প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং বন্দরগুলির সাথে সংযুক্ত করে একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক তৈরি করবে, যা সহজতর করবেঃ কৃষি পণ্যের দ্রুত পরিবহন। শিল্পের জন্য পরিবহন খরচ হ্রাস করা যেমন... রাজপুরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ধর্মীয় স্থান পরিদর্শনকারী তীর্থযাত্রীদের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পর্যটন সম্ভাবনা বৃদ্ধি। গুরুদ্বারা ফতেহগড় সাহেব, শেখ আহমদ আল-ফারুকী আল-সিরহিন্দির মাজার, হাভেলি টোডারমাল, সাংঘোল জাদুঘর ইত্যাদির সাথে সংযোগ স্থাপন। **নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পরিষেবাঃ একটি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস প্রস্তাব করা হয়েছে যা নিম্নলিখিতগুলিকে সংযুক্ত করবে- রুট**- ফিরোজপুর ক্যান্টনমেন্ট - ভাটিন্ডা - পাতিয়ালা - দিল্লি। **পরিষেবা**- সপ্তাহে ৬ দিন (বুধবার ছাড়া)। **ভ্রমণের সময়**- ৬ ঘন্টা ৪০ মিনিট ৪৮৬ কিলোমিটার ভ্রমণ। **ফ্রিকোয়েন্সি**- সীমান্ত জেলাকে জাতীয় রাজধানীর সাথে সংযুক্ত করে দৈনিক পরিষেবা। **পাঞ্জাবে রেকর্ড রেল বিনিয়োগ**- ২০০৯-১৪ সালে গড়ে- বার্ষিক ২২৫ কোটি টাকা। ২০২৫-২৬- বার্ষিক ৫,৪২১ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী সরকারের তুলনায় ২৪ গুণ বেশি- ২০১৪ সাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন- ৩৮২ কিলোমিটার। নতুন রেলপথ নির্মাণ- ১,৬৩৪ কিলোমিটার বিদ্যুতায়িত - পাঞ্জাব এখন ১০০ শতাংশ বিদ্যুতায়িত। ৪০৯টি রেল ফ্লাইওভার এবং আন্ডার-ব্রিজ নির্মিত। **বর্তমান প্রকল্পঃ** পাঞ্জাবে ২৫,০০০ কোটি টাকার রেল প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২১,৯২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭১৪ কিলোমিটার জুড়ে ৯টি নতুন রেলপথ প্রকল্প। ১,১২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০টি অমৃত স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে। ৮৮টি ROB/RUB (ফ্লাইওভার/ আন্ডারপাস) ১,২৩৮ কোটি টাকা।

ফিরোজপুর-পট্টি রেল লাইন সীমান্তবর্তী জেলা এবং গুজরাট বন্দরগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করবে। এই পরিষেবাটি পাঞ্জাবের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির (অমৃতসর, তারান তারান, ফিরোজপুর) সংযোগকারী একটি অর্থনৈতিক করিডোর তৈরি করবে। এগুলি প্রধান শহরগুলির সাথে এবং অবশেষে গুজরাট বন্দরগুলির সাথে সংযুক্ত হবে, যা সরবরাহ খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে। **উৎসবের মরসুম**- রেকর্ড ট্রেন পরিষেবা- আসন্ন ছট এবং দীপাবলি মরসুমের জন্য, ভারতীয় রেল রেকর্ড ব্যবস্থা ঘোষণা করেছে বিশেষ ট্রেন পরিষেবা- গত বছরঃ ৭,৭২৪টি বিশেষ ট্রেন। এই বছর লক্ষ্যঃ ১২,০০০টি বিশেষ ট্রেন। ইতিমধ্যেই অবহিত করা হয়েছেঃ ১০,০০০টিরও বেশি ট্রিপ। অসংরক্ষিত ট্রেন- দ্রুত মোতায়েনের জন্য ১৫০ টি ট্রেন প্রস্তুত। অতিরিক্তঃ শীঘ্রই আরও ৫০ টি ট্রেন অবহিত করা হবে। সর্বাধিক যাত্রী পরিবহন সাধারণত ১৫ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে ঘটে এবং রেলওয়ে ভিড় সামলাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। **পরিষেবার মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি**- কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এদিন ঘোষণা করেছেন যে রেলওয়ে কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে, সারা দেশের ৭০টি রেল বিভাগের মধ্যে ২৯টিতে ৯০ শতাংশ এরও বেশি সময়ানুবর্তিতা অর্জন করা হয়েছে। কিছু বিভাগ ৯৮ শতাংশ এরও বেশি সময়ানুবর্তিতা অর্জন করেছে। রেলওয়ে নেটওয়ার্ক জুড়ে উন্নত অবকাঠামো, পরিকল্পনা এবং মসৃণ কার্যক্রমের কারণে এটি সম্ভব হয়েছে।

পেনশনের টাকা না পেয়ে মাকে খুন, ছেলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

তরুণ রায়, জলপাইগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ পেনশনের টাকা চেয়েও পাননি মায়ের থেকে! এরপরেই নৃশংসভাবে খুন। ঘটনায় অভিযুক্ত ছেলেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল জলপাইগুড়ি আদালত। ঘটনার দু'বছরের মাথায় সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ খতিয়ে দেখে এমনই নির্দেশ দিল আদালত। গত ২০২৩ সালের মে মাসে শ্রমিক আবাসনে খুন হন অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিক শিদনি পান্না। ডুয়ার্সের গয়েরকাটা চা বাগানের বিঘা লাইনের বাসিন্দা তিনি। বৃদ্ধার দুই ছেলে। তবে ছোট ছেলের সঙ্গেই থাকতেন ওই বৃদ্ধা। অভিযোগ, ঘটনার দিন ছোট ছেলের অনুপস্থিতিতে বড় ছেলে বিজয় পান্না শিদনি পান্নাকে নৃশংসভাবে খুন করে বলে অভিযোগ। এরপরেই ছোট ছেলের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত বড় ছেলে বিজয় পান্নাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জলপাইগুড়ি আদালতের সহকারী সরকারি আইনজীবী শুভঙ্কর চন্দ বলেন, ১০ জনের সাক্ষ্য এবং একাধিক প্রমাণের ভিত্তিতে এদিন বিচারক অভিযুক্ত বিজয় পান্নাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দণ্ডিত করেছেন। একই সঙ্গে অভিযুক্তকে কুড়ি হাজার টাকা জরিমানাও করেছেন বিচারক।

হৃদয়ের মধ্যে বেজে উঠল সুমঙ্গলের শঙ্খধ্বনি

বিনয় সিংহ রায়, ২২ সেপ্টেম্বর ঃ মহালয়ার পূণ্য প্রভাতে বেতারে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের চন্ডী পাঠের সাথে সাথে বাঙালীরমনে আসে আনন্দের জোয়ার। আর সেই জোয়ারে উত্তাল হয়ে উঠে বাংলার জনজীবন। সূচনা হয় দুর্গাপুজা বাঙালীর শ্রেষ্ট উৎসব। এই ধূলার ধরণীতে মাঠে মাঠে কচি কচি ধান গাছ, কাশফুল, শিউলিফুল শরতের আগমনকে যেন স্বাগত জানাচ্ছে। বাংলার ঐতিহ্য কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারা আজ ও প্রভাবিত হচ্ছে বাংলার উপর দিয়ে। এই পবিত্র মাটিতে এই সময় গড়ে ওঠে কত অস্থায়ী মন্দির। আর সেই মন্দিরে মা দুর্গা অবস্থান করে চারদিন। মায়ের আগমনের উপলক্ষ্যে মন্ডপ আলোয় আলোকিত হয়। হৃদয়ের মধ্যে বেজে ওঠে সুমঙ্গলের শঙ্খধ্বনি। ঢাক ঢোল বাজনা বাদ্যি সানাইয়ের সুর এনে দেয় আমাদের ভক্তিধর্মের ধারা। প্রাক্ পুজার কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ে যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গত মানুষের কথা। এই পুজোর সময় আমরা যখন ব্যস্ত আনন্দে তখন তাদের কথা একটু ভাবতেই হবে, যদি সম্ভব হয় পুজার চাকচিক্যের টাকা কিছু বাঁচিয়ে কিছু তাদের জন্য পাঠানো যায় তাহলে মা তাতে খুশিই হবে। উপদেশ নয় নির্দেশ নয় এ শুধু আমার বিনীত অনুরোধ। এ জন্য তা অনুভব করে সহানুভূতিশীল মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। দেখতে হবে পুজার সময় আমাদের আনন্দ অপরের নিরানন্দ না হয় যেন, আর মায়ের কাছে প্রার্থনা করি মাগো সুমতি দাও যাতে তোমার অবুজ সন্তান সন্ততিরা সমস্ত অভাব অভিযোগ দূরে রেখে অন্তত এই কটাদিন দ্বন্দ্ব ভুলে শান্তি- শৃঙ্খলায় দিনযাপন করতে পারে। স্বার্থপরতা, হিংসা, রেষারেষি,আত্মকেন্দ্রিকতা, অহংবোধ অর্থের নেশাকে একটু দূরে রেখে ভাবতে হবে আমরা সকলেই মায়ের সন্তান। শান্তি সংহতি হয় যেন আমাদের মূলমন্ত্র। ভাবতে হবে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন টাকা মাটি, মাটি টাকা। মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার প্রয়াসে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলতেই হবে। যে সাহিত্য সংস্কৃতি মূল্যবোধ গড়ে উঠবে তাকে স্বাগত জানাতে হবে, রাজ্যের উন্নতির সাধনে যেন বাধা প্রাপ্ত না হয়, মানুষ গড়ার শপথ গ্রহন করতে হবে ও গর্ব করে বলতে হবে এই বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজী, রামকৃষ্ণ, সারদাময়ী, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর আরও কত জানা -অজানা প্রাতঃস্মরণীয় মনিষীরা জন্মগ্রহন করে ধন্য করেছিলেন। একথা উপলব্ধি ও অনুভব করার আজ প্রয়োজন। আগামী প্রজন্মকে চেতনা বিকাশের জন্য সহায়তা করতে হবে, মূল্যবোধ, প্রেম- ভালোবাসা সংহতি আনতে হবে, কাজের মধ্যে স্বচ্ছতা এবং আদর্শ যেন হয় চলারপথে মূলধন। তবেই তো মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি সার্থক রুপ নেবে।

আন্তর্জাতিক যোগায় সোনা জয় করলো পিয়ালী

মলয় সুর, পূর্ব বর্ধমান, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ অভাব জয় করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের নাম উজ্জ্বল করল মাত্র আট বছরের ছোট্ট মেয়ে পিয়ালী দাস। পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর প্রত্যন্ত গ্রামের এই মেয়েটি মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়া যোগ প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জিতে গোটা দেশকে গর্বিত করেছে। জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক সাফল্যের পথে পিয়ালী দাস প্রথম বড় সাফল্য অর্জন করে গত ৭ জুলাই দার্জিলিংয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় যোগ প্রতিযোগিতায়। সেখানে সাব-জুনিয়র (বয়স ৮,৯) বিভাগে সে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক জেতে। এই সাফল্যই তাকে আন্তর্জাতিক আসরে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। সদ্য অনুষ্ঠিত মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে এশিয়া যোগ প্রতিযোগিতা। ভিয়েত্নাম, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর সহ ৯ টি দেশের প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে প্রথম স্থান অর্জন করে সোনার পদক ছিনিয়ে নেয় পূর্বস্থলীর পিয়ালী দাস। অভাবের সংসারে, তবু অদম্য জেদ পিয়ালীকে সাফল্য এনে দিয়েছে। তার পরিবার অত্যন্ত সাধারণ। বাবা সুমন্ত দাস ও মা দুজনেই শ্রমজীবী মানুষ। সংসারের অভাব-অনটনের মধ্যে মেয়ের যোগ চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছিল একেবারেই কঠিন। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার খরচ জোগাড় করাও ছিল প্রায় অসম্ভব। কিন্তু প্রতিভাকে আটকে রাখা যায় না। তবে বিভিন্ন স্তরের মানুষ এগিয়ে আসেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। সকলের সহযোগিতায় অবশেষে বাবার সঙ্গে মালয়েশিয়া পৌঁছাতে সক্ষম হয় পিয়ালী। আর সেখানেই গিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে। মালয়েশিয়া থেকে স্বর্ণপদক জিতে দেশে ফেরার পর পূর্বস্থলী স্টেশনে নেমেই ভালোবাসা ও আবেগে ভাসল পিয়ালী। ফুলের মালা, ঢাকঢোলের শব্দ আর উল্লাসে তাকে বরণ করে নেন এলাকার মানুষজন। যেন এক উৎসবের আবহ তৈরি হয় গোটা এলাকাজুড়ে। উল্লেখ্য এশিয়া যোগাসন চ্যাম্পিয়ন স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত পিয়ালী দাস দুর্গোৎসবের পঞ্চমীর দিন পূর্ব বর্ধমান দক্ষিণ শ্রীরামপুর নিউ ইস্টবেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে পুজোর উদ্বোধন করবেন।

তিনশো বছর ধরে পুজো চলে আসছে কোদালিয়ায় নেতাজীর বাড়িতে

নেতাজির স্মৃতি বুকে নিয়ে আজও সমান মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয় কোদালিয়ার বসু পরিবারের দুর্গাপুজো।

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ কোদালিয়ার বসু বাড়ির ৩০০ বছরের সাবেক পুজোয় উদ্ভাসিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতি। সোনারপুরের কোদালিয়ায় নেতাজির স্মৃতি জড়িয়ে আছে বসু পরিবারের প্রায় তিনশো বছরের এই দুর্গাপুজোর সঙ্গে। সোনারপুরের কোদালিয়ার দুর্গাপুজো শুধু একটি পারিবারিক উৎসব নয়, এটি ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল। প্রায় তিনশো বছরের কাছাকাছি পুরনো এই পুজোর সূচনা হয়েছিল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বাবা জানকীনাথ বসুর হাত ধরে। কটক থেকে কোদালিয়ায় এসে বসবাস শুরু করলে তিনি এই পুজোর প্রথা চালু করেন। আজও সেই একই নিয়মে বসু পরিবারের সদস্যরা এই পুজো করে আসছেন। নেতাজির মা ভগবতী দেবীর উদ্যোগেই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে একদিকে দুর্গাদালান, অন্যদিকে প্রভাবতী দেবীর প্রতিষ্ঠা করা বিষ্ণু মন্দির রয়েছে, যেখানে নারায়ণ শিলা প্রতিদিন পূজিত হয়। দুর্গাপুজোর পাশাপাশি ঘটা করে লক্ষ্মী পুজোও আয়োজন করা হয়। মহালয়ার পরের দিন থেকেই ঘট বসানোর মাধ্যমে শুরু হয় পূজার আচার। প্রথা মেনে নবমীর দিন আজও কুমড়ো বলির আয়োজন হয়। ইতিহাস বলছে, দেশে থাকলে এবং জেলে না থাকলে নেতাজি স্বয়ং এই পুজোতে হাজির থাকতেন। মায়ের সঙ্গে ঠাকুর দালানে বসে তিনি পুজোর অংশ নিতেন। শুধু তাই নয়, এই বাড়িতে এলে স্থানীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। ফলে কোদালিয়ার এই ঠাকুরদালান হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অনন্য সাক্ষী। আগে মন্দিরেই প্রতিমা তৈরি হত। বর্তমানে প্রতিমা তৈরি হচ্ছে হরিনাভির শিল্পী শুভেন্দু চক্রবর্তীর হাতে, যাঁদের পরিবার বংশপরম্পরায় এই প্রতিমা গড়ে আসছেন। ঐতিহ্য, ভক্তি আর

KHIRPAI MUNICIPALITY
KHIRPAI : PASCHIM MEDINIPUR

Tender for- -"Operation and maintenance work of existing water supply system within 10 wards of Khirpai Municipality" eNIQ No:- **WBMAD/ULB/WATER/CM/NIQ-25-26-2**
Last date of Submitting Bid:- **16-10-2025 up to 05:00 PM** "For details visit at **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Khirpai Municipality

Short Notice Inviting Tender

SNIT invited by the Executive Engineer, Mayurakshi E & M Division, I&WD, Siuri, **SNIT No-WBIW/EE/MEMD/SNIT-10/2025-26**, for "SITC of VC system on emergent basis at Amrapali Bhawan. Mangalbari, Malda,. Last date of application **03/10/2025 up to 14:00 Hrs**.& Dropping **07/10/2025 up to 15:00 Hrs.** Detailed SNIT may be seen at **www.wbiwd.gov.in.**

Sd/-
Executive Engineer
Mayurakshi E & M Division.
Birbhum-731101,
Ph:03462-255057

Office ofthe Pradhan
KHALGRAM GRAM PANCHAYAT
Beldangra * Bhalukbasa * Bankura
Notice Inviting E-Tender
Khalgram GP, Taldangra, Bankura

NieT 03 Memo 520/Khal/2025
Pradhan, Khalagram GP, Taldangra invites e Tender, of different schemes which are available In **www.wb.etenders.gov.in** web site and Last date of submission 10/10/2025 (1.00 PM)

Sd/- Pradhan,
Khalagram Gram Panchayat

e-TENDER NOTICE

e-NIT no. WB/TMB/BDO/1816/NIT-117/25-26 Dt. 18.09.2025 for Sl. no. 1 to Sl. no. 81 Total 81(Eighty One) Nos. different works. **BDO,T.M. Development Block. Thakurpukur Maheshtala Block, 39, Biren Roy Road (East), South 24 Parganas** invites E-Tender for the work for the same as details below:
Name of Work - Publishing of matters against WB/TMB/BDO/1816/NIT-117/25-26 Dt. 18.09.2025 for Sl. no. 1 to 81 different Schemes. Thakurpukur Maheshtala Development Block.
Bid Submission date Started on **22.09.2025 at 11 A.M.** (As per server clock) and Bid Submission End date **11.10.2025 at 11 A.M.** (As per server clock). Technical Bid Opening date **13.10.2025 at 11 A.M.** (As per server clock) details on NIT & Tender Documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Thakurpukur Maheshtala Development Block,
South 24 Parganas

Office of the SUBHARARA GRAM PANCHAYAT
Subharara, Amta, Howrah

E-NIT No. (1)HWH/PANCHLA/SUBHARARA/APAS/25-26/220(1-7)
(2) HWH/PANCHLA/SUBHARARA/APAS/25-26/222(1-7)
For and on behalf of the Subharara Gram Panchayat invites tender through e-tendering for total 7(Seven) Nos. different works. Last date of submission of Bid **11.10.2025 up to 5.00 pm**. Bid Opening date for Technical: **14.10.2025 from 10.30 AM** and Financial: **14.10.2025 from 10.35 AM.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Subharara Gram Panchayat

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে নলহাটেশ্বরী মন্দিরে সাজো সাজো রব, হয় বিশেষ পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ বীরভূমের মধ্যে অবস্থিত অন্যতম সতীপীঠ নলহাটির নলহাটেশ্বরী মন্দির। সারা বছর তিনি দেবী কালী রূপে পুজিত হন। তবে দুর্গাপুজোর সময় তিনিই দেবী উমা। বহু প্রাচীন কাল থেকে এমনই রীতি চলে আসছে সতীর ৫১ পীঠের অন্যতম নলহাটেশ্বরী মন্দিরে। এখানকার পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মায়ের আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক কাহিনি। রীতি মেনে এখানকার পুজো হয়। এই পুজোর সঙ্গে এলাকার বাসিন্দাদের আবেগ ও উচ্ছাস জড়িয়ে রয়েছে। নলহাটেশ্বরী মন্দির কমিটির সভাপতি সুনীল মস্করা বলেন, মোট ৫১ টি সতীপীঠ হওয়ায় এবছর অষ্টমীর দিন নলহাটেশ্বরী মাকে ৫১ রকম ভোগ নিবেদন করা হবে। মা এখানে সৌভাগ্যের দেবী, অত্যন্ত জাগ্রত। ভক্তদের বিশ্বাস এখানে কোনও মনস্কামনা করলে সেই মনস্কামনা পূর্ণ করেন মা। তাই এইসময় দেশ-বিদেশের অনেকে তাঁদের প্রার্থনা জানিয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে চিঠি লেখেন। যা মাকে পড়ে শোনানো হয়। পরে সেই ভক্তদের প্রসাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বীরভূমের মধ্যে অবস্থিত অন্য যে সমস্ত পাঁচটি সতীপীঠ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলও এই নলহাটেশ্বরী মন্দির। ব্রহ্মাণী নদীর তীরে নলরাজাদের গড় হিসেবে

পরিচিত ঐতিহ্যবাহী পাহাড়ের কোলে মায়ের প্রাচীন মন্দির। আর এই মন্দিরের পিছনে রয়েছে আনার সাহেবের মাজার। জায়গাটি রামায়ণের কাহিনির সঙ্গেও যুক্ত বলে বিশ্বাস ভক্তদের। লালমাটির শহর এই বীরভূম। এই বীরভূমে রয়েছে একাধিক রাজবাড়ি থেকে জমিদার বাড়ি। অন্যদিকে ৫১ টি সতীপীঠের মধ্যে অন্যতম পাঁচটি সতীপীঠ। যেগুলি হল দেবী কঙ্কালেশ্বরী দেবী, নলাটেশ্বরী, দেবী নান্দিকেশ্বরী, দেবী ফুল্লরা, দেবী মহিষমর্দিনী। এছাড়াও রয়েছে সাধক বামাক্ষ্যাপার অন্যতম সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ মন্দির। প্রত্যেকদিন দেশ-বিদেশে বহু পর্যটক তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিতে আসেন এবং তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর তাঁরা ছুটে যান নলহাটির নলহাটেশ্বরী মন্দির। মন্দিরের এক সেবাইত আশিস চট্টোপাধ্যায় বলেন, ভোরে মায়ের কণ্ঠ স্নানের পর পুজো শুরু হয়। পুজোর চারদিন মাকে ডাকের সাজ, সোনার মুকুট সহ নানা অলঙ্কারে সজ্জিত করা হয়। দশমীর দিন রাত মন্দির চত্বরে তিল ধারণের জায়গা থাকে না। ধোপা ও কামারপাড়ার দেবী শোভাযাত্রা সহকারে ভক্তদের কাঁধে চেপে মা পার্বতীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ওই দুই দেবীমূর্তিকে এখানে নাচানো হয়। এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি হয়।

জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে গুলিবিদ্ধ হয়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার রাতে জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা টাইগার রিজার্ভ এলাকায় এক যুবককে একাধিক গুলি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম সুভাষ কুজুর (৪০), তিনি কালচিনি ব্লকের ডিমা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সুভাষ কুজুর দিল্লিতে কাজ করতেন এবং কয়েকদিন আগে বাড়ি ফিরেছিলেন। সোমবার সন্ধ্যায় বক্সা টাইগার রিজার্ভ বনের মধ্য দিয়ে স্কুটারে করে বাড়ি ফেরার সময় নিমাতি এলাকায় দুস্কৃতীরা তাকে থামায়। অভিযোগ, তার মাথায় গুলি করা হয়েছে। লাগাতার কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয়। তিনি ঘটনাস্থলেই পড়ে যান এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। স্থানীয়রা তাকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান, কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। মৃতের স্ত্রী আরতি কুজুর অভিযোগ করেছেন, ২০০৮ সাল থেকে আমাদের অংশীদারদের সাথে জমি সংক্রান্ত বিবাদ চলে আসছে। মামলাটি আদালতে বিচারাধীন। ওই লোকেরা আমার স্বামীকে এভাবে গুলি করে হত্যা করেছে। আমি ন্যায়বিচার চাই। আমার স্বামী মাত্র দুই দিন আগে দিল্লি থেকে ফিরে এসেছিলেন। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই. রঘুবংশী বলেন, নিমাতি এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা অসম্ভব। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে।

ফেস্টে বেলেল্লাপনা, আর জি করের আন্দোলনকারী ডাক্তাররাই মদের উৎসবে মেতে উঠলেন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ বান্ধবীর কাঁধে হাত রেখে গলায় সুরা ঢালছেন এক যুবক, বিয়ার ছিটিয়ে চলছে উৎসব-দৃশ্যটা দেখে মনে হতে পারে কোনও নাইট ক্লাবের রাত। কিন্তু না, ঘটনাস্থল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের ফেস্ট! যা দেখে হতবাক সাধারণ মানুষ বলছেন, এ তো সরষের মধ্যেই ভূত! আশ্চর্যের বিষয়, বছরখানেক আগে যাঁরা বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন, এবার সেই তারাই মদের বোতল হাতে ধরা পড়লেন কলেজ ফেস্টে। অভিযোগ, গত ২০ এবং ২১ সেপ্টেম্বর ফেস্ট উপলক্ষ্যে হাসপাতাল চত্বরেই বয়েজ হস্টেলের ১ এবং ৭ নম্বর রুমে ব্ল্যাকে দেদার মদ বিক্রি হয়েছে। এবং তা করেছেন কিছু জুনিয়র-সিনিয়র ডাক্তার। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে ফেস্ট চলাকালীন উচ্ছৃঙ্খলতার যে ছবি সামনে এসেছে তাই দেখে বিস্মিত অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষরা। এরাই তো বছরখানেক আগে চিকার করেছিল ' উই ওয়ান্ট জাস্টিস!' আসল চরিত্র সামনে এসে যাওয়ায় মুখে কুলুপ এঁটেছেন বিক্রম চৌধুরি, বিভাংশু রায়, ইশিতা ঘোষ, প্রহ্লাদ অধিকারী, রুম্পা গোপ, রূপক সিনহা, সাকলাইন মণ্ডল। এঁরা সকলেইবর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের ফেস্ট কমিটির সদস্য। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের ফেস্টের নাম ' গত ২০ আর ২১ সেপ্টেম্বর এই অনুষ্ঠান হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের গ্রাউন্ডে। সুষ্ঠুভাবে যাতে ফেস্ট হয় তার জন্য একটি ত্রিশ সদস্যের কমিটি গড়ে দিয়েছিল বর্ধমান মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ। যার মাথায় ছিলেন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের ডিন ডা. অরুণিমা চৌধুরি, ফার্মাকোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. অভিজিত দাস, রেডিওলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. মৃণালকান্তি ঘোষ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিন ডা. সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু অনুষ্ঠানের দিনের যে ছবি সামনে এসছে তাতে চক্ষু চড়কগাছ! চূড়ান্ত বেনিয়ম তৈরির করার পরেও স্পন্দন কমিটির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি হাসপাতালের প্রশাসনিক প্রধানরা। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন প্রাথমিকভাবে তাই এঁদেরকেই দায়ী করেছে। সোমবারই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়েছে একদল ছাত্রছাত্রী। তাদের প্রশ্ন, কীভাবে একটা মেডিক্যাল কলেজে ক্যাম্পাসে ফেস্ট চলাকালীন দেদার মদ বিক্রি হল? ফেস্ট চলাকালীন মদের বোতল হাতে বেলেল্লাপনা করতে দেখা গেল একদল জুনিয়র-সিনিয়র চিকিৎসককে। কোথায় ছিল কর্তৃপক্ষর নজরদারি?

উদ্ধার ১৮ ফুটের অজগর সাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চালসা, ২৩ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার সাত-সকালে জনবহুল এলাকা থেকে উদ্ধার হল ১৮ ফুটের অজগর সাপ। এদিন সকালে গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন বাতাবাড়ি বেনাই পাড়া এলাকা থেকে অজগরটি উদ্ধার হয়। এদিন সকালে স্থানীয়রাই সবার প্রথমে সাপটিকে দেখতে পান। খবর চাউর হতেই বহু মানুষ ভিড় করেন এলাকায়। খবর দেওয়া হয় ধূপঝোড়া বিট অফিসে। বনদফতরের সহযোগিতায় স্থানীয় যুবকেরা সাপটিকে উদ্ধার করে। সুস্থ থাকায় এদিনই সেটিকে গরুমারা জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় যুবক বলেন, এদিন উদ্ধার হওয়া অজগর সাপটি লম্বায় প্রায় ১৮ ফুট ছিল।

TENKARAIPUR BALUMATI GRAM PANCHAYAT
Raninaper-1 Dav. Block
P.O. - Tenkaraipur P.S. - Islampur Dist. - Murshidabad
Telephone No.: 03481-236101
e-mail Id.: tenkaraipurbalumatigp@gmail.com
e-Tender No. 12/TBGP/15TH CFC/2025-26

e-Tender No. 12/TBGP/15TH CFC/2025-26 is invited through on-line by the Prodhan, Tenkaraipur Balumati GP, Islampur Murshidabad, for 05 (Five) no. work under Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat from **23/09/2025 to 06/10/2025.**
N.B: Details may be obtained from **https://wbtenders.gov.in** & from this office during office hours.

Prodhan
TENKARAIPUR BALUMATI GRAM PANCHAYAT

e – Tender Notice

e-Tender are invited for works as follows:
1. Name of work:- Supply and Installation of BLUE WHITE LED chain lights on the poles at Park Street Flyover
Tender ID - 2025_HRBC_902953_1
e-NIT No. HRBC/JPM(E)/NIT/11/25-26

Last date of submission of bid (online) is **07.10.2025** up to 10.00 AM.
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

Office of the
Antila Gram Panchayat
Vill.- Antila P.O.-Antila, P.S.-Bagnan, Dist.-Howrah

Notice Inviting e-Tender No.: (1) AGP/eNIT/07/APAS/25-26, (2) AGP/eNIT/08/APAS/25-26
For and on behalf of the Antila Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-tendering for 14(Fourteen) different works. Bid submission start dt.: **24/09/2025 at 10:00 Hrs.** Bid submission closing dt.: **10/10/2025 at 10:00 p.m.** Bid Opening Date on **14/10/2025 at 10.00 AM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Antila Gram Panchayat

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAM PANCHAYAT
FRESERGANJ, P.O.- FRESERGANJ, P.S. –FRESERGANJ COASTAL,
DISTRICT - SOUTH 24 PARGANAS E-mail: pradhanfreserganj@gmail.com

NOTICE INVITING TENDER No. WB/S24PGS/FGP/NIeT-12 ,13, & 14 (25-26)Dtd 19.09.2025.
Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the 22 (Twenty Two)Nos. different work(s). Date & Time of submission Start Date **23.09.2025 at 10:00 AM.** Last Date : **11.10.2025.** For details please visit Website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat

আপাতত নিজের ক্লাবেই থাকছেন জেমস কিথান

হি.স., জয়পুর, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ গত আইলিগে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি রাজস্থান ইউনাইটেড। প্রথম ম্যাচেই পরাজিত হতে হয়েছিল রিয়াল কাশ্মীরের কাছে। সেই হতাশা কাটিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে শক্তিশালী নামধারী এফসির বিপক্ষে দল ঘুরে দাঁড়ালেও বজায় থাকেনি সেই ধারাবাহিকতা। আটকে যেতে হয়েছিল একের পর এক দুইটি ম্যাচে। এক্ষেত্রে পয়েন্ট নষ্ট করতে হয়েছিল শ্রীনিধি ডেকানের পাশাপাশি শিলং লাজং এফসির মতো দলের কাছে। সময়ের সাথে সাথে নিজেদের পুরনো ছন্দে ফেরার পরিকল্পনা নিয়ে মাঝে ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবকে আটকালে ও সেই জয়ের ধারা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে শক্তিশালী রিয়াল কাশ্মীর দলকে আটকে দেশের এই দ্বিতীয় ডিভিশন লিগের প্রথম তিনে উঠে আসার লড়াইয়ে নিজেদের পথ প্রশস্ত করার ভাবনা থাকলেও সেই আশা কার্যত নিরাশায় পরিনত করে দিয়েছিল চার্চিল ব্রাদার্স। তারপর গোকুলাম ম্যাচ। সেখানে ও পিছু নেয় সেই হতশ্রী পারফরম্যান্স। স্বাভাবিকভাবেই টুর্নামেন্টের অন্যান্য দলগুলি তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল রাজস্থানের এই ফুটবল দল। শেষ পর্যন্ত ২২ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের পঞ্চম স্থানে শেষ করেছিল দ্বিতীয় ডিভিশন লিগের এই ফুটবল ক্লাব। একের পর এক শক্তিশালী ফুটবলারদের দলে নিয়ে ও এমন পারফরম্যান্স যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। তবে দলের এমন হতাশাজনক পারফরম্যান্স ভুলে এই নতুন সিজনে ঘুরে দাঁড়ানোই এখন প্রধান লক্ষ্য সকলের কাছে। সেইমত বহু আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল রাজস্থান ইউনাইটেড। এক্ষেত্রে মূলত দলের তরুণ ফুটবলারদের দিকেই বাড়তি নজর ছিল সকলের। গত কয়েক মাসে সেই অনুযায়ী একাধিক ফুটবলারদের সই করিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু শুধুমাত্র নতুন ফুটবলারদের দলে টানাই নয়। দলের বেশ কিছু ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর ভাবনা ছিল আইলিগের এই দলের। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হয়েছে দলের গোলরক্ষক জেমস কিথানের নাম। গত সিজনে রাজস্থান ইউনাইটেডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই ভারতীয় গোলরক্ষক। ভালো পারফরম্যান্স করার জন্য আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি বাড়িয়ে নিয়েছে এই শক্তিশালী দল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''নতুন সিজনের জন্য দৃঢ়ভাবে মনোনিবেশ করতে চাই। রাজস্থান ইউনাইটেডে আরেকটি সিজন থাকতে পেরে আমি যথেষ্ট খুশি। এই দলের অসাধারণ সমর্থকরা রয়েছে। আমরা সবাই মিলে এই সিজনটা অবিস্মরণীয় করে তুলতে চাই।''

নভেম্বরে কোচিতে মেসি!

প্রতিপক্ষের নামে পড়ল সরকারি সিলমোহর

সংবাদ, সংস্থা, কোচি, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ কেরলবাসীর কাছে আসছে নভেম্বর মানেই মেসি-ম্যাজিক, ফুটবলের রঙিন কার্নিভাল। কারণ আর দু'মাসেরও কম সময় বাদে কোচির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে নামতে চলেছে আর্জেন্তিনা। অধিনায়কের আর্মব্যান্ড থাকবে লিওনেল মেসির হাতে। বাইশের বিশ্বকাপজয়ী দল আসছে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে। প্রতিপক্ষ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার নাম ইতিমধ্যে চূড়ান্ত। সম্ভাব্য তারিখ ১২ থেকে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে। সূত্র বলছে, ১৫ থেকে ১৮-র মধ্যে দ্বৈরথের দিন ঠিক করা হবে। অগস্টে খবর ছড়িয়েছিল, সূচি ও স্পনসর সংক্রান্ত সমস্যার কারণে আর্জেন্টিনার সফর নাও হতে পারে। পরে অবশ্য কেরলের ক্রীড়া দপ্তর ও ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আব্দুরাহিমান জানিয়ে দেন-সব ঠিকঠাক, সময়মাফিক চলছে। নভেম্বরেই আসছে আর্জেন্তিনা। এরপর থেকেই

উল্টো দিন গোনা শুরু। কোচির কালুর স্টেডিয়ামে ইতিমধ্যে জোর প্রস্তুতি। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের নিরাপত্তা আধিকারিক স্টেডিয়াম ঘুরে গিয়েছেন। মাঠ, আলো, দর্শকাসন-সবকিছু খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রশাসন ও আয়োজক সংস্থা হাতে হাত মিলিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে। সরকারের ভূমিকা সীমিত হলেও নিরাপত্তা ও লজিস্টিকসের মূল দায়িত্ব তাদেরই। প্রতিপক্ষ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার নাম ঠিক হওয়াটাও দর্শকদের কাছে বাড়তি উত্তেজনা তৈরি করেছে। সাম্প্রতিক বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ ফুটবল অনুরাগীদের স্মৃতিতে সজীব। এবার সেই লড়াইয়ের আঁচ পোহাবে কোচির ময়দান। শুধু মেসি নয়, সঙ্গে থাকবেন আর্জেন্টিনার অন্য তারকারাও। লাউতারো মার্টিনেজ, এনজো ফার্নান্দেজের মতো নামী ফুটবলারদেরও দেখা যেতে পারে। এমন সফর ভারতের ফুটবল ইতিহাসে বিরল। কেরল বরাবরই ফুটবলপ্রেমী রাজ্য। তার উপর মেসিকে চোখের সামনে দেখার সুযোগ জীবনে সচরাচর আসে না। আয়োজকদের দাবি, ম্যাচের দিন গ্যালারির প্রতিটি আসন ভরে যাবে। ইতিমধ্যেই হোটেল বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে।

৩১ অক্টোবর থেকে গোয়ায় শুরু হবে ফিডে বিশ্বকাপ, ওয়াইল্ড কার্ড পেয়ে নামবেন দিব্যা

হি.স., পানাজি, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ সম্প্রতি ভারতের মহিলা দাবাড়ু দিব্যা দেশমুখ ঐতিহাসিক ফিডে মহিলা বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। ফাইনালে তিনি হারিয়েছিলেন ভারতের অভিজ্ঞ গ্র্যান্ড মাস্টার কোনেরু হাম্পিকে। খেতাব জয়ের পর ১৯ বছরের দিব্যা হয়েছেন দেশের ৮৮তম গ্র্যান্ড মাস্টার। পাশাপাশি তিনি হাম্পি, হারিকা দ্রোণাভল্লি এবং আর বৈশালীর পর তিনি হলেন চতুর্থ ভারতীয় মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার। এবার দিব্যা দেশমুখ নামতে চলেছেন ফিডে দাবা বিশ্বকাপে। এবারের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে ভারতের বিখ্যাত সৈকত নগরী গোয়ায়। ৩১ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে প্রতিযোগিতা চলবে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। দিব্যা এই প্রতিযোগিতায় নামবেন ওয়াইল্ড কার্ড নিয়ে। শেষ মুহূর্তে দুই দাবাড়ু নাম প্রত্যাহারের পর দিব্যাকে ওয়াইল্ড কার্ড দেওয়া হয়েছে। নাগপুরের এই বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশের নেতৃত্বে সিঙ্গল-এলিমিনেশন রাউন্ডে আরও ২০ জন ভারতীয়ের সঙ্গে যোগ দেবেন। ফিডে জানিয়েছে, শেষ মুহূর্তে জু ওয়েঞ্জুন এবং হাউ ইফান আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করায় সুযোগ পেয়েছেন দিব্যা দেশমুখ। প্রতি দুই বছর অন্তর অনুষ্ঠিত এই বিশ্বকাপে বিশ্বের ২০৬ জন সেরা খেলোয়াড় তিন সপ্তাহ ধরে নকআউট মিনি-ম্যাচের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করেন।

বর্ষসেরা ক্লাবের পুরস্কার পাওয়ার রাতে হার পিএসজি'র

সংবাদ সংস্থা, মার্সেই, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ লিগ আঁ শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে প্রথম চার ম্যাচেই জয়ের পর, সোমবার রাতে মার্সেইয়ের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরে গেছে লুইস এনরিকের দল। মার্সেইয়ের মাঠে পঞ্চম মিনিটেই গোলটি হজম করে তারা। কাছ থেকে হেডে ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটি করেন মরক্কোর ডিফেন্ডার নায়েফ আগার্ড। লড়াইয়ে ফেরার জন্য প্রায় পুরোটা সময়ই বাকি ছিল পিএসজির সামনে। বল দখল ও আক্রমণে এগিয়েও থাকে তারা কিন্তু ফিনিশিংয়ের ব্যর্থ হয় পুরো দল। গোলের জন্য ১২টি শট নিয়ে

পিএসজির জালে বল পাঠিয়ে উচ্ছ্বসিত মার্সেইয়ের খেলোয়াড়রা।

পাঁচটি লক্ষ্যে রেখে একবারও জালে পাঠাতে পারেনি ইউরোপ চ্যাম্পিয়নরা। প্যারিসে জমকালো ব্যালন ডি'অর অনুষ্ঠানে গতবারের সেরা ক্লাবের পুরস্কার জেতে পিএসজি। পুরস্কারটি তুলে দেওয়া হয় ক্লাবটির সভাপতি নাসের আল খেলাইফির হাতে। এই অনুষ্ঠানেই বর্ষসেরা কোচের পুরস্কার পান ক্লাবটিকে সাফল্যের শীর্ষে নেওয়া এনরিকে এবং বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার ব্যালন ডি'অর জয় করেন এই ক্লাবেরই উসমান ডেম্বেলে। এত এত প্রাপ্তির দিনটা জয়ে রাঙাতে পারল না পিএসজি। লিগ টেবিলের শীর্ষস্থানও হারাল তারা। পাঁচ ম্যাচে চার জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে দলটি আছে দুইয়ে। সমান ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠেছে মোনাকো। তৃতীয় স্থানে লিওঁর পয়েন্টও তাদের সমান।

ব্যালন ডি'অর না পেলেও ফের কোপা ট্রফি জিতলেন ইয়ামাল

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ দুর্দান্ত কাটানো একটা মরসুমে ব্যালন ডি'অর হাতে না এলেও লামিনে ইয়ামালের হাতে ধরা দিল একটি দারুণ অর্জন। ২১ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে সেরা ফুটবলারের পুরস্কার কোপা ট্রফি বয়সী এই ফরোয়ার্ড প্রথম জেতেন গত বছর। মেয়েদের মধ্যে এই পুরস্কার জিতেছেন বার্সেলোনার আরেক ফরোয়ার্ড ভিকি লোপেস। তার বয়স ১৯। বার্সেলোনার বিধ্বংসী আক্রমণভাগের সদস্য ইয়ামাল চোখধাঁধানো পারফরম্যান্স

সোমবার প্যারিসে কোপা ট্রফি জয়ী ইয়ামাল।

জিতলেন বার্সেলোনার এই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। প্যারিসে সোমবার ব্যালন ডি'রের জমকালো অনুষ্ঠানে ইয়ামালের হাতে তুলে দেওয়া হয় এই পুরস্কার। ২০১৮ সাল থেকে পুরস্কারটি দেওয়া হচ্ছে। প্রথমবার জেতেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। ইয়ামাল প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে জিতলেন দুইবার। ১৮ বছর উপহার দেন গত মরসুমজুড়ে। যার জন্যই তাঁকে ব্যালন ডি'অর সহ কোপা ট্রফির জন্য তালিকায় রাখা হয়। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫৫ ম্যাচে ১৮ গোল করার পাশাপাশি ২৫টি অ্যাসিস্ট করেন তরুণ স্প্যানিশ তারকা। স্পেন ও বার্সেলোনার হয়ে ইয়ামালের আগে এই পুরস্কার জেতেন পেদ্রি ও গাভি।

'আলকারাজ-সিনারদের সুবিধা দিতেই বানানো হচ্ছে ম্যাড়ম্যাড়ে, মন্থর কোর্ট?'

সংবাদ সংস্থা, সান ফ্রান্সিসকো, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ বিশ্বটেনিস কি তবে 'রিগিং'য়ের ফাঁদে? ম্যাচকে একপেশে করার জন্যই কি টুর্নামেন্ট কর্তারা কোর্টকে মন্থর করে রাখছেন? বাড়তি ফায়দা লুটছেন হাতেগোনা তারকা খেলোয়ায়াড়? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রজার ফেডেরারের সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে। লেভার কাপে যোগ দিতে গিয়ে প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পষ্টভাষায় জানালেন-ইদানীংকালের টেনিসে যে ম্যাড়ম্যাড়ে কোর্টে খেলা হচ্ছে, সেটা নাকি কার্লোস আলকারাজ আর ইয়ানিক সিনারের মতো খেলোয়াড়দের সুবিধার জন্যই বানানো। অ্যান্ডি রডিকের পডকাস্টে ফেডেরারের সোজাসাপ্টা অভিযোগ-''আজকাল টুর্নামেন্ট পরিচালকরা কোর্ট আর বলের গতি এতটাই একরকম করে ফেলেছেন, যে খেলোয়াড়দের খেলার ধরণ বদলানোর দরকারই হচ্ছে না। প্রতিটা টুর্নামেন্টে একই রকম অবস্থা। ফলে টেনিসে অনিশ্চয়তা নেই, বৈচিত্র্য নেই। কোর্ট দ্রুত হলে যেমন খেলা হত, মন্থর কোর্টে তেমন ম্যাচই দেখা যাচ্ছে না। এভাবে চললে টেনিস একঘেয়ে হয়ে যাবে।'' ফেডেরারের পরের বক্তব্য আরও মারাত্মক। তাঁর দাবি, আয়োজকদের উদ্দেশ্য আলকারাজ-সিনারের মতো তারকাদের সুরক্ষিত রাখা। তাঁদের ফাইনালে পৌঁছনো নিশ্চিত করা। কারণ মন্থর কোর্টে দুর্বল খেলোয়াড়দের পক্ষে বড় নামকে হারানো কার্যত অসম্ভব। 'ফেড-এক্স'

আত্মবিশ্বাসের সুরে বলছেন, ''আমি বুঝতে পারছি কেন এটা করা হচ্ছে। মন্থর কোর্টে অপেক্ষাকৃত দুর্বল খেলোয়াড়কেই দুর্দান্ত সব শট খেলতে হবে। কিন্তু কোর্ট দ্রুত হলে কয়েকটা টাইমিং শটেই সে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে। এটাই আসল পার্থক্য।'' তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই টেনিস মহলে শোরগোল! কারণ গত দু'বছর ধরে যাবতীয় গ্র্যান্ড স্লাম একচেটিয়াভাবে আলকারাজ-সিনারের দখলে। আটটি বড় টুর্নামেন্টের সমস্তটাই তাঁরা ভাগ করে নিয়েছেন। প্রত্যেকের ঝুলিতে চারটি করে খেতাব। সিনার এখনও ফ্রেঞ্চ ওপেন জিততে পারেননি, আলকারাজও মেলবোর্নের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে খালি হাতে ফিরেছেন-তবু বাকি সমস্ত মঞ্চে তাঁদেরই দাদাগিরি। আর এখানেই ফেডেরারের ক্ষোভ-এভাবে চলতে থাকলে নতুন প্রতিভা উঠে আসবে কীভাবে?

নতুন মহিমায় ধরা দিতে ভারতে বোল্ট

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত মানুষ হিসেবে পরিচিত জ্যামাইকান স্প্রিন্টার উসেইন বোল্ট ভারতে আসছেন। আবার নতুন মহিমায় ভক্তদের মুগ্ধ করতে ভারতের মাটিতে পা রাখবেন এই দৌড়বীর। আটবারের অলিম্পিক সোনার পদক বিজয়ী এই ক্রীড়াবিদ ১ অক্টোবর মুম্বইয়ে একটি অনন্য ফুটবল প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ নেবেন। দৌড়ের স্পাইক ছেড়ে ফুটবল বুট পায়ে মাঠে নামবেন বোল্ট, যা ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এক অবিস্মরণীয় উপহার হয়ে উঠবে। এই ইভেন্টটি পুমা ইন্ডিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত, যা স্পোর্টস, এন্টারটেইনমেন্ট এবং কমিউনিটির আসতে উত্তেজিত। এখানকার শক্তি, মানুষ এবং স্পোর্টসের প্রতি আবেগ অতুলনীয়। আমার অনেক ভক্ত আছে এখানে, এবং এই সফরের জন্য অধীর আছি।'' এটি বোল্টের ভারতে দ্বিতীয় সফর। ২০১৪ সালে প্রথমবারের মতো দেশে এসে তিনি ভক্তদের মুগ্ধ করেছিলেন। এবারের সফরে ২৬ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দিল্লি এবং মুম্বইতে প্রমোশনাল ট্যুর করবেন একটি স্পোর্টস অভিজ্ঞতা ও ভ্রমণ প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে। পুমা ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর কর্তিক বলাগোপালান বলেছেন, ''পুমায় আমরা বিশ্বাস করি স্পোর্টস সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত এবং একত্রিত করতে পারে। ভারতের

মিলনমেলা হিসেবে পরিচিত হবে। বোল্ট এই ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি এবং বেঙ্গালুরু এফসি-দুটি ভারতীয় সুপার লিগের শীর্ষ ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করবেন। বিশেষ করে, তিনি ম্যাচের প্রথমার্ধে এক দলে এবং দ্বিতীয়ার্ধে অন্য দলে খেলবেন, যা দুই ক্লাবের ভক্তদের একত্রিত করার এক অনন্য উপায়। এতে অংশ নেবেন বলিউডের তারকা ও অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিত্বসহ শীর্ষ ফুটবলাররা। টিকিটযুক্ত এই ইভেন্টটি ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া দু'দিনের উদযাপনের অংশ, যা ভারতের যুবকদের মধ্যে ফুটবলের জনপ্রিয়তা উদযাপন করবে। উসেইন বোল্টের ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা কোনো নতুন কথা নয়। শৈশব থেকেই তিনি ফুটবল খেলায় আগ্রহী ছিলেন এবং স্বপ্ন দেখতেন মাঠে তার অসাধারণ গতি প্রদর্শনের। অ্যাথলেটিক্স থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি ফুটবলের প্রতি আরও মনোযোগ দেন-ট্রেনিং করেন, ট্রায়াল ম্যাচ খেলেন এবং গোলও ে স্কার করেন। যদিও পেশাদার ফুটবল ক্যারিয়ার পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি, তবু চ্যারিটি ম্যাচ এবং প্রদর্শনীতে তার উৎসাহ অকৃত্রিম। বোল্ট বলেন, ''আমি ভারতে ফিরে যুবকদের মধ্যে ফুটবলের জনপ্রিয়তা দেখে আমরা বোল্টকে নিয়ে এসেছি, যা এই গতির উদযাপন। ভারতীয় ফুটবলের জন্য এই ইভেন্টটি এক মাইলফলক। দেশে ফুটবলের উত্থান ঘটছে, এবং বিশ্বমানের আইকনের উপস্থিতি যুবকদের আরও উৎসাহিত করবে।'' মুম্বই সিটি এবং বেঙ্গালুরু এফসির ভক্তরা বিশেষ করে উত্তেজিত, কারণ তাদের প্রিয় ক্লাবে বোল্ট খেলবেন। এছাড়া, বলিউড তারকাদের অংশগ্রহণ ম্যাচটিকে আকর্ষণীয় করে তুলবে। টিকিট বিক্রি শীঘ্রই শুরু হবে, এবং ভক্তরা এমন এক অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন যা খেলা, বিনোদন এবং সম্প্রদায়ের মিলনে ভরা। বোল্টের আগমন শুধু খেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটি ভারত-জ্যামাইকার সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনকে শক্তিশালী করবে। তার মতো গ্লোবাল আইকনের উপস্থিতি ভারতীয় যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করবে স্বপ্ন দেখতে এবং তাড়াতাড়ি ছুটতে। ১ অক্টোবরের এই ম্যাচটি নিশ্চয়ই ভারতীয় স্পোর্টস ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভক্তরা অপেক্ষায় রয়েছেন-বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত পায়ের মালিককে মাঠে দেখার জন্য।

ইয়ামালকে পিছনে ফেলে ব্যালন ডি'অর জিতলেন ডেম্বেলে

সম্ভাবনায় যাকে এগিয়ে রাখা হচ্ছিল সবচেয়ে বেশি, প্রত্যাশিতভাবে তার হাতেই উঠল ব্যালন ডি'অর। বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামালকে পেছনে ফেলে প্রথমবারের মতো বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কারটি জিতলেন পিএসজি ফরোয়ার্ড উসমান ডেম্বেলে।

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ গত মাসের প্রথমদিকে প্রকাশিত হয়েছিল ব্যালন ডি'অরের জন্য নির্বাচিত তারকাদের তালিকা। যেদিকে নজর ছিল গোটা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমী মানুষদের। একটা সময় আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসি এবং পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের একচ্ছত্র দাপট থাকলেও সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বদলেছে সমস্ত কিছু। গতবার এই খেতাব জয় করে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন রদ্রি। সেবার এই ব্যালন ডি'অরের দৌড়ে থেকে ও ছিটকে যেতে হয়েছিল ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে। এবার এক ফরাসি ফুটবলারের হাতে উঠল এই শিরোপা। তিনি ওসমান ডেম্বেলে। বলাবাহুল্য, এবারের এই অনন্য সম্মানের জন্য তালিকা প্রকাশের পর থেকেই সকলের নজর ছিল এই ফরাসি ফুটবলারের দিকে। কিন্তু তিনি একানন। ডেম্বেলের পাশাপাশি এই শিরোপা জয়ের দাবিদার হিসেবে বারংবার উঠে আসতে শুরু করেছিল স্পেনের ওয়ান্ডার বয় লামিনে ইয়ামালের নাম। যারফলে অনেকেই মনে করেছিল যে এবার ও হয়তো স্পেনেই যাবে ব্যালন ডি'অর। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত ইয়ামালকে অপেক্ষায় রেখে বাজিমাত করে গেলেন ইউসিএল জয়ী তারকা ওসমান ডেম্বেলে। গত সোমবার রাতে প্যারিসের বুকে আয়োজিত হয়েছিল এবারের এই অনুষ্ঠানের আসর। সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে এই ফরাসি তারকার হাতে খেতাব তুলে দেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোনাল্ডিনহো গাউচো। তবে এই আনন্দময় মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে পারেননি পিএসজি দলের কোচ সহ তাঁর সতীর্থ ফুটবলাররা। আসলে লিগ ওয়ানের ম্যাচের সময় বদলের দরন আসা সম্ভব হয়নি তাঁদের পক্ষে। যদিও এই অনুষ্ঠানে থাকতে দেখা গিয়েছিল দলের সভাপতিকে। উল্লেখ্য, গত ২০২৪-২০২৫ সিজনে ইন্টার মিলানকে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো ইউসিএল

জয়ের স্বাদ পেয়েছিল পিএসজি। সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ডেম্বেলের। এছাড়াও লিগ ওয়ান ও সুপার কাপের মতো টুর্নামেন্ট জয় করার ক্ষেত্রে ও যথেষ্ট ভূমিকা ছিল এই ফুটবলারের। প্রথমবারের মতো পিএসজির চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী আসরে ৮টিসহ সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৫ গোল করেন তিনি ৫৩ ম্যাচ খেলে। সরাসরি গোলে সহায়তা করেন ১৬টিতে। ফুটবলের আঙিনায় ইয়ামালও দারুণ উজ্জ্বল ছিলেন গত মরসুমে। সেবার বার্সেলোনার লা লিগা, কোপা দেল ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন তরুণ স্প্যানিশ উইঙ্গার। মরসুমজুড়ে চোখধাঁধানো পারফরম্যান্সে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫৫ ম্যাচে ১৮ গোল করার পাশাপাশি ২৫টি অ্যাসিস্ট করেন তিনি। টানা তৃতীয়বারের মতো মেয়েদের ব্যালন ডি'অর জিতেছেন বার্সেলোনার স্প্যানিশ মিডফিল্ডার আইতানো বনমাতি। প্রথম মহিলা ফুটবলার হিসেবে তিনবার বর্ষসেরার এই পুরস্কার জিতলেন তিনি। ছাড়িয়ে গেলেন দু'বার জেতা বার্সেলোনা ও স্পেনের আরেক ফুটবলার আলেক্সিয়া পুতেয়াসকে। ২৭ বছর বয়সী বনমাতি গত মরসুমে বার্সেলোনা মহিলা দলের ঘরোয়া ট্রেবল জয়ে অবদান রাখেন। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৬ গোল করার পাশাপাশি ১২টি অ্যাসিস্ট করেন তিনি, নির্বাচিত হন উইমেন'স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মরসুম-সেরা খেলোয়াড়। প্রতিযোগিতাটির ফাইনালে আর্সেনালের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরে যায় বার্সেলোনা। ব্যালন ডি'অর দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মে পরিবর্তন আনা হয় ২০২২ সালে। আগে ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে পুরো বছরের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নেওয়া হলেও, এখন বিবেচনায় ধরা হয় ইউরোপিয়ান ফুটবলের একটি মরসুমকে (আগস্ট থেকে জুলাই)। সাংবাদিকদের ভোটে নির্বাচিত হন বিজয়ী। এদিন বর্ষসেরা গোলরক্ষক হিসেবে দোন্নারুম্মার নাম ঘোষণা করা হয়। ২০১৯ সাল থেকে দেওয়া হচ্ছে ইয়াশিন ট্রফি। প্রথমবার এই পুরস্কার জেতেন ব্রাজিলের আলিসন। এক বছর পর প্রথমবার এই পুরস্কার জেতেন দোন্নারুম্মা। বর্তমানে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটিতে খেলা ২৬ বছর বয়সী দীর্ঘদেহী গোলরক্ষক জিতলেন দ্বিতীয়বার। গত দুই বছরে এই পুরস্কার জেতেন অ্যাস্টন ভিলার আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। তিনি ছাড়া এতেদিন একাধিকবার ইয়াশিন ট্রফি জিততে পারেননি আর কেউ। এবার তার সঙ্গী হলেন দোন্নারুম্মা, যিনি গত মরসুমে পিএসজির অধরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ে রাখের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এছাড়াও ফরাসি ক্লাবটির হয়ে লিগ আঁ, ফরাসি কাপ, ফরাসি সুপার কাপও জেতেন তিনি। মহিলা ফুটবলের বর্ষসেরা গোলরক্ষক হয়েছেন উইমেন'স ইউরো জয়ী ইংল্যান্ড নারী দলের হ্যানা হ্যাম্পটন।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com